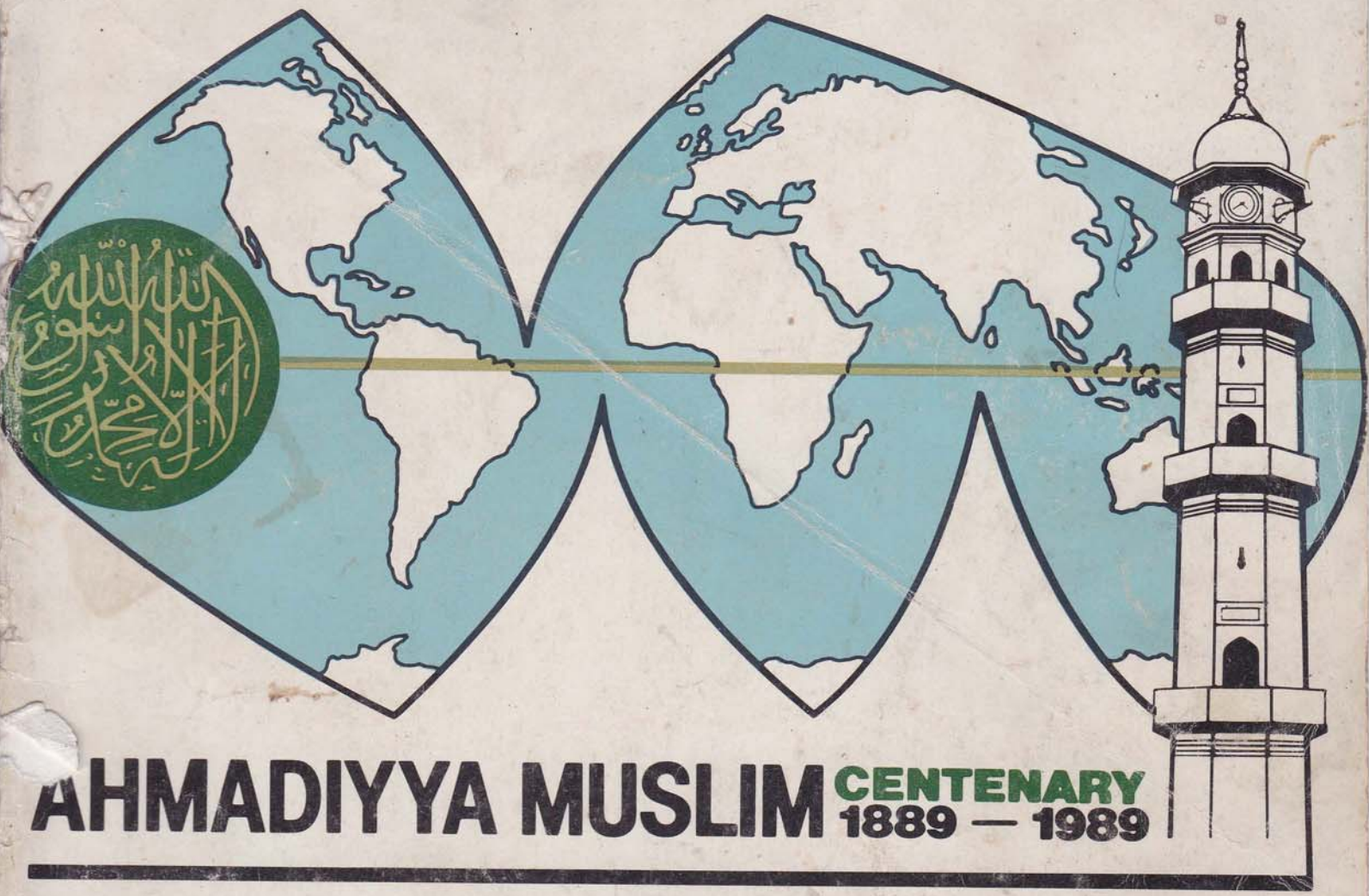

AHMADIYYA MUSLIM CENTENARY 1889 — 1989

আহ্‌মদীয়া মুসলিম
শতবার্ষিকী সমরণিকা ১৯৮৯
বাংলাদেশ

AHMADIYYA MUSLIM
CENTENARY SOUVENIR 1989
BANGLADESH

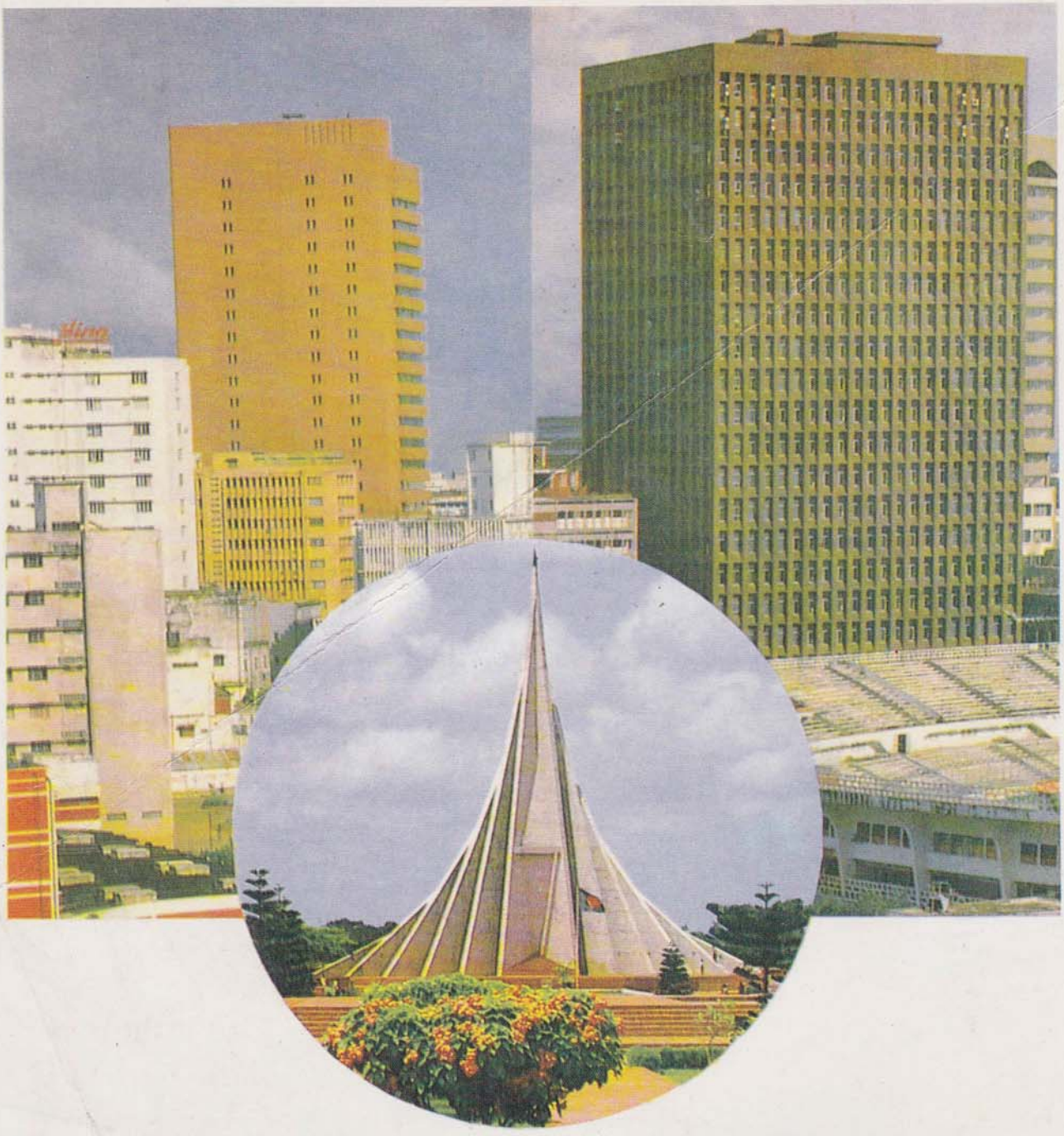

আল্লাহ্‌তা'লা আহ্‌মদীয়া মুসলিম শতবার্ষিকী সফল করুণ

May Allah make the Ahmadiyya Muslim Centenary Celebration successful

নির্মাণ জগতে শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক

কনকর্ড ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড কনস্ট্রাকশন লিঃ
CONCORD ENGINEERS & CONSTRUCTION LTD.
ENGINEERS & BUILDERS

Head office: CONCORD CENTRE
43, North Commercial Area,
Gulshan, Dhaka-12, Bangladesh.
Phone : 601700 606888
PBX: 600273 600274 Telex : 642563
CORD BJ Cable : LANCER DHAKA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী (১৮৮৯-১৯৮৯) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা-১৯৮৯

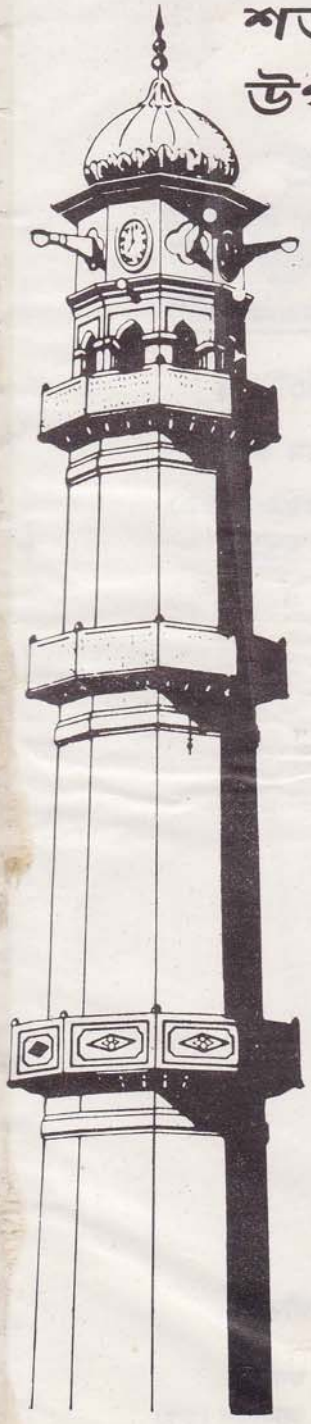

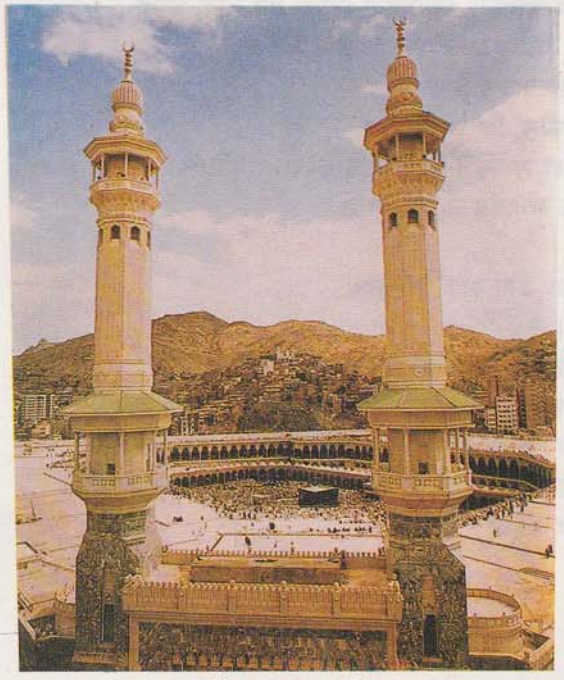

পবিত্র কা'বা শরীফ
KA'BA SHARIF

মসজিদ বাশারাত, স্পেইন
MASJID BASHARAAT, SPAIN

ঢাকা মসজিদ, বাংলাদেশ
DHAKA MASJID, BANGLADESH

প্রকাশনায় ঃ বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ৪ নং বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ ।

সূচী

- আল্ কুরআন, আল্ হাদীস
- বাণী
- পৃথিবীব্যাপী ইসলাম-প্রচারে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের অবদান
- আহ্মদীয়া মুসলিম কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন কর্মসূচী
- বিশ্বব্যাপী আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের উন্নতি ও অগ্রগতি
- হযরত মির্জা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর দাবী-সমূহ
- আহ্মদীয়া জামা'তে বয়আত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত
- খেলাফত ঃ- ঐশী কুদরতের নিদর্শন
- 'দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ স্কীম' কি ও কেন ?
- বাংলাদেশে আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের দুইজন শহীদান
- বাংলাদেশের জামা'ত সমূহের নাম
- সংগঠন সমূহ
- প্রাকৃতিক দূর্যোগ এবং উহা হতে পরিত্রাণ
- মুবাহালা কি ও কেন ?
- হযরত মোহাম্মদ হোসেন, (সাহাবী) বর্ণিত একটি ঘটনা
- ঐক্যের উদাত্ত আহ্বান
- হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত কতিপয় নিদর্শন
- হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) সম্পর্কে খ্যাতনামা চিন্তাবিদগণের অভিমত
- সংবাদ পত্রের পেপার কাটিং
- কবিতা গুচ্ছ

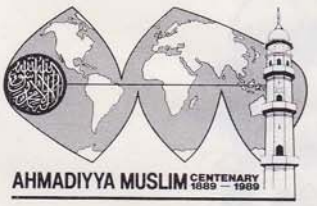

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের
শতবার্ষিকী (১৮৮৯-১৯৮৯)
উদযাপনের প্রতীক

Contents

- The Promised Messiah And Imam Mahdi has come
- Islam—the true and living faith
- Proofs of the claim of Imam Mahdi(A)
- 100 Years of the Ahmadiyyat
- Abraham's 'Fruitful' Posterity
- Ameers of Bangladesh Ahmadiyya Muslim community
- Sir Muhammad Zafrullah Khan, An Appreciation

স্মরণিকা ১৯৮৯-এর সাব-কমিটির সদস্যবৃন্দ

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান — আহ্বায়ক
মৌলানা বশিরুর রহমান — ইনচার্জ
অধ্যাপক আব্দুল জব্বার — সদস্য
জনাব মকবুল আহমদ খান — সদস্য
মৌলানা সালেহ্ আহম্‌দ — সদস্য
জনাব তসাদ্দুক হোসেন — সদস্য
আলহাজ্ব আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী-সদস্য

বিশেষ সহযোগীতায়

জনাব ইমদাদুল হক
জনাব মোহাম্মদ আহ্মেদ (তপু)
জনাব ওবায়দুর রহমান
জনাব আখতার হোসেন
জনাব মতিউর রহমান
জনাব জিল্লুর রহমান খান

আল্ কুরআন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অযাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

আকাশমণ্ডলে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেছে, যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, মহাপরাক্রমাশালী ও পরম প্রজ্ঞাময় ।

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক রসূল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল;

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

এবং (তিনিই তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্যদের মধ্যেও যাহারা এখনও পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই, এবং তিনি মহাপরাক্রমাশালী, পরম প্রজ্ঞাময় ।

(সূরা জুমুআঃ ১-৪)

আল্ হাদীস

فَاِذَا رَاَيْتُمُوْهُ فَبَايِعُوْهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ فَاِنَّهُ خَلِيْفَةُ اللّٰهِ الْمَهْدِيُّ

(سنن ابن ماجة باب خروج المهدى)

"ইমাম মাহ্‌দী যাহির হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁহার হাতে বয়আত করিও, যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়াও যাইতে হয়; নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল্-মাহ্‌দী" ।

—(সুনানে ইবনে মাজা, বাবু খুরুজুল মাহ্‌দী)

وَلْيُؤْمِنْ بِهٖ مَنْ اَدْرَكَهٗ مِنْكُمْ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ

(كنزل العمال)

"তোমাদের মধ্যে যে কেহ ইমাম মাহ্‌দীকে পাইবে, তাঁহার উপর ঈমান আনিবে এবং তাঁহাকে আমার সালাম পৌঁছাইয়া দিবে" ।

—(কনযুল উম্মাল)

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهٖ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

(صحيح مسلم)

"যে ব্যক্তি যুগের ইমামের হাতে বয়আত না করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করিয়াছে" ।

—(সহী মুসলিম)

يُوْشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ اَنْ يَلْقٰى عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اِمَامًا مَهْدِيًّا حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْحَرْبَ

(مسند احمد بن حنبل)

"তোমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে যাহারা জীবিত থাকিবে তাহারা দেখিতে পাইবে ঈসা ইব্‌নে মরীয়মকে ন্যায়-বিচারক ইমাম মাহ্‌দী রূপে। তিনি ক্রুশ (মতবাদ) ধ্বংস করিবেন এবং শূকর (নিলর্জ্জ ব্যক্তিদিগকে রূহানীভাবে) নিধন করিবেন ও ধর্ম-যুদ্ধ রহিত করিবেন" ।

—(মুসনাদ আহ্‌মদ বিন হাম্বল)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন-

"সমরণ রাখিবে যে, আমার আগমনের উদ্দেশ্য দুইটি । এক, যেহেতু অন্যান্য ধর্ম এখন ইসলামের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে, উহারা যেহেতু ইসলামকে গ্রাস করিয়া চলিয়াছে এবং ইসলাম অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় এবং এতীম শিশুর ন্যায় হইয়া পড়িয়াছে, সেইহেতু আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন যাহাতে আমি মিথ্যা ও বিকৃত ধর্মগুলির আগ্রাসন হইতে ইসলামকে রক্ষা করি এবং ইসলামের সত্যতার শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণসমূহ এবং উহার সৌন্দর্য পেশ করি । সেই সকল দলীল-প্রমাণ জ্ঞানমূলক যুক্তি ব্যতীত ঐশী জ্যোতিঃ ও নিদর্শনাবলীর আকারেও রহিয়াছে যেগুলি চিরকাল হইতেই ইসলামের সাহায্য ও সমর্থনে প্রকাশ হইয়া আসিয়াছে । এখন যদি তোমরা খৃষ্টান পাদ্রীদের রিপোর্টসমূহ পাঠ কর, তাহা হইলে জানিতে পারিবে যে, তাহারা ইসলামের বিরোধিতায় কি কি ভয়ঙ্কর উপকরণ গড়িয়া তুলিয়াছে । যেমন, তাহাদের এক একটি পত্রিকা কত বিপুল সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে । এহেন অবস্থায় ইসলামের বাণীকে সমুচ্চ ও গৌরবান্বিত করা জরুরী ছিল । সুতরাং সেই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং আমি সুনিশ্চিতভাবে বলিতেছি যে, ইসলাম অবশ্যই জয়যুক্ত হইবে । উহার আভাস ও লক্ষণসমূহ প্রকাশ হইয়া গিয়াছে । অবশ্য, ইহা সত্য কথা যে, উল্লেখিত বিজয়ের জন্য কোন তরবারী ও বন্দুকের প্রয়োজন নাই এবং আল্লাহ্‌তা'লাও আমাকে জাগতিক অস্ত্রের সহিত প্রেরণ করেন নাই ! .....মোটকথা, আমার আগমনের উদ্দেশ্য এই যে, ইসলামের বিজয় যেন অন্যান্য সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ।

(আমার) দ্বিতীয় কাজ এই যে, যাহারা বলে যে, তাহারা নামায পড়ে এবং অন্যান্য ধর্ম-কর্ম পালন করে, কিন্তু তাহাদের এই সবকিছু মৌখিক জমা-খরচ এবং দাবীই মাত্র । বস্তুতঃ এক্ষেত্রে প্রয়োজন, মানুষের সেই অভ্যন্তরীণ (বাতেনী) উৎকৃষ্ট অবস্থার উদ্ভব, যাহা ইসলামের মগজ বা সার-বস্তু স্বরূপ। আমি তো ইহা জানি যে, কোন ব্যক্তি মো'মেন এবং মুসলমান হইতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে হযরত আবুবকর, উমর, উসমান এবং আলী (রেযওয়ানুল্লাহে আলায়হিম)-এর রংগে রঙ্গীন হয় । তাঁহারা দুনিয়ার প্রেমে মগ্ন ছিলেন না । বরং তাঁহারা ছিলেন আল্লাহ্‌র পথে আত্মনিবেদিত । তাঁহারা নিজেদের জীবন খোদাতা'লার পথেই উৎসর্গ করিয়াছিলেন ।"

(মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ
১৮৩৫-১৯০৮ খৃঃ মোতাবেক ১২৫০-১৩২৬ হিঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ) বলেছেন—

"স্মরণ রেখো কোন পাপকেই তুচ্ছ মনে করা উচিৎ নয় । সামান্য সামান্য পাপের কারণে পরিশেষে মানুষ এক সাংঘাতিক ও কঠিন পাপের শিকার হয় । তোমরা জাননা যে, পাহাড়সমূহ ছোট ছোট কণার সমষ্টি এবং বৃহদাকার বটগাছ ক্ষুদ্র বীজ হতে সৃষ্ট । বিরাট ও বিশাল বস্তুরাজি এমনিভাবে অণু-পরমাণু এবং ক্ষুদ্র কণার দ্বারাই গঠিত যা বাহ্যতঃ দেখাও যায় না । এতদসত্ত্বেও তোমরা পাপের বীজকে কেন তুচ্ছ মনে করো ?

স্মরণ রেখো, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দ অভ্যাস একত্রিত হয়ে পরিশেষে মানুষকে পিষে ফেলে । মানুষ যখন একটা ছোট পাপ করে তখন সে আবার ঐ পাপের পুনরাবৃত্তি ঘটায়, এমনকি সে খোদাতা'লার নির্ধারিত সীমাও লংঘন করে বসে এবং এক পর্যায়ে ন্যায়-পরায়ণ লোকদিগকে হত্যা করার দুঃসাহসও তার হয়ে যায় ।

অনুরূপভাবে যখন তোমরা সামান্য একটা নেকী কর তখন তার জ্যোতিঃ দ্বারা পাপ ও পুণ্যকে চিহ্নিত করা সম্ভব এবং কুরআন শরীফের জ্ঞান, তাক্ওয়া ও আন্তরিক চেষ্টার উপর সেটা নির্ভরশীল । এ প্রসংগে আল্লাহ্তা'লা বলেন যে, وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ

আল্লাহ্তা'লা আরো বলেন যে, وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

যখন আল্লাহ্তা'লার প্রেমে মত্ত হয়ে মানুষ চেষ্টা করে তখন আল্লাহ্তা'লা তার জন্য নিজের পথগুলো খুলে দেন । তখন সত্যিকার অর্থে পাপ ও পুণ্যের মা'রেফাত জন্ম নেয় । إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

এই ভীতিটাই মন্দ কর্ম থেকে মানুষকে বিরত রাখে
মুত্তাকী করতে সহায়তা করে ।
তাক্ওয়ার দ্বারাই আল্লাহ্তা'লার ভালবাসাতে ক্রমান্বয়ে উন্নতি সাধিত হয় । মানুষের উচিৎ যে, তাক্ওয়া দ্বারা পাপ থেকে বিরত থাকা এবং আল্লাহ্তা'লার ভালবাসা দ্বারা নেকী ও পুণ্য কাজে উন্নতি করা । তখন মানুষ তার নৌকা তীরে ভিড়াতে সক্ষম হয় এবং আল্লাহ্তা'লার গযব বা ঐশী-ক্রোধ হতে রক্ষা পায় যা যমীন বা আসমান হতে অবতীর্ণ হয় ।

আমাদের এটা কর্তব্য যে, আমরা যেন আমাদের সমস্ত কাজ— ধর্মীয়, পার্থিব অথবা আর্থিক— যে কোন ব্যাপারেই হোক না কেন সব সময় চিন্তা করি এবং আত্মবিশ্লেষণে চেষ্টিত থাকি । আমাদের আখেরাতের হিসাবের পূর্বে আমরা যেন আমাদের নিজেদের সংশোধন করি । যখন আমরা আল্লাহ্র রাস্তায় অগ্রসর হবো তখন আল্লাহ্র তরফ থেকে আমাদের উপর এক আধ্যাত্মিক আলো বর্ষিত হবে ।

সুতরাং চেষ্টা করো, ইস্তেগফার করো এবং যে বৃক্ষের সংগে তোমরা নিজদেরকে সম্পৃক্ত করেছ তদনুসারে এবং সেই রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে চলো । আল্লাহ্তা'লা তোমাদের সহায় হবেন ।" (আল্ হাকাম, ৬ষ্ঠ খণ্ড)

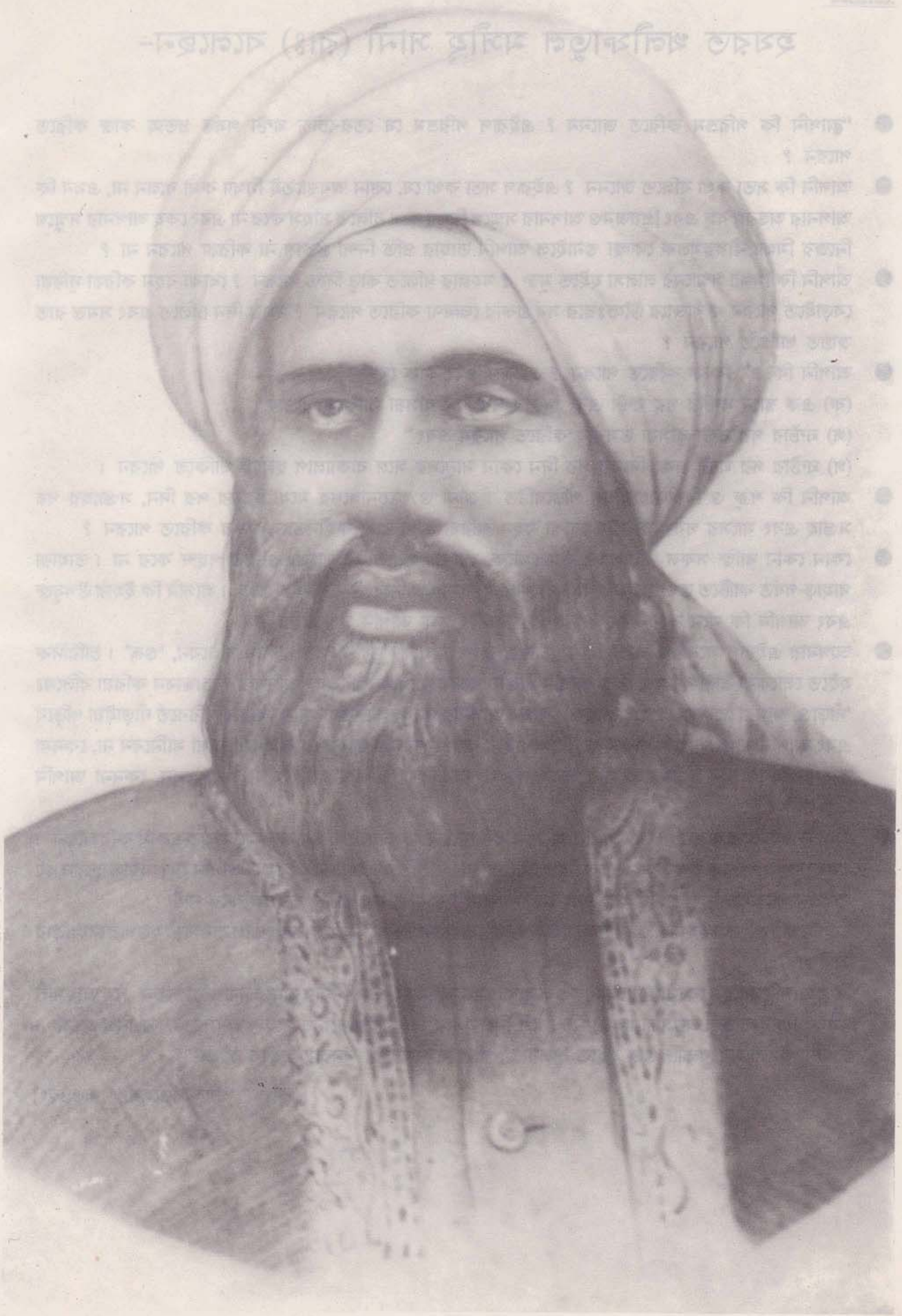

হযরত আলহাজ্ব হাকিম মাওলানা নুরুদ্দীন খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রাঃ)
খেলাফত-কাল ঃ ১৯০৮-১৯১৪ খৃঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) বলেছেন-

- "আপনি কি পরিশ্রম করিতে জানেন ? এইরূপ পরিশ্রম যে তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করিতে পারেন ?
- আপনি কি সত্য কথা বলিতে জানেন ? এইরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না, এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিতে সাহস করে না এবং কেহ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনাইলে আপনি তাহার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করিয়া পারেন না ?
- আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হইতে মুক্ত ? মহল্লার গলিতে ঝাড়ু দিতে পারেন ? বোঝা বহন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন ? বাজারে উচ্চৈঃস্বরে সর্ব প্রকার ঘোষণা করিতে পারেন ? সমস্ত দিন চলিতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকিতে পারেন ?
- আপনি কি এ'তেকাফ করিতে পারেন ? এইরূপ এ'তেকাফ যে—
  (ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন বসিয়া থাকিতে পারেন,
  (খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়া তসবীহ্ করিতে পারেন এবং
  (গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকিতে পারেন ।
- আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করিয়া একা কপর্দকহীনভাবে সফর করিতে পারেন ?
- কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তাহারা পরাজয়ের নামও শুনিতে পছন্দ করে না । তাহারা পাহাড়-পর্বত কাটিতে তৎপর হয় এবং নদীগুলিকে টানিয়া আনিতে উদ্যত হইয়া পড়ে । আপনি কি ইহার উপযুক্ত এবং আপনি কি মনে করেন যে, এইরূপ কুরবানীর জন্য আপনি সদা প্রস্তুত ?
- আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলিবে, 'ভুল'- আর আপনি বলিবেন, 'শুদ্ধ' । চারিদিক হইতে লোকেরা ঠাট্টা করিবে, কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখিবেন । লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বলিবেঃ 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করিব ।' তখন আপনার পদযুগল দ্রুতধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়াইয়া পড়িবে এবং আপনি মাথা পাতিয়া বলিবেনঃ 'এসো প্রহার কর ।' আপনি তাহাদের কাহারও কথা মানিবেন না, কেননা তাহারা মিথ্যা বলে । কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য করিবেন, কেননা আপনি সত্যবাদী ।
- আপনি এই কথা বলেন না যে, আপনি পরিশ্রম করিয়াছেন কিন্তু খোদাতা'লা আপনাকে অকৃতকার্য করিয়াছেন । বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজেরই দোষের ফলশ্রুতি বলিয়া মনে করেন । আপনি ইহা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয় এবং যে কৃতকার্য হয় নাই, সে আদৌ পরিশ্রম করে নাই ।
  আপনি যদি এইরূপ হইয়া থাকেন তাহা হইলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী ।
  কিন্তু আপনি আছেন কোথায় ? খোদার এক বান্দা অনেকদিন হইতে আপনার অনুসন্ধান করিতেছেন । হে আহ্মদী যুবক ! সেই ব্যক্তির অনুসন্ধান কর, নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে । অনুসন্ধান কর, নিজ অন্তরে । কেননা ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হইতে চলিয়াছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হইবে ।"

['খালেদ' পত্রিকা-ডিসেম্বর ১৯৬৪ইং]

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ)
খেলাফত-কাল ঃ ১৯১৪-১৯৬৫ খৃঃ

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহঃ) বলেছেন—

"হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সুবর্ণিত এবং বিস্তারিত ভবিষ্যদ্বাণী বাণী ছিল যে, মাহ্দী এবং মসীহের যুগে, দু'টি বড় শক্তির উদ্ভব হবে এবং পৃথিবী দু'টি বিরোধী দলে বিভক্ত হবে । অন্য কোন শক্তি তাদের মোকাবেলা করতে পারবে না । তারা পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করে ধ্বংস হয়ে যাবে । তিনি পাঁচটি বিশ্বজোড়া ধ্বংসযজ্ঞের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ।

প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ইহা জগদ্বাসীর উপর সহসা ভেঙ্গে পড়বে । জগৎ প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হবে । মুসাফিরগণ মহা বিপদের সম্মুখীন হবে । রক্তে নদী লাল হয়ে যাবে । যুবক মর্মবেদনায় অকালে বৃদ্ধ হবে । পাহাড় সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে । যুদ্ধের ত্রাস মানুষকে পাগল করে দিবে । ইহাই হবে রাশিয়ার জারের ধ্বংসের সময় । বিশ্বে কমিউনিজমের বীজ রোপিত হবে । জলযানগুলো যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকবে । বড় বড় জল-যুদ্ধ সংঘটিত হবে । সাম্রাজ্যগুলো বিপর্যস্ত হবে এবং শহরগুলো গোরস্থানে পরিণত হবে ।

এই হত্যালীলার পর আরও মারাত্মক আকারের এবং আরও সাংঘাতিক ধরণের আর এক বিশ্ব-যুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল । ইহা পৃথিবীর মানচিত্র ও জাতিসমূহের ভাগ্যকে পরিবর্তিত করার কথা, বিশ্ব-শক্তিরূপে কমিউনিজমের অভ্যুত্থিত হওয়া এবং প্রভুত্ব করার কথা, বিরাট এলাকা ইহার আওতাধীন হওয়ার কথা- দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর এরূপই ঘটেছিল । পূর্ব ইউরোপের অনেকগুলো দেশ এবং চীনের সত্তর কোটি লোক কমিউনিষ্ট হয়ে যায় । আফ্রিকা এবং এশিয়ার উন্নয়নশীল জাতিগুলো কমিউনিজমের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে । পৃথিবীও দু'টি বিরোধী দলে বিভক্ত হয়েছে । প্রত্যেকে আধুনিক ও মারাত্মক অসংখ্য সমরাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে মানবজাতিকে মৃত্যু এবং ধ্বংসের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আরও ব্যাপকতর আকারে তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হবে । দু'টি বিরুদ্ধদল এমনভাবে সহসা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়বে যে, প্রত্যেকেই হতভম্ব হয়ে যাবে । আকাশ হতেও মৃত্যু এবং ধ্বংসের বর্ষণ হবে এবং ভীষণ দাবাগ্নি জগৎকে বেষ্টন করে ফেলবে ।

বর্তমান সভ্যতার সৌধরাজি ধূলিসাৎ হবে । এই আযাবে কমিউনিষ্ট এবং তাদের বিরোধীদলসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে । এক পক্ষে রুশ ও তার সহযোগীগণ এবং অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রগণ ধ্বংস হয়ে যাবে, তাদের শক্তি লোপ পাবে, তাদের সভ্যতা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তাদের শাসন- পদ্ধতি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে । যারা বেঁচে যাবে তারা ভীতি-বিহ্বল ও বিমূঢ় হয়ে সেই শোকাবহ দৃশ্য অবলোকন করবে । রাশিয়া পাশ্চাত্য দেশসমূহ অপেক্ষা শীঘ্রই সেই ধ্বংস-যজ্ঞ কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হবে ।

ভবিষ্যদ্বাণী হতে এ কথা সুস্পষ্ট যে, রুশের জনগণ শীঘ্র বিপদ কাটিয়ে উঠবে এবং সংখ্যায় দ্রুত গতিতে বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি লাভ করবে । তারা সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং ইসলাম ও ইসলামের পবিত্র রসূলকে গ্রহণ করবে । যে জাতি আল্লাহ্‌র নামকে ভূ-পৃষ্ঠ হতে মুছে ফেলতে চেষ্টারত এবং আকাশ হতে তাঁকে তাড়িয়ে দিতে চায় তারা নিজদের নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করবে এবং অবশেষে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করে তাঁর একত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী হবে ।"

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহঃ) কর্তৃক ১৯৬৭ইং সনে ইংল্যাণ্ডে প্রদত্ত ভাষণ হতে উদ্ধৃত]

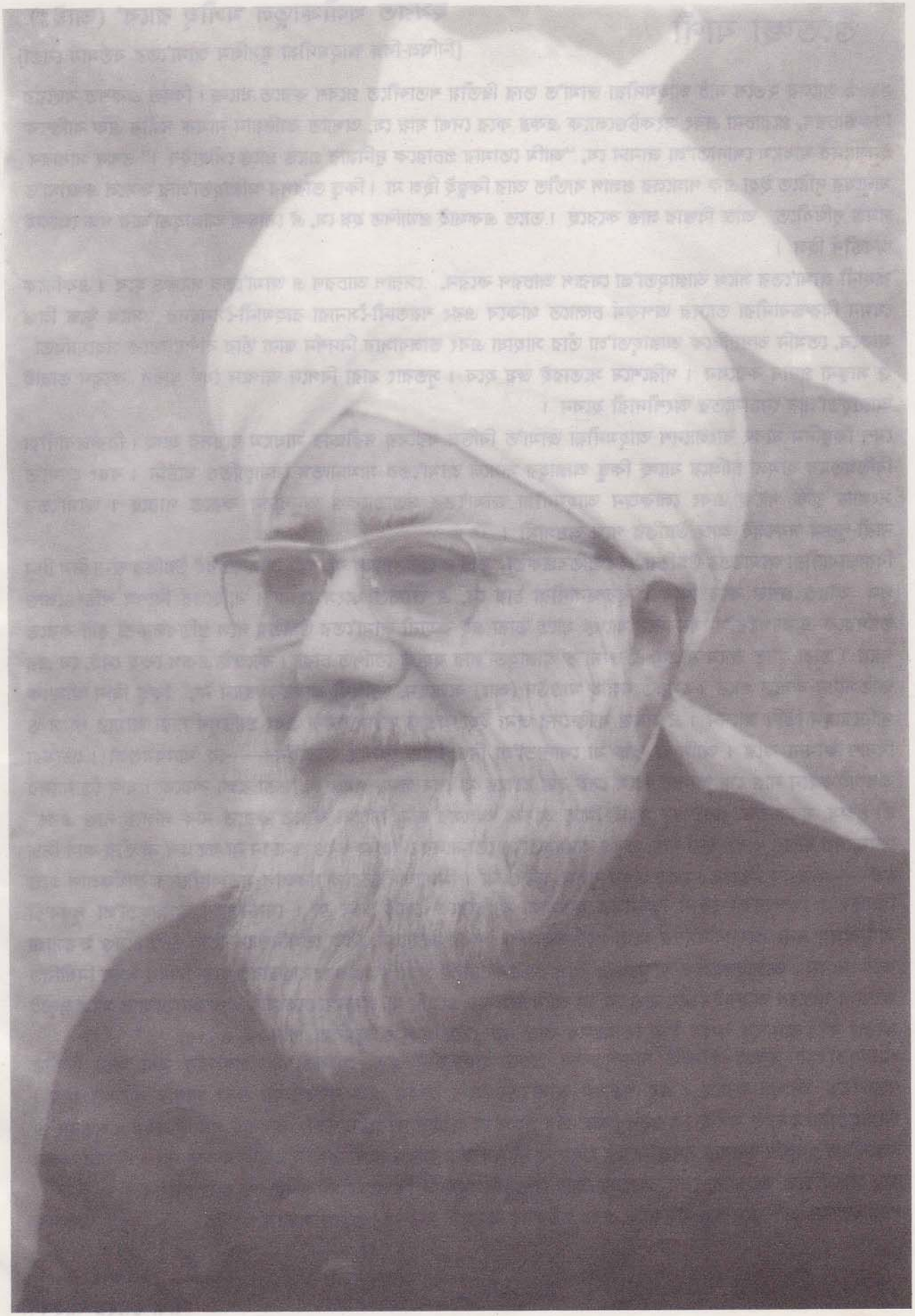

হযরত মির্যা নাসের আহ্‌মদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহঃ)
খেলাফত-কাল ঃ ১৯৬৫-১৯৮২ খৃঃ

শুভেচ্ছা বাণী

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
[নিখিল-বিশ্ব আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান নেতা]

১৯৮৯ সালের ২৩শে মার্চ আহ্মদীয়া জামা'ত তার দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। বিগত একশত বছরের বিরুদ্ধাচরণ, প্ররোচনা এবং সংকটগুলোকে একত্র করে দেখা যায় যে, অখ্যাত কাদিয়ান নামক পল্লীর এক ব্যক্তিকে ইলহামের মাধ্যমে খোদাতা'লা জানান যে, "আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌছাইব ।" তখন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ইহা এক পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না । কিন্তু তারপর আল্লাহ্তা'লার ফযলে এ জামা'ত সমস্ত পৃথিবীতে আজ বিস্তার লাভ করেছে । তাতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, ঐ ঘোষণা আল্লাহ্তা'লার পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ ছিল ।

রূহানী জামা'তের সাথে আল্লাহ্তা'লা যেরূপ আচরণ করেন, সেরূপ আচরণ এ জামা'তের সাথেও হবে । একদিকে যেমন বিরুদ্ধবাদীরা তাদের অপকর্ম চালাতে থাকবে এবং শয়তানী-সৈন্যরা রাহমানী-সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, তেমনি অপরদিকে আল্লাহ্তা'লা তাঁর সাহায্য এবং ভালবাসার নিদর্শন দ্বারা তাঁর বান্দাদেরকে সহযোগিতা ও সান্ত্বনা প্রদান করবেন । পরিশেষে সত্যেরই জয় হবে । সুতরাং যারা বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করেন তারাই আল্লাহ্তা'লার নেয়ামতের অংশীদারী হবেন ।

বেশ কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশ আহ্মদীয়া জামা'ত বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে। বিরুদ্ধবাদীরা বিভিন্নভাবে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আল্লাহ্র ফযলে জামা'তের সামান্যতম ধৈর্য্যচ্যুতিও ঘটেনি । বরং জামা'ত সংখ্যায় বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং লোকজন আহ্মদীয়া জামা'তের সত্যতাকেও অনুধাবন করতে পারছে । জামা'তের নারী-পুরুষ সকলেই আজ উন্নতির পথে অগ্রগামী ।

বিরুদ্ধাবাদীরা জামা'তের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না, বরং জামা'তেরই উন্নতির জন্য দিন দিন পথ আরও প্রশস্ত করে দিবে । বিরুদ্ধবাদীরা চায় যে, এ জামাত ধ্বংস হোক । বাহিরের বিশেষ শক্তিগুলোও তাদেরকে এ ব্যাপারে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে যাতে তারা এই রূহানী জামা'তের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে । তারা হয়ত জানে না যে, এ জামা'ত আল্লাহ্তা'লার স্বহস্তে রোপিত চারা । কাজেই এরূপ কেহ নেই, যে এর ক্ষতিসাধন করতে পারে । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "পৃথিবী আমাকে জানে না, কিন্তু যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তিনি জানেন । ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের জন্য ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং ভ্রান্তিপূর্ণ যারা আমার ধ্বংস ও বিনাশ কামনা করে । আমি ঐ বৃক্ষ যা খোদাতা'লা নিজ হাতে রোপণ করেছেন——হে মানবমণ্ডলী ! তোমরা অবশ্যই জেনে নাও যে, আমার সাথে সেই হস্ত রয়েছে যা শেষ সময় পর্যন্ত বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে । যদি তোমাদের স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, ছোট-বড় সবাই মিলে আমার ধ্বংসের জন্য সিজদা করতে করতে নাক গলিয়ে দাও এবং তোমাদের হাতও অবশ হয়ে যায়, তবুও আল্লাহ্তা'লা তোমাদের দোয়া কখনও শুনবেন না যতক্ষণ না তাঁর কার্য সিদ্ধ হয়——অতএব নিজের প্রাণের উপর যুলুম করিও না । মিথ্যাবাদীদের কার্যকলাপ সত্যবাদীদের কার্যকলাপ হতে ভিন্নতর । খোদতা'লা কোন জিনিসের ফয়সালা ব্যতিরেকে ছেড়ে দেন না । যেমনভাবে আল্লাহ্তা'লা পূর্ববর্তী মা'মুরদের এবং মিথ্যাবাদীদের মধ্যে পূর্বে ফয়সালা করে দিয়েছেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি এ সময়েও ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ্তা'লার মা'মুরদের আসারও এক নির্দিষ্ট সময় থাকে এবং যাওয়ারও এক নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত থাকে । অতএব অবশ্যই জেনে নাও যে, না আমি অসময়ে এসেছি না অসময়ে চলে যাব । আল্লাহ্তা'লার সাথে লড়াই করিও না । আমাকে ধ্বংস করা তোমাদের কাজ নয় ।"(তোহ্ফা গুলড়াবিয়া, পৃষ্ঠা-১২ ও ১৩)

আল্লাহ্তা'লার ফযলে জামা'ত শান-শওকত, প্রচণ্ড ইচ্ছা-শক্তি এবং খোদাতা'লার প্রশংসার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পণ করছে । এই শতাব্দী জামা'তের জন্য আরও এক বরকতময় এবং পুণ্যের শতাব্দী হবে । আল্লাহ্তা'লা হযরত মসীহ্ মহ্ওউদ (আঃ)-এর সংগে যে ওয়াদা করেছেন উহা অবশ্যই পূর্ণ করবেন । সুতরাং এ শতাব্দীতে পদার্পণ করবার সময় নিজের হৃদয়কে দীনের জন্য আরও বেশী বেশী কুরবানী করতে দৃঢ় অঙ্গীকার করুন যার ফলশ্রুতিতে আপনারা যেন আল্লাহ্তা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহকে নিজেদের জীবনেই পূর্ণ হতে দেখেন ।

আল্লাহ্তা'লা আপনাদেরকে ইহকালে এবং পরকালে জয়যুক্ত করুন । ওয়াস্ সালাম

খাকসার

মীর্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'

হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (আইঃ)
খেলাফত-কাল শুরু ঃ ১৯৮২ খৃঃ

শুভেচ্ছা বাণী

বাংলাদেশ জামা'তে আহ্‌মদীয়ার প্রিয় ভ্রাতৃবৃন্দ,

আস্‌সালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহ্‌ । আমি, মোহাম্মদ হোসেন, মুরব্বী, সিলসিলার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে এই শুভেচ্ছা বাণী জানাচ্ছি যে, আপনাদের সামর্থ্যানুযায়ী অত্যন্ত বিনয়ের সাথে নামায আদায় করুন । কেননা মানুষের সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যই হল আল্লাহ্‌তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা, আর তা নামাযের মাধ্যমেই লাভ হয় । যখন এই সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যায় তখন ঐ বান্দার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার সর্বপ্রকার বরকত, রহমত এবং নেয়ামত নির্ধারিত হয়ে যায় । সবচাইতে বড় সৌভাগ্য ইহা যে, আল্লাহ্‌তা'লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে আপনাদের মানার সৌভাগ্য হয়েছে, যার জন্য পৃথিবী অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে । প্রায় একশত বৎসর যাবৎ তারা 'মোনাযারা' করে আসছিল যে, মির্যা সাহেব সত্য নহে এবং বিশ্বাস করত যে, হযরত ঈসা (আঃ) আকাশ থেকে আসবেন । কিন্তু এখন এমনই নিরাশ হয়েছে যে, নিভৃতে বলতে আরম্ভ করেছে, আমাদের কারোই প্রয়োজন নেই । ইহা তাদের চরম পরাজয় এবং তারা বড়ই নিরাশ হয়ে গেছে । কিন্তু আহ্‌মদীরা বড়ই আনন্দিত এজন্যে যে, আমরা খোদার প্রেরিত পুরুষকে মানার তৌফিক লাভ করেছি ।

(মোহাম্মদ হোসেন, মুরব্বী)
হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর সাহাবী

শুভেচ্ছা বাণী

আহ্‌মদীয়া জা'মাত শতবর্ষ অতিক্রম করে ২৩শে মার্চ, (১৯৮৯) তারিখে দ্বিতীয় শতাব্দীতে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার পক্ষ হতে একটি স্মরণিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত খুবই সময়োপযোগী হয়েছে । এই স্মরণিকাকে স্মরণীয় করে তুলতে হলে আমাদের উজ্জ্বল অতীতকে বর্ণাঢ্য করে পেশ করাই যথেষ্ট হবে বলে মনে হয় না, বরং অতি স্বল্প পরিসরে এটিকে ভবিষ্যতের পাথেয় করে পেশ করার সর্বাত্মক প্রয়াস নিতে হবে । তাই এর মূল লক্ষ্য হবে আহ্‌মদী ভাই-বোনদেরকে এমনভাবে উজ্জীবিত করা যেন আমরা সবাই অতীব বিনীতভাবে আল্লাহ্‌র দরবারে শুকরিয়া আদায়ে অধিকতর তৎপর, সংকল্পে বলিষ্ঠতর, ত্যাগ-তিতিক্ষায় অগ্রগামী হই ও ঐক্যের বাঁধনকে দৃঢ়তর করি । বিজয় এসে যেন আমাদেরকে তালীম- তরবীয়াতের বিষয়ে অপ্রস্তুত না পায় সে জন্যও সজাগ এবং সক্রিয় থাকতে হবে । অপরদিকে সার্বিকভাবে সকল ভাই-বোনদের কাছে যাতে এটি শুধু আকর্ষণীয়ই নয়, শিক্ষণীয়ও হয় সেদিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে । সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্‌ আমাদের সকলের সহায় হোন । আমীন

(মোহাম্মদ মোস্তফা আলী)
ন্যাশনাল আমীর
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

শুভেচ্ছা বাণী

'শতবার্ষিকী জুবিলী কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন বর্ষ' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ আঞ্জুমান-ই-আহ্‌মদীয়া একটা স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত । আল্লাহ্‌তা'লা এই প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করতঃ লাখ লাখ মানুষের জন্য হেদায়াতের কারণ সাব্যস্ত করুন (আমীন) । যে কোন স্মরণিকা অতীতের একটি রেকর্ড স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি কর্মপ্রেরণা ও পথ-নির্দেশকও বটে । আমার বিশ্বাস, এই স্মরণিকা অভীষ্ট লক্ষ্যদ্বয় অর্জন করতে সক্ষম হবে । যারা এই কাজটা সুসম্পন্ন করার জন্য রাত-দিন পরিশ্রম করেছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্‌ নিজ কল্যাণে ভূষিত করুন (আমীন) ।

(ডাঃ আব্দুস সামাদ খান চৌঃ)
নায়েব ন্যাশনাল আমীর (১)
বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

দু'টি কথা

কোন জাতির বিগত দিনের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা ও উন্নয়নক্ষেত্রে কর্মকাণ্ডের এক বৈচিত্রময় রূপ ফুটে ওঠে 'সুভ্যেনীর' তথা স্মরণিকার মধ্যে । নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের শুভ দ্বিতীয় শতাব্দীর উষালগ্নে শতবার্ষিকী (১৮৮৯-১৯৮৯) কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ মুসলিম জামা'তে আহ্‌মদীয়া একটা "স্মরণিকা" প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । নিঃসন্দেহে ইহা দুঃসাধ্য কর্ম-প্রচেষ্টা । তথাপি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার উপর ভরসা করে বাংলাদেশ আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত এ শুভ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । অগণিত পাঠক-পাঠিকার কাছে এ স্মরণিকা আমাদের বিশ্ব-ব্যাপী ইসলাম প্রচার তৎপরতা ও জনসেবায় অবদান সম্বন্ধে একটা ধারণা উপস্থাপন করতে সক্ষম হলেই আমাদের শ্রমকে সার্থক মনে করবো ।

এ স্মরণিকা প্রকাশে স্মরণিকা প্রকাশনা সাব-কমিটির আহ্‌বায়ক জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ও অন্যান্য সদস্যগণ প্রকাশনার ব্যাপারে যে মূল্যবান পরামর্শ ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তজ্জন্য আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন, এবং যাঁরা অর্থ ও বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন আল্লাহ্‌তা'লা তাঁদেরকেও পুরস্কার দান করুন । খাকসার

(বশিরুর রহমান)
সদর মুরব্বী
ইনচার্জ, স্মরণিকা প্রকাশনা সাব-কমিটি
আহ্‌মদীয়া মুসলিম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন প্ল্যানিং কমিটি

সম্মরণিকার লেখকবৃন্দ

চৌধুরী স্যার জাফরুল্লাহ্ খান

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

মৌলানা আহ্মদ সাদেক মাহ্মুদ

মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক

মৌলানা ইমাদাদুর রহমান

মৌলানা সালেহ্ আহ্মদ

মৌলানা বশিরুর রহ্মান

মকবুল আহ্মদ খান

আলহাজ্জ আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী

শাহ্ মুস্তাফিজুর রহ্মান

মোহাম্মদ আবদুল হাদী

মাযহারুল হক

মোহাম্মদ আবদুল জলিল

মৌলভী মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ্

মোহাম্মদ মতিউর রহমান

চৌধুরী অবদুল মতিন

এস, এম, তৌহিদুল ইসলাম

কাওসার আহ্মদ

মোহাম্মদ আশ্তারুজ্জামান

মোহাম্মদ আহ্মদ (তপু)

কে, এম, মাহ্মুদুল হাসান

ওয়াসিমুস্ সালাম

আফতাব আহ্মদ খান

নাসিম সাঈফী

ইদ্রিস আহ্মদ

মাসুদা সামাদ

বেগম মোসলেমা সালাম

CENTRAL MISSIONARIES FROM THE SOIL OF BANGLADESH

মৌ: সৈয়দ এজাজ আহ্‌মদ
Maulana Seyed Ezaz Ahmad

মৌলানা চৌধুরী মোজাফ্ফর উদ্দিন
Maulana Chowdhury Muzaffar uddin

আল্লামা সুফী মতিউর রহমান
Allama Sufi Matiur Rahman

আল্লামা জিল্লুর রহমান
Allama Zillur Rahman

মৌলানা আনিছুর রহমান
Maulana Anisur Rahman

মৌলানা আব্দুল আজিজ সাদেক
Maulana Abdul Aziz Sadeque

মৌলানা ফারুক আহ্‌মদ
Maulana Farooque Ahmad

মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ
Maulana Ahmad Sadeque Mahmud

মৌলানা বশিরুর রহমান
Maulana Bashir-ur Rahman

মৌলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী
Maulana Abdul Awal Khan Chowdhury

মৌলানা সালেহ্ আহ্‌মদ
Maulana Saleh Ahmed

মৌলানা ইমদাদুর রহমান
Maulana Imdadur Rahman

SADAR MUALLIMS

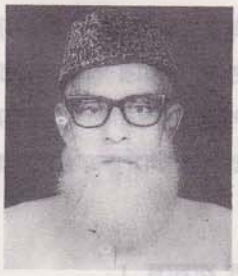

মৌলভী মোহাম্মদ মনোয়ার আলী
Moulavi Mohammad Monwar Ali

মৌলভী মোহাম্মদ সলিমুল্লাহ
Moulavi Mohammad Salim-Ullah

মৌলানা আব্দুর রহমান খান
Maulana Abdur Rahman Khan

মৌলানা মহিবুল্লাহ্
Maulana Mohibullah

মৌলানা মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ
Maulana Mahmud Ahmad

পৃথিবীব্যাপী ইসলাম— প্রচারে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের অবদান

আজ থেকে প্রায় একশত বছর পূর্বে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) ভারতবর্ষের পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক স্থানে খোদাতা'লার আদেশে ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসাবে দাবী করেন । তিনি ১৯৮৯ইং সনে বয়আত গ্রহণ শুরু করেন এবং ১৯০৮ সনে ইন্তেকাল করেন । বর্তমানে তাঁর চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ) হলেন বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের ইমাম । আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফজলে আহ্‌মদীয়া জামাতের ইসলাম—প্রচার কেন্দ্র ও শাখা—জামাত সমূহ এ যাবৎ জগতের একশত বিশটি দেশে স্থাপিত হয়েছে । বিশেষভাবে খৃষ্টধর্মের মোকাবিলায় আহ্‌মদীয়া জামাত উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে চলেছে ।

নিম্নে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের সংক্ষিপ্ত কার্যক্রমের বর্ননা দেয়া হলো ।

●(১) হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ঃ ইসলামী তালিম, তারবীয়ত ও তবলীগের জন্য তিনি সুদূর প্রসারী কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন । এই কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য— হলো ঃ (১) ঐশী মনোনীত এবং সমর্থিত পন্থা, (২) পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে যুক্তিজ্ঞান ও ঐশী-নিদর্শনের মাধ্যমে সমুদয় কার্যক্রম পরিচালনা, এবং সুশৃংখল সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আন্দোলনের অব্যাহত ধারার নিশ্চয়তা ।

●তিনি বর্তমান দুনিয়ার মারাত্মক নৈতিক সমস্যাবলী এবং ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে ইসলাম-ভিত্তিক সুষ্ঠু সমাধান এবং বাস্তব-মুখী ব্যবস্থা করেছেন । ধর্মীয় বিষয়ে যে সকল খারাবী এবং কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করেছে তিনি সেগুলোকে দূরীভূত করে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পুণঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন ।

●তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত সর্বপ্রকার আপত্তি খণ্ডন করেছেন এবং অন্যান্য সকল ধর্মের তুলনায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে যুক্তি-প্রমাণ ও ঐশী নিদর্শনের আলোকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে উপস্থাপন করেছেন । এই উদ্দেশ্যে তিনি ৮৮ খানা পুস্তক রচনা করেছেন, ৯০ হাজার চিঠি-পত্র লিখেছেন, বিরুদ্ধবাদীদের সংগে মুবাহেলা ও মোবাহেসার মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেছেন ।

●পরস্পর কলহ- কোন্দল ও যুদ্ধ-বিগ্রহে নিপতিত এবং শতধা-বিভক্ত মুসলিম দল ও উপদল গুলোকে একত্রিত করার জন্য তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন এবং 'হাকামান আদলান' (ন্যায়-মীমাংসাকারী) হিসেবে মানুষের সকল বিবাদ-বিসাম্বাদের আধ্যাত্মিক সামাধান প্রদান করেছেন ।

●পবিত্র কুরআন, হাদিস, অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থ, ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তি- প্রমান দ্বারা তিনি প্রমান করেছেন যে বনী- ইস্রায়েলী নবী হযরত ঈসা (আঃ) ইন্তেকাল করেছেন এবং তাঁর সমাধি কাশ্মীরে অবস্থিত । এভাবে অখণ্ডনীয় এবং অকাট্য প্রমানের দ্বারা তিনি দাজ্জালী ফেতনা যা বর্তমানে খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদীতার মাধ্যমে পৃথিবীকে গ্রাস করে চলেছে তার মোকাবিলা করেছেন ।

●হাদীসে বলা হয়েছে যে, সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ যুদ্ধ রহিত করবেন এবং ইয়াজুজ-মাজুজের যুদ্ধ-জনিত ফেতনা হতে মানুষকে রক্ষা করবেন । আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা ইসলাম সম্পর্কে "এক হাতে তলোয়ার অন্য হাতে কুরআন"- এই ধরনের সকল প্রকার ভ্রান্ত-ধারনা দূর করতঃ প্রমাণ করেছেন যে, ধর্মের ব্যাপারে শান্তিবাদী ইসলাম জোর-জবরদস্তী সমর্থন করে নাই । তিনি শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে আলোচনা, সমঝোতা এবং সম্মিলিত কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন ।

●আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দাবীর সমর্থনে শত-সহস্র ঐশী নিদর্শনাবলী প্রকাশিত হয়েছে ।

●তিনি সার্বিক কল্যানের লক্ষ্যে 'বায়তুল মাল,', অসিয়াত পদ্ধতি "ওয়াকফে জিন্দেগী" স্কীম প্রতিষ্ঠা করেছেন ।

এই সকল ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে কালক্রমে বস্তুবাদিতা, ধর্মহীনতা, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের কু-প্রভাব হতে বিশ্ববাসীকে সার্বিক অর্থে রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং বিশ্বব্যাপী বিরাজমান নৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মূল সমস্যাগুলির সত্যিকার অর্থে সমাধান করা যাবে ।

●পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী তাঁর মাধ্যমে খেলাফত আলা মিনহাজে নবুওত (নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আল্লাহ্‌তা'লার ফজলে খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে বিশ্বব্যাপী প্রকৃত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রয়েছে ।

খেলাফতের নেতৃত্বাধীন পরিচালিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত সার ঃ—

●আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রত্যেক সদস্যকে উপযুক্ত ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের দ্বারা সুগঠিত করে তোলার সুব্যবস্থা করা হয়েছে । যার ফলে প্রত্যেকেই একদিকে নিজ নিজ জীবনে ইসলামী জীবনাদর্শের অনুসরণ করছে এবং সেই সংগে একজন ইসলাম- প্রচারকারী হিসেবেও অবিরাম কাজ করে চলেছে ।

●সাধারণভাবে সকল সদস্যের তবলিগী প্রচেষ্টা ছাড়াও জামাতীভাবে খেলাফতের পরিচালনাধীনে ব্যাপকভাবে প্রচার কার্যের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত জীবন উৎসর্গকারী 'মুবাল্লিগ' (প্রচারক) এবং 'মুয়াল্লিম' (শিক্ষক) তৈরী করে পৃথিবীর কোণে কোণে নিয়োগ করা হচ্ছে।

●আধুনিক প্রচার-মাধ্যম সমূহ, প্রকাশনার সুবিধাদি এবং অন্যান্য উপকরণ ক্রমবর্ধমান হারে প্রচার- কার্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের জন্য যেখানে যেখানে সম্ভব সেখানে রেডিও, টিভি, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার কাজ করা হচ্ছে।

●অত্যন্ত সুসংগঠিত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সমগ্র প্রচার- ব্যবস্থার সুষ্ঠুভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে। খলীফায়ে ওয়াক্তের সার্বিক নিগরানীতে পরামর্শ সভার মাধ্যমে উন্নয়ন-মূলক সিদ্ধান্ত এবং পরিকল্পনা সমূহ গৃহিত হচ্ছে।

●জামাতের প্রত্যেকটি সদস্য তাদের কাজ-কর্ম এবং প্রচারের সফলতার জন্য সর্বাগ্রে খোদাতালার সাহায্য ও সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে দোয়া এবং ইস্তেকামাতের উপর অধিকার মনোনিবেশ করে থাকে । কেননা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেছেন যে, 'যা কিছু হবে তা দোয়ার মাধ্যমেই হবে' । আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেনঃ "বলো তারা যদি দোয়া না করে, তাহলে তুমি তাদের জন্য কোন পরোয়া করো না ।" (সূরা ফুরকান ঃ ৭৮)

●আভ্যন্তরীণ তালিম- তরবীয়াতের জন্য আনসার, খোদ্দাম, আতফাল, লাজনা ও নাসেরাতুল আহ্‌মদীয়া নামক ভিন্ন ভিন্ন শাখা সংগঠন করা হয়েছে । এই সকল সংগঠন সুষ্ঠভাবে কর্মরত রয়েছে ।

●জগতের সকল প্রসিদ্ধ ভাষায় কুর'আন করীমের তরজমা প্রকাশ ঃ

এ যাবৎ ৫৪টি ভাষায় যেমন ইংরাজী, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, এম্প্রান্টো, ডাচ, স্পেনিশ, সুয়াহেলী, ইন্দোনেশিয়ান, হিন্দী ইত্যাদি ভাষায় কুর'আন করীমের তরজমা প্রকাশিত হয়েছে এবং রাশিয়ান ভাষাসহ আরো প্রায় ২০টি ভাষায় তরজমা সুসম্পন্ন হয়ে মুদ্রণের জন্য যন্ত্রস্থ রয়েছে । আহ্‌মদীয়া জামা'তের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষ্যে অন্ততঃ একশ'টি ভাষায় কুর'আন করীমের তরজমা সম্পন্ন করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে এগিয়ে চলেছে ।

●বিশ্বব্যাপী মসজিদ নির্মাণ ঃ

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান ছাড়াও এ যাবৎ ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকা, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ায় আহ্‌মদীয়া জামাত সাতশ'-এর অধিক মসজিদ নির্মাণ করেছেন । সেগুলো থেকে দৈনিক পাঁচবার পবিত্র আযান-ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে এবং আল্লাহ্‌তা'য়লার তাওহীদ ও হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রিসালতের সুসংবাদ ঘোষিত হচ্ছে।

●বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্কুল-কলেজ স্থাপন ঃ

বিভিন্ন দেশে জনসাধারণকে জ্ঞানের আলোকে সুসজ্জিত করে তোলার উদ্দেশ্যে স্কুল, কলেজ এবং কারিগরী ও পেশামূলক শিক্ষা-কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করা হয়েছে, যাতে সেই সব দেশের জনগণ খৃষ্ট-ধর্মের

প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্য চরিতার্থে তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল, কলেজে যেতে বাধ্য না হয় । উল্লেখ্য যে, এ যাবৎ আহ্‌মদীয়া জামা'তের ব্যবস্থাধীনে বিশ্বব্যাপী বিশেষতঃ আফ্রিকান দেশগুলোতে শতাধিক শিক্ষাকেন্দ্রে অত্যন্ত দক্ষতা, পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং ইসলামী সাম্যের আবেগ ও অনুভূতি সহকারে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানব সেবায় নিয়োজিত রয়েছে এবং সকল শ্রেণীর লোকের গভীর শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ করেছে ।

●হাসপাতাল ও চিকিৎসা-কেন্দ্র স্থাপন ঃ

যদিও আহ্‌মদীয়া জামা'তের মূল লক্ষ্য কর্মসূচী আত্মসংশোধন, চরিত্রগঠন ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত খাঁটি ইসলামী সমাজ গড়ে তোলা, তথাপি এর পাশাপাশি দৈহিক সুস্থ্যতার প্রতিও আহ্‌মদীয়া জামা'তের পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে এবং এ উদ্দেশ্যে জামা'ত কর্তৃক বিভিন্ন দেশে আধুনিক হাসপাতালসমূহ রোগীদের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে । এ সকল হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হচ্ছে। বিশেষতঃ আফ্রিকান দেশগুলিতে বেশীর ভাগ হাসপাতাল খোলা হয়েছে । কেননা সেখানে খৃষ্টানদের হাসপাতালগুলিতে রোগীদেরকে চিকিৎসার ছত্রছায়ায় ত্রিত্ববাদের শেরেকপূর্ণ ধর্ম-বিশ্বাসের প্রতি আকৃষ্ট করা হয় । কিন্তু এখন আহ্‌মদীয়া জামা'তের হাসপাতালসমূহ খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদী প্রচারের যাদুকে চুরমার করে দিয়েছে ।

●দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষায় সাহায্য প্রদান ঃ

আহ্‌মদীয়া জামা'ত দুস্থ ও অসহায় জনসাধারণের সহিত অধিকতর সহানুভূতিপূর্ণ কল্যাণকর আচরণ করে থাকে । বিশেষতঃ দরিদ্র পরিবারের মধ্যে যারা মেধাগত দিক থেকে অত্যন্ত উপযুক্তও কিন্তু আর্থিক সামর্থ্যে অচল, অক্ষম এইরূপ মেধাবী সন্তানদের উচ্চ শিক্ষা প্রদানে জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে আর্থিক সাহায্য ও বৃত্তি প্রদান করে থাকে ।

●সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন ঃ

আহ্‌মদীয়া জামাতের উল্লেখিত মহান কর্মসূচীকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাধীনে সাফল্যের সহিত পরিচালনার্থে সারা বিশ্বে ১২০টি দেশে শতশত ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্র অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কাজ করে চলেছে । এ প্রচার-কেন্দ্রগুলি থেকে নাস্তিকতা, খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তবাদ এবং ইসলামের উপর উত্থাপিত যাবতীয় আপত্তি খণ্ডন করে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ ও নিদর্শনাবলীর সাহায্যে সারা বিশ্বে ইসলাম- ধর্মের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। এর ফলশ্রুতিতে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লক্ষ লক্ষ লোক ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে।

●পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তক প্রকাশ ঃ

আহ্‌মদীয়া জামাতের ব্যবস্থাধীনে বিশ্বব্যাপী ইসলাম- প্রচারে ৪০টিরও অধিক সংখ্যায় বিভিন্ন ভাষায় পত্র-পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে এবং সেইসঙ্গে অসংখ্য ইসলামী বই-পুস্তকও প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও আহ্‌মদীয়া জামা'ত কর্তৃক পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' পত্রিকা ১৯২৫ সন থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে এবং বাংলা ভাষায় ইসলামী পুস্তকাদি প্রকাশ করা হচ্ছে।

●আর্থিক কুরবাণী ঃ

উল্লেখিত যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার সার্বিক ব্যয়ভার একমাত্র আহ্‌মদীদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত নিজেদেরই চাঁদার দ্বারা সুসম্পন্ন হয়ে চলেছে । এর জন্য তারা বাহিরের কোনরূপ আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে না । কেননা কুর'আন করীমের নির্দেশ হলো— "আল্লাযীনা ইউমেনুনা বিল গাইবে ওয়া ইউইকমুনাস সালাতা ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফেকুন"— অর্থাৎ মু'মেন-মুত্তাকীরা গায়েবে বিশ্বাসী ও নামায ও ইবাদতে কায়েম হয়ে আল্লাহ্‌র দেয়া কেবল নিজেদেরই রিযিক যা আল্লাহ্‌ তাদের দান করেছেন তার থেকে তারা অকাতরে তাঁর পথে দান করে থাকে ।" আল্লাহ্‌র এই হেদায়াতের উপর কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আহ্‌মদীয়া জামা'ত আজ জগতের বুকে আত্মিক ও আর্থিক ইবাদতের অনন্য ও অনুপম আদর্শের পরাকাষ্ঠা পেশ করছে ।

●শান্তিপূর্ণ প্রচার-পদ্ধতি ঃ

আহমদীয়া জামা'তের মুসলমানগণ ইসলাম ও অন্যান্য সকল ধর্মের প্রাথমিক যুগের পূণ্যবান ব্যক্তি ও সাহাবাদের ন্যায় ধর্ম- বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের কারণে প্রচার এবং ইবাদত পালনে ইসলাম- বিদ্বেষী শক্তিগুলির কুমন্ত্রণায়

ও বিপুল আর্থিক সাহায্যে পরিচালিত ইসলামের মুখোশধারী একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী লোকদের মিথ্যা অপপ্রচার ও ইসলামের আদর্শ- বিরোধী অমানবিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা বাধাগ্রস্ত ও চরমভাবে নির্যাতিত । এতদসত্বেও সকল অত্যাচার ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রদর্শিত শান্তির পথে নিজেদের ঈমান ও বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে অটল-অবিচল থেকে আহ্‌মদীগণ প্রচার- কার্যে ক্রমঅগ্রসরমান রয়েছে । নিজ নিজ দেশের কানুন ও আইনের আওতায় স্থির থেকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের কল্যাণমূলক কর্মসূচী অনুযায়ী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং প্রত্যেক প্রকারের আইন-ভঙ্গ ও নাশকতামূলক কার্যকলাপ থেকে দূরে থাকাই হলো আহ্‌মদীয়া জামা'তের অবিচল নীতি ।

সারা বিশ্বে আহ্‌মদীয়া জামা'ত হলো ইসলামী শিক্ষানুযায়ী বিবেক, চিন্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার আহ্‌বায়ক ও পতাকাবাহী জামা'ত । এই জামা'ত ধর্মের ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রকারের বল-প্রয়োগ ও জবরদস্তিকে সম্পূর্ণ নাজায়েয ও অন্যায় বলে জ্ঞান করে । কেননা কুর'আন করীমে এই মর্মে পবিত্র নির্দেশ রয়েছে "লা ইক্‌রাহা ফিদ্ দীনে"— (ধর্মের বিষয়ে কোন জবরদস্তি নাই)। এই মহান শিক্ষাকে আহ্‌মদীগণ উহার সামগ্রিক ও ব্যাপকতম অর্থে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে । অস্ত্রের জোরে ও "বল-প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম বিস্তার" সম্পর্কিত খৃষ্টান পাদ্রী ও প্রাচ্য ভাষাবিদ্‌দের মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ ও মত-পার্থক্যের ভিত্তিতে আত্মঘাতী বিরোধ ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সর্বনাশা সংঘর্ষের মোকাবিলায় আহ্‌মদীগণ যুক্তি-প্রমাণ, প্রেম-সৌহার্দ্য ও সহনশীলতার আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে সারা বিশ্বে ইসলাম প্রচারের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে ।

আহ্‌মদীয়া জামাতের ভবিষ্যৎঃ

পরিশেষে আমরা আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দুটি উদ্ধৃতি পেশ করছিঃ "হে মানবমণ্ডলি শ্রবণ কর, ইহা সেই খোদার ফয়সালা যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন । তিনি এ আন্দোলনকে সমগ্র দুনিয়ার সকল দেশে বিস্তৃতি দান করবেন । এ জামা'ত সত্যবাদীতার জ্যোতিঃ ও যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ দ্বারা সকলের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে ।" ("তাজকেরাতুশ শাহাদাতাইন")। তিনি আরও বলেছেন, "ইসলামের জন্য পুনরায় সেই সজীবতা ও উজ্জ্বলতার দিন আসবে যা পূর্বে ছিল এবং সেই সূর্য পুনরায় স্বীয় গৌরব সহকারে উদিত হবে, যেমন পূর্বে উদিত হয়েছিল ।" ("ফতেহ্ ইসলাম")

"আমাদের নীতি এই যে, আমরা সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল । যদি কোন ব্যক্তি কোন হিন্দু প্রতিবেশীকে দেখিতে পায় যে, তাহার গৃহে আগুন ধরিয়াছে কিন্তু এতদসত্বেও সেই আগুন নিবাইবার জন্য সে সাহায্যার্থে আগাইয়া যায় না, তাহা হইলে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয় । যদি আমার শিষ্যদের মধ্যে কেহ দেখিতে পায় যে, কোন খ্রীষ্টানকে কেহ হত্যা করিতেছে, কিন্তু এতদসত্বেও সে তাহাকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য করে না, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে সঠিক বলিতেছি যে, সে আমার অন্তর্ভূক্ত নয় । আমি হলপ করিয়া বলিতেছি এবং যথার্থরূপে বলিতেছি যে, কোন জাতির প্রতি আমার শত্রুতা নাই । অবশ্য যথাসম্ভব তাহাদের আকায়েদ ও ভাব-ধারণার ইসলাহ্ ও সংশোধন করাই আমার কাম্য । যদি কেহ গাল-মন্দ দেয়, তবে আমাদের অভিযোগ শুধু খোদাতা'লার দরবারেই থাকিবে, অন্য কোন আদালতে নহে । এবং এতদসত্বেও মানবজাতির সহানুভূতি আমাদের হক ও অপরিহার্য কর্তব্য ।" (সিরাজুম মুনীর পৃঃ ২৮)

LATE MAULANA ABDUL MALIK KHAN AHMADIYYA MISSIONARY IN KARACHI [EXTREME LEFT] PRESENTED A COPY OF THE HOLY QURAN AND AHMADIYYA LITERATURE TO THE PRESEDITENT OF SYRIA [EXTREME RIGHT].

SYR-10

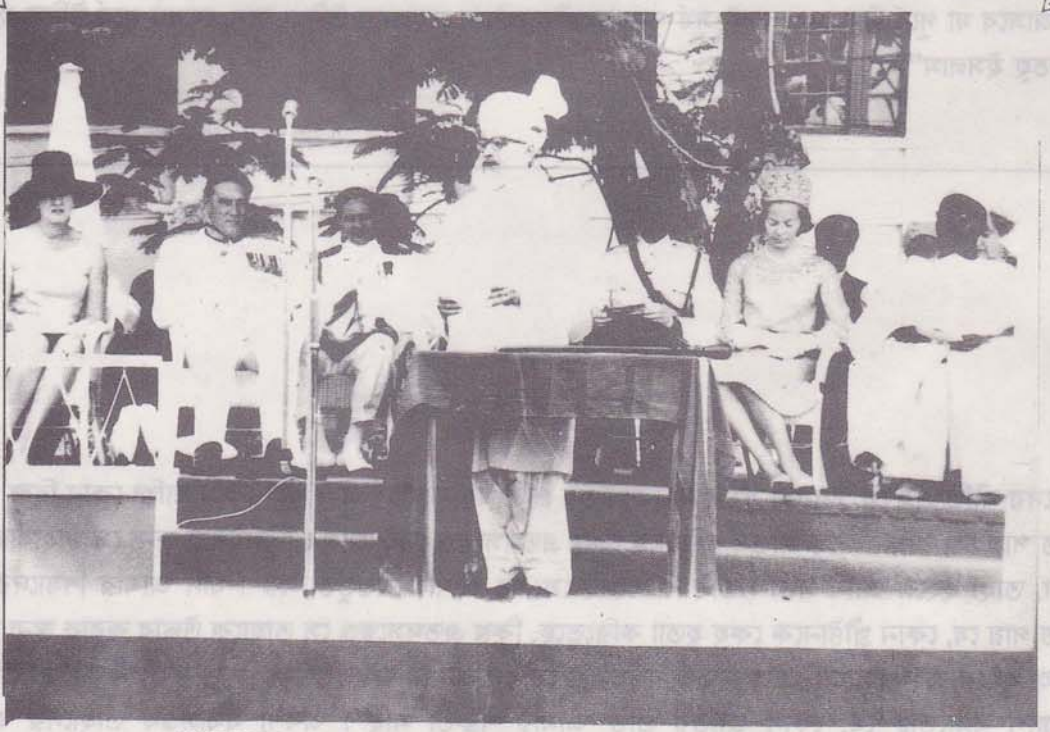

MAULANA GHULAM AHMAD AHMADI, AMIR AND MISSIONARY INCHARGE, THE GAMBIA [STANDING] WAS INVITED TO ADDRESS THE AUDIENCE ON THE CELEBRATIONS OF INDEPENDENCE DAY, [FEB. 18, 1965] IN THE PRESENCE OF DUKE AND DUCHESS OF GOVT., THE REPRESENTATIVES OF QUEEN ELIZABETH OF ENGLAND.

স্বেচ্ছাসেবা ও মানব সেবায় আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত

রিলিফ টিম (১৯৮৮) ঢাকা

১৯৮৮ সালে বন্যাদূর্গতদের মাঝে খাবার পানি সরবরাহ ঢাকা

বন্যাদূর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ (১৯৮৮) ঢাকা

স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় (১৯৮৮) রিলিফ বিতরণে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, সুন্দরবন

১৯৮৮ সালের বন্যায় ত্রাণশিবির, নারায়ণগঞ্জ

বন্যাদূর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ (১৯৮৮) মীরপুর, ঢাকা

স্বেচ্ছাশ্রম কর্মসূচী ইউরোপ

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, চট্টগ্রাম

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, সুন্দরবন

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বগুড়া

খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

আহ্‌মদীয়া মুসলিম কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন শতবার্ষিকী উদযাপন কর্মসূচী

১৯৮৯ সনের ২৩শে মার্চ সারা বিশ্বের জন্য একটি ঐতিহাসিক দিবস— বিশেষভাবে আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য এই দিবসটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ । বিগত শতাব্দীর ঐ দিনে অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ২৩শে মার্চ তারিখে আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ঐশী-নির্দেশে 'বয়আত' গ্রহণ শুরু করেন । তাই ২৩শে মার্চ ১৯৮৯ আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে বিশ্বের শতাধিক দেশে অবস্থিত আহদমদীয়া জামা'ত শত- বার্ষিকী জুবিলী উৎসব উদযাপন করবে (ইনশাল্লাহ্‌) ।

উল্লেখ্য যে, আহ্‌মদীয়া জামা'তের এই উৎসব পালনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সালেস (রহঃ) ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ সনে রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত সালানা জলসায় যে ভাষণ দান করেন সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । তিনি এই উৎসব পালনের দু'টি প্রধান দিক সম্পর্কে বলেন ঃ

"প্রথম উদ্দেশ্য হলো এই যে, এই উৎসব পালনের মাধ্যমে আহ্‌মদীয়া জামা'ত আল্লাহ্‌'তালার 'হামদ' (প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন) করতে থাকবে যে, আল্লাহ্‌তা'লা কি প্রকারে তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করার জন্য আমাদেরকে অনুগৃহীত করেছেন । দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই যে, আমরা আল্লাহ্‌তা'লার হুযুরে একান্ত বিনীতভাবে মাথা নত করে আমাদের এই সংকল্প ('আজম') নিয়ে অংগীকার করি যে, হে আমাদের প্রিয় রব্ব, আমাদের স্রষ্টা ও পালন-কর্তা ! আমরা বিগত শতাব্দীতে আমাদের তুচ্ছ এবং নগণ্য কুরবানী তোমার সমীপে পেশ করেছি এবং তুমি আমাদের এই করবানী কবুল করে তোমার সাহায্য দ্বারা অনুগৃহীত করেছ । আমাদের শত দুর্বলতা সত্বেও তোমার হুযুরে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমরা শুধু তোমার কৃপায় এবং তোমারই দেয়া সামর্থ্য দ্বারা আগামী শতাব্দীতেও কুরবানী করতে থাকবো এবং সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য লাভের মহান পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে যত্নবান থাকবো ।সুতরাং ১৯৮৯ সনে শতবার্ষিকী উপলক্ষে জামা'তের পক্ষ হতে 'হামদ' (কৃতজ্ঞতা) ও 'আজম' (সংকল্প) এই দু'টি শব্দের অভিব্যক্তি ঘটবে । . . . . . এই বছরের (১৯৮৯) সবটাই উৎসব-সন হবে এবং ২৩শে মার্চ হতে আমরা ঐ উৎসব পালন শুরু করবো ।"

উপরোক্ত মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আহ্‌মদীয়া জামা'তের বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনার সফলতার জন্য খলীফায়ে-ওয়াক্তের নির্দেশ অনুযায়ী বিশ্বের আহ্‌মদী মুসলিমগণ বিশেষ দোয়া ও ইবাদতের কর্মসূচী পালন করে চলেছে । এই সুমহান উৎসব কর্মসূচীর প্রধান প্রধান বিষয়গুলো নিম্নরূপ ঃ-

১ । আল্লাহ্‌তা'লার প্রশংসা এবং তাঁর প্রতি আমাদের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন (হামদ্‌)

(ক) তাহাজ্জুদ নামায ঃ ২২শে মার্চ (১৯৮৯ সাল) বিশ্ব-আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তসমূহে বা-জামা'ত 'তাহাজ্জুদ' নামায আদায় ।

(খ) সদকা

(১) ঐতিহ্যগত পশু কুরবানী । (২) বিধবা, এতিম ও গরীবদের সাহায্য দান । (৩) হাসপাতালসমূহে বিশেষ কক্ষ নির্মাণ অথবা যন্ত্রপাতি কেনার জন্য অনুদান ।

(গ) আহ্‌মদীয়াতের শত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত বয়স্ক আহ্‌মদীদের ২২-৩-৮৯ ইং তারিখে নফল রোযা ।

(ঘ) ইজতেমায়ী দোয়া ঃ ২৩শে মার্চ ফযর নামাযের পর আহ্‌মদীয়া জামা'তের মসজিদ ও আহ্‌মদীদের বাসায় বিশেষ ইজতেমায়ী দোয়ার আয়োজন ।

২ । ১৯৮৯ সালের ২২ হতে ২৩শে মার্চ তারিখে অন্যান্য বিশেষ অনুষ্ঠানসমূহ ঃ

(ক) ২৩শে মার্চ উপলক্ষ্যে হুযুরের প্রদত্ত বিশেষ বার্তাকে আকর্ষণীয়ভাবে উন্নতমানের কাগজে বাংলা, উর্দু, ইংরেজী, ইন্দোনেশিয়া, ইউরোপীয় ও আফ্রিকান ভাষাসমূহে ছাপানো ও বিতরণ।

(খ) বিভিন্ন দেশে (যেখানে সম্ভব) বিশেষ চেষ্টায় টিভি-রেডিও এবং জাতীয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করার ব্যবস্থা

(গ) ২৩শে মার্চ ১৯৮৯ সালে অথবা ৩১শে মে ১৯৮৯ সালের আগে সকল দেশে সুবিধাজনক তারিখে 'মসীহ্ মাওউদ' দিবসের জলসা আয়োজন করা । ঐ দিবস উপলক্ষ্যে আহ্মদী কবিদের স্ব-রচিত কবিতা পাঠ ।

(ঘ) ২২ ও ২৩শে মার্চ ১৯৮৯ সনের মধ্য রাত্রে রাবওয়া ও কাদীয়ানে— বিশেষতঃ মিনারাতুল মসীহ্, দারুল মসীহ্, দপ্তরসমূহ এবং সারাবিশ্বে আহ্মদীয়া মসজিদসমূহে ও মিশন হাউজসমূহে আলোকসজ্জা করা । এছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও আহ্মদীদের বাসভবনে আলোকসজ্জা করা ।

(ঙ) আহ্মদীয়াতের পতাকা ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন ।

(চ) বাচ্চাদের মধ্যে মিষ্টি ও বেলুন বিতরণ এবং খেলাধূলার ব্যবস্থা ।

(ছ) রাবওয়া ও কাদীয়ানের বেহেশ্তী মাকবারায় বিশেষ ইজতেমায়ী মোনাজাত ।

৩ । জলসা/সম্মেলন

(ক) রাবওয়াতে ৪ দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় জলসা । যদি অবস্থা অনুকূলে না হয় তবে হুযূরের সাময়িক হেড কোয়ার্টারে কেন্দ্রীয় জলসার আয়োজন ।

(খ) যে সকল দেশে আহ্মদীয়াত প্রতিষ্ঠিত সেই সকল স্থান থেকে প্রতিনিধিদলের আগমন ।

(গ) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধান/অন্যান্য উচ্চ-পদস্থ অফিসারদের আমন্ত্রণ জানানো ।

(ঘ) অন্যান্য প্রধান প্রধান ধর্মের প্রতিনিধিবর্গকে বিপুলভাবে আমন্ত্রণ জানানো ।

(ঙ) এই জলসার জন্যে বিশেষ প্রোগ্রাম গ্রহণ করা । শতবার্ষিকী জলসা উপলক্ষ্যে বক্তৃতাসমূহ বাছাই করা । এর মধ্যে কয়েক মিনিট বিভিন্ন মিশন থেকে আগত প্রতিনিধিদের বক্তৃতার ব্যবস্থা । বিশেষ নযম বা কোরাসের আয়োজন করা । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত বক্তৃতার আয়োজন ।

(চ) বহিরাগত প্রতিনিধিদের স্বীয় দেশের পতাকা বহন করে কুচ-কাওয়াজের আয়োজন করা।

(ছ) কেন্দ্রীয় এবং বিভিন্ন দেশে স্থানীয় জলসার খবরাদি সরবরাহের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ।

(জ) সকল দেশে তাদের চিরাচরিত বার্ষিক জলসার তুলনায় ১৯৮৯ সনের জলসাতে যতদূর সম্ভব উন্নতমানের আয়োজন করা ।

(ঝ) যে সকল জামা'তের জলসা করার জন্যে সদস্য সংখ্যা কম সেই সকল জামা'তে অভ্যর্থনা-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গয়ের-আহ্মদী বন্ধুদেরকে আমন্ত্রণ করা এবং উক্ত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে জামা'তের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা ।

(ঞ) অন্যান্য দেশে ১৯৮৯ সালের জলসা ২৩শে মার্চ হতে ডিসেম্বর ১৯৮৯-এর মাঝে যে কোন সুবিধাজনক সময় করতে হবে ।

(৪) প্রদর্শনী

(ক) রবওয়াতে স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) অন্যান্য দেশের জামা'ত সমূহে তাদের আর্থিক অবস্থা এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ।

(গ) লণ্ডনস্থ কেন্দ্রীয় প্রদর্শনীর কমিটির পক্ষ থেকে সকল জামা'তকে প্রদর্শনী সম্পর্কে পরিকল্পনার বিস্তারিত নির্দেশাবলী, নকশা ইত্যাদি দেয়া হবে ।

(ঘ) কেন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত 'প্রদর্শনীয় বস্তু তালিকা' ছাড়াও স্থানীয় জামাতসমূহ নিজ নিজ জামাতের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য প্রদর্শনীয় বস্তু শামিল করতে পারে ।

(ঙ) প্রদর্শনীর জন্য রাবওয়াতে স্থায়ীভাবে দালান নির্মাণ করা, অন্যান্য স্থানে প্রদর্শনী হলের নির্মাণ কাজ, অথবা প্রয়োজনীয় আকার পরিবর্তন করার কাজ, অথবা এক মাসের জন্য জায়গা ভাড়া নেবার ব্যবস্থা করা ।

(চ) প্রদর্শনীতে নিম্ন-লিখিত প্রদর্শনীয় বস্তুসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

(১) বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত কুরআন শরীফ । (২) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রচিত গ্রন্থাবলী, খলীফাগণ এবং জামাতের আলেমগণের রচিত পুস্তকাবলী । (৩) মসজিদ, মিশন হাউজ এবং মিশনারীদের ফটোসমূহ । শহীদগণের এবং নির্যাতনের দৃশ্যসমূহের ফটোসমূহ । (৪) নকশা ও চার্টসমূহ, সংগঠন সমূহের চার্ট । (৫) তাবারুকসমূহ । (৬) পৃথিবীব্যাপী আহ্মদীয়াতের মানচিত্র, আহ্মদীয়া মিশন ও কেন্দ্রসমূহ ।

৫ । পুস্তকাদি এবং প্রচারণা

(ক) বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত কুরআন শরীফের অনুবাদ প্রদর্শনী (যে সকল ভাষায় অনুবাদ হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে যা করা হবে উহার নমুনা সহ)।

(খ) আহ্‌মদীয়াতের শত বার্ষিকী-জুবিলী সম্বলিত প্রকাশনাবলী (বিভিন্ন ভাষায়)।

(গ) কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত 'স্মরণিকা', অন্যান্য দেশ থেকে প্রকাশিত 'স্মরণিকা' (যে সকল দেশে প্রকাশনার জন্য তথ্যাবলী রয়েছে)।

(ঘ) 'পুস্তক প্রদর্শনী' (নিজস্ব এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে)। বিভিন্ন দেশে পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন ।

(ঙ) বিভিন্ন দেশে আহ্‌মদীয়া পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং বিশেষ সংখ্যার প্রকাশনার আয়োজন ।

(চ) বিশ্বব্যাপী পাঠকদের জন্য প্রবন্ধ ও বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আহমদীয়াতের পরিচিতি তুলে ধরা (যেমন সাপ্তাহিক 'টাইম' পত্রিকা এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে বিশেষ সংখ্যা ও ইশ্‌তেহার ছাপানো)।

(ছ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে আহ্‌মদীয়াতের অগ্রগতি ও উন্নতি সংক্রান্ত চার্ট তৈরী ।

(জ) বিগত একশত বৎসরে আহ্‌মদীয়া জামাতের অগ্রগতি, পরীক্ষা, ইত্যাদি বিষয়ে একটি প্রামাণ্য-চিত্র তৈরী (এক ঘন্টাব্যাপী)।

(ঝ) বিভিন্ন দেশে আহ্‌মদীয়া জামাতের স্থাপিত স্কুল, হাসপাতাল, মিশন হাউজ এবং মসজিদ সমূহের ভিডিও চিত্র তৈরী ।

(ঞ) আমাদের কার্যাবলী তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন গণসংযোগ ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশে একটি করে 'পাবলিসিটি' বা প্রচারণা-সেল স্থাপন ।

(ট) প্রেস, রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারণার জন্য যোগাযোগ স্থাপন ।

(ঠ) প্রেস বা প্রেসের জন্য তথ্যাবলী 'প্রেস কিট' তৈরী ।

(ড) শত বার্ষিকী জুবিলী উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করার জন্য সময় থাকতেই প্রাথমিক কাজ শুরু করা । এই উদ্দেশ্যে প্রেস-কিটের মাধ্যমে কাজ শুরু করা এবং পাবলিসিটি সেল কর্তৃক এখন হতেই যোগাযোগের ব্যবস্থা করা ।

(ঢ) জামাতী সাহিত্যকর্মের বিতরণের ব্যবস্থা করা— বিশেষতঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখ করতঃ বিরুদ্ধবাদীদের ভুল-ধারণা অপসারণের জন্য এবং তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যাবলী সম্পর্কিত পুস্তকাবলী বিতরণ করা । দ্বিতীয়তঃ মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমন সম্পর্কে কুরআন মজীদ এবং নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস শরীফ, শতাব্দীব্যাপী মুসলিম বুযূর্গানের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ চয়ন করতঃ প্রকাশ করা । (উল্লেখিত তথ্যাবলী যে বিজ্ঞাপনী দ্বারা প্রকাশিত হবে তার মধ্যে মিশন হাউজের ঠিকানা এবং যোগাযোগের অনুরোধ লিখা থাকবে)।

৬ । বাচ্চাদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম

(ক) বাচ্চাদের বিশেষ সম্মেলনে হুযূরের বার্তা পাঠ এবং বার্তার কপি বিতরণ। (খ) 'মসীহ্ মাওউদ' দিবসে উদ্দীপনা সহকারে বাচ্চাদের যোগদান (২৩শে মার্চ ১৯৮৯ ইং)। (গ) স্কুল-কলেজে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন এবং সম্মানিত ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো ।

(ঘ) বাচ্চাদের প্রতিষ্ঠান সমূহকে আকর্ষণীয় ভাবে সাজানো । (ঙ) পতাকা উত্তোলনের সংগে জাতীয় সংগীত এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর রচিত নযমের 'কোরাস' পাঠ । (চ) বিশেষ 'পিটি' প্রদর্শনী এবং খেলাধূলার আয়োজন । (ছ) বাচ্চাদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ। (জ) বক্তৃতা প্রতিযোগিতা । (ঝ) আহ্‌মদীয়া স্কুল-কলেজে মেধাবী ছাত্র ও ছাত্রীদের তালিকা প্রদর্শন । (ঞ) ছাত্র-বৃত্তি কর্মসূচী । (ট) ১৯৮৯ সালে সারা বৎসর-ব্যাপী বক্তৃতা মালার ব্যাবস্থা করা যাতে আহমদীয়াতের তা'লীম ও খেলাফত সম্পর্কে, আহ্‌মদী-জীবনাদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং অতীতের ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপটে আহ্‌মদীয়াতের ভবিষ্যত সম্পর্কে নতুন বংশধরকে অবহিত করতঃ ভবিষ্যতে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য তাদেরকে প্রস্তুত করে তোলা ।

৭ । শত-বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অন্যান্য বিশেষ প্রোগ্রাম

(ক) জুবিলী হল

কেন্দ্রে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি জুবিলী হল নির্মাণ করা । এই কমপ্লেক্সে স্থায়ী প্রদর্শনী, যাদুঘর এবং লাইব্রেরী থাকবে । এতে সম্মেলন করার সুবিধাও থাকতে হবে ।

(খ) শিক্ষামূলক বৃত্তি পরিকল্পনা

আহ্‌মদী মেধাবী ছাত্র ও ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি 'ট্রাষ্ট' গঠন করা (যার মধ্যে একটি ছোট অংশ অন্যদের জন্যও উন্মুক্ত থাকবে । প্রাথমিক তহবিল হিসেবে এক কোটি রুপী দিয়ে ট্রাষ্টটি খোলা হবে । এই তহবিলের আয় বৃত্তিদানে ব্যবহৃত হবে (এর মধ্যে ২০ শতাংশ মেধার ভিত্তিতে এবং ৮০ শতাংশ গরীব পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যবহৃত হবে)।

(গ) একশত দেশে জামা'ত স্থাপন করা

এই পরিকল্পনা ১৯৮৯ সাল নাগাদ বাস্তবায়িত করতে হবে (উল্লেখ্য ইতিমধ্যে ১২০টি দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)।

(ঘ) আহ্‌মদীয়াতের বিশ্ব-মানচিত্র

ইলেকট্রনিক পদ্ধতির সাহায্যে একটি বিশ্ব-মানচিত্র তৈরী করতে হবে । এর মধ্যে পৃথিবীর কোথায় কোথায় আহ্‌মদীয়া জামা'ত অবস্থিত তা প্রদর্শনীর মাধ্যমে তুলে ধরতে হবে ।

(ঙ) 'দায়ী-ইলাল্লাহ' পরিকল্পনা

(ক) এই বিষয়ে খুব জোরালো উদ্যোগ নেয়া এবং এখন হতে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এই উদ্যোগ বিশেষ ভাবে অব্যাহত রাখা ।

(খ) 'দায়ী ইলাল্লাহ্' পুরস্কার প্রদান ।

(চ) সারা বৎসর-ব্যাপী অন্যান্য কার্যক্রম

যে সমস্ত প্রোগ্রাম প্রতি বৎসরই আমরা বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে সাধারণভাবে করে থাকি, যেমন ঈদ উৎসব এবং আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, আতফাল এবং নাসেরাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলি ১৯৮৯ সালে ব্যাপকভাবে আয়োজন করা ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহঃ) বলেছেন ঃ

- "শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলী পরিকল্পনার সম্পর্ক "গালবায়ে ইসলাম" (অর্থাৎ ইসলামের বিজয়ের) শতাব্দীর যথাযোগ্য মর্যাদাপূর্ণ সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের সঙ্গে জড়িত ।"
- "উৎসবের আরম্ভ আমরা আমাদের বাড়ীঘর হতে করবো । তারপর গ্রামে ও শহরে জশন হবে । তারপর প্রদেশে এবং আঞ্চলিকভাবে সকল জামা'তে জুবিলী অনুষ্ঠান হবে ।"
- "শত বার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবিলী ফান্ড ইসলামের তবলীগ ও কুরআন করীম প্রচারের এক মহান পরিকল্পনা ।"
- "আহ্‌মদীয়া জামা'তের প্রথম শতাব্দী উহার বুনিয়াদ তৈরী ও দৃঢ় করার কাজে অতিবাহিত.... কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয় শতাব্দী হবে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের শতাব্দী (ইনশাল্লাহতা'লা)।"
- "ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজকে অধিকতর সতেজ ও তরান্বিত করার, কুরআন করীমের জ্যোতিসমূহ দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌছাবার, মসজিদ ও প্রচার-কেন্দ্রসমূহ নির্মাণের, বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া জামাতসমূহের ব্যক্তিবর্গকে তা'লীম-তরবীয়াত দানের এবং ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের দিনগুলিকে ক্রমাগত নিকটতর করার উদ্দেশ্যে একটি বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা হিসেবে "আহ্‌মদীয়া শতবার্ষিকী জুবিলী-স্কীম" পত্তন করা হয়েছে ।" (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহঃ)- এর ৩/৫/৭৭ তারিখের পয়গাম)।

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন ঃ

"শতবার্ষিকী জুবিলীর বৎসরটি খোদাতা'লার অগণিত ফযল ও কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের প্রতীক হিসাবে উদ্‌যাপন করা হবে ।.....

যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য খোদাতা'লা আমাদের মধ্যে দেখতে চান, প্রত্যেক আহ্‌মদী যেন সেই সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিজের মধ্যে সৃষ্টি করে ।" [৮ই জানুয়ারী ১৯৮৮ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে ফযলে প্রদত্ত]

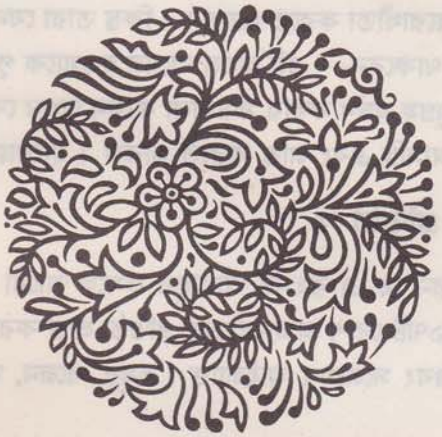

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন

".....কিন্তু সত্যাবাদীরা তো বিপদের সময়েও অবিচল থাকেন এবং তাঁরা জানেন যে অবশেষে খোদাতা'লা আমাদেরই সাহায্য করবেন এবং এই অধম যদিও সত্যিকার বন্ধুদের পেয়ে খোদাকে কৃতজ্ঞতা জানায়, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও আমার ঈমান যে, একজনও যদি সঙ্গ না দেন এবং সবাই নিজ নিজ পথ বেছে নেন তবুও আমার কোন ভয় নাই । আমি জানি যে খোদাতা'লা আমার সঙ্গে রয়েছেন । যদি আমাকে পিষে ফেলা হয় এবং কুঁচ্‌লে দেওয়া হয় কিংবা আমি যদি একটা ধূলি-কণা থেকেও তুচ্ছতর হয়ে যাই এবং চর্তুদিক থেকে যদি কষ্ট, গালিগালাজ আর লাঞ্ছনা-ভর্ৎসনাও দেখি তথাপি, পরিশেষে আমি বিজয়ী হবই , যিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন তিনি ছাড়া আর কেহ আমাকে জানে না । আমি কখনই বিফল হতে পারি না । শত্রুদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং বিদ্বেষকারীদের সকল পরিকল্পনাসমূহ নিষ্ফল ।"

"হে নির্বোধ এবং অন্ধ ব্যক্তিগণ ! আমার পূর্বে কি কোন সত্যবাদী ধ্বংস হয়েছে যে আমি ধ্বংস হব । খোদা কোন সত্যিকার বিশ্বাসভাজনকে অপমানজনক মৃত্যু দান করেছেন যে আমাকে অপমৃত্যু দিবেন ? মনে রেখো এবং কান খুলে শুনো যে আমার আত্মা ধ্বংস হবার নয় এবং আমার লেখনীতে ব্যর্থতাও নেই । আমাকে এমন সাহস এবং দৃঢ়তা দান করা হয়েছে যার সামনে পর্বতও তুচ্ছ। আমি কারও পরওয়া করি না । আমি একা ছিলাম এবং একাকীত্বে অসন্তুষ্ট ছিলাম না । আল্লাহ্ কি আমাকে ত্যাগ করবেন ? কক্ষণো ত্যাগ করবেন না । তিনি কি আমাকে বিফল করবেন ? কক্ষনো বিফল করবেন না । (বরং) শত্রু অপমানিত এবং বিদ্বেষ-পোষণকারী লজ্জিত হবে । এবং খোদা তাঁর বান্দাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিজয় দান করবেন । আমি তার সঙ্গে এবং তিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন । কোন বস্তু আমাদের এই বাঁধনটাকে ছিঁড়তে পারে না । আর তাঁরই মর্যাদা ও প্রতাপের শপথ নিয়ে আমি বলছি, তাঁর ধর্মের মহত্ব প্রকাশিত হোক, তাঁর প্রতাপ বিকশিত হোক এবং তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ুক— ইহকাল ও পরকালে আমার এর চেয়ে প্রিয়তর আর কিছুই নাই ।"

('আনওয়ারুল ইসলাম' পুস্তক, রুহানী খাযায়েন, নবম খণ্ড, পৃঃ ২৩)

বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের উন্নতি ও অগ্রগতি

—হযরত মির্যা তাহের আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (আইঃ)

হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (আইঃ) ১৯৮৮ সালে সালানা জলসার দ্বিতীয় দিবসের দ্বিতীয় অধিবেশনে তাঁর বিশেষ ভাষণে গত এক বৎসরে জামাতের প্রতি আল্লাহ্‌তা'লার যে অজস্র ফযল ও কৃপা বর্ষিত হয়, তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করেন যেন আহ্‌মদী মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র প্রতি আরো গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে থাকেন ।

হুযূর বলেন ঃ আমি শুরুতেই আমাদের বিরুদ্ধবাদীদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলাম যে, তারা যেন সমস্ত শক্তি ব্যয় করে যতদূর পারেন আমাদের বিরোধীতা করতে থাকেন । কিন্তু তারা যেন মনে রাখেন যে, আল্লাহ্‌তা'লার ফযল যা আমাদের প্রতি তিনি বর্ষণ করতে থাকবেন— এই ফযল নাযেল হওয়াকে পৃথিবীর কোন শক্তি রোধ করতে পারবে না । আল্লাহ্ যখন কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করার ফয়সালা করেন তখন কেহ তা রোধ করতে পারে না । আমরা সর্বদাই আল্লাহ্‌র ফযল লাভ করে আসছি এবং লাভ করতে থাকব । ইনশাল্লাহ্ ।

১১৭টি দেশে আহমদীয়াতের প্রতিষ্ঠা ঃ

সর্বপ্রথম হযরত সাহেব ঘোষণা করেন যে, এ বৎসর আল্লাহ্‌র ফযলে আরো পাঁচটি নতুন দেশে আহ্‌মদীয়া জামাত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । ফলে এখন ১১৭টি দেশে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠা লাভ করল । নতুন পাঁচটি দেশ হলো ঃ টোঁংগা, দক্ষিণ কোরীয়া, মালদ্বীপ, গ্যাবুন, এবং সলোমন আইল্যাণ্ড । হুযূর, বলেন, আগামী এক বৎসরে এই সংখ্যা মোট ১২৫ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে ।

হুযূর (আইঃ) বলেন— মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে ৮০টি দেশে আহ্‌মদীয়া জামা'ত কায়েম ছিল । এবং আমাদের টার্গেট ছিল ১০০টি দেশে। আমি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত (৮০টি দেশের) জামা'তগুলির দায়িত্ব ৬৫টি দেশে ভাগ করে দিয়েছিলাম । যে সকল দেশ তাদের টার্গেট পূর্ণ করেছে তাদের মধ্যে সর্ব প্রথম গাম্বিয়া । গাম্বিয়ার উপর আরো তিনটি নতুন দেশে আহ্‌মদীয়াত প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব অর্পিত ছিল । গ্যাম্বিয়ার পর অন্যান্য দেশ যারা তাদের টার্গেট পূর্ণ করেছে সেগুলি হলো ঃ ঘানা, সিয়েরালিওন, তানজানিয়া, জায়ারে, নরওয়ে ।

এক বৎসরে ৪১২টি নতুন জামা'ত

হুযূর বলেন ঃ বিভিন্ন দেশের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত জামা'ত (আঞ্জুমান) সমূহের সাহায্যে আরো অনেক নতুন জামা'ত প্রতিষ্ঠার একটি স্কীম গত তিন বৎসর থেকে চালু করা হয়েছে । এই স্কীমের ফলে গত এক বৎসরে ৪১২টি নতুন জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং গত তিন বৎসরে মোট ৯২৪টি নতুন জামা'ত সৃষ্টি হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। এই স্কীমে সফলতা লাভের দিক থেকে সর্ব প্রথম স্থান 'সিয়েরালিওন' লাভ করেছে । তারপর গ্যাম্বিয়া, তারপর ভারত, সেনেগাল, পশ্চিম জার্মানী, ঘানা, জায়ারে, কেনিয়া, উগাণ্ডা, তানজানিয়া, লাইবেরিয়া, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশ।

১০৭টি নতুন মসজিদ

আল্লাহ্‌র ফযলে এ বৎসর বিভিন্ন দেশে মোট ১০৭টি নতুন মসজিদ নির্মানের সৌভাগ্য আমরা লাভ করেছি এবং ৫৯টি মসজিদ এখন নির্মাণাধীন রয়েছে । ১২১টি মসজিদ নির্মিত অবস্থায় আমরা লাভ করেছি অর্থাৎ সে সকল এলাকার জনগণের বড় অংশ এবং ইমামগণ মসজিদ সহ আহ্‌মদীয়াতে দাখিল হয়েছেন ।

এক সপ্তাহে পৌনে ছয় হাজার বয়আত

দাওয়াত ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বান) স্কীমের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ফযলে এ বৎসর বিশেষ করে সিয়েরালিওনে বিশেষ সফলতা অর্জিত হয়েছে । এক সপ্তাহে "মুসমেরা চিফডম" এলাকায় মোট ৯৪টি গ্রামে ৫৭৬৫ জন বয়আত গ্রহণ করেছেন । এই সংগে ৮০টি মসজিদও এসেছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। হুযূর বলেনঃ আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে এর অপূর্ব দৃশ্য দেখিয়েছেন । এই এলাকার জনাব চীফ সাহেবও জলসায় উপস্থিত ছিলেন । হযরত সাহেব (আইঃ) চীফ

সাহেবকে ষ্টেজের উপর এসে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করতে নির্দেশ করলে চীফ সাহেব তা পালন করেন— সাথে সাথে জলসার আকাশ বাতাস নারায়ে তাকবীর— "আল্লাহু আকবর" জয়ধ্ব নীতে ভরে যায় ।

হযূর আরো ঈমান বর্ধক ঘটনাবলী বর্ণনা করেন । হযূর বলেন যে, আল্লাহ্ আমাদের জন্য রাস্তা প্রশস্ত করছেন । জনগণের অন্তর আহ্মদীয়াত গ্রহণের জন্যে দিন দিন প্রস্তুত করা হচ্ছে। হযরত সাহেব (আইঃ) বলেন ঃ গত বৎসরের তুলনায় এ বৎসর তিন গুণ বেশী বয়আত গৃহীত হয়েছে ।

১৮টি দেশে ১৭৫টি নতুন কেন্দ্র

হযূর (আইঃ) বিভিন্ন দেশে জামা'তের নতুন নতুন কেন্দ্র স্থাপনের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, আমেরিকায় এ ব্যাপারে অগ্রগতি হয়েছে । এখানে এ যাবত ২২টি কেন্দ্র কায়েম হয়েছে । ক্যানাডাও অগ্রসর হয়েছে । ছোট ছোট মিশন হাউজের স্থলে বড় বড় প্রশস্ত মিশন হাউজ কায়েম হয়েছে এবং হচ্ছে। আফ্রিকা মহাদেশেও অনেক নতুন নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে । এ বৎসর মোট ১৭৫টি নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং ৯০টি কেন্দ্রের জন্য জমি পাওয়া গিয়েছে । আরো অনেক দেশে নতুন জায়গা লাভের চেষ্টা চলছে যেমন— স্পেন, পূর্তগাল, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী ইত্যাদি ।

ক্যাসেট স্কীম

হযূর বলেনঃ "অডিও-ভিডিও" (শ্রবণ ও অবলোকন) বিভাগ বিরাট কাজ করে যাচ্ছে। এর সমস্ত কাজ লন্ডনের এক সেচ্ছাসেবী টিম সম্পাদন করে যাচ্ছে। ৫৭০২ ঘন্টায় মোট ২৩,০০০, ক্যাসেট এ যাবত প্রস্তুত করে পৃথিবীর সমস্ত দেশের মিশনগুলিতে পাঠান হয়েছে । জুমুআর খুৎবা ক্যাসেটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী জামাতের (কেন্দ্রের সাথে এবং একে অপরের সাথে) যোগাযোগ বেড়েছে । নব জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন ফল পাওয়া যাচ্ছে। জুমুআর খুৎবা নিয়মিতভাবে সম্পূর্ণ অনূদিত হয়ে ক্যাসেটের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার হচ্ছে— ফ্রেন্স, ডাচ, জার্মান, সুইডিস, আরবী ও ডেনিস ইত্যাদি ভাষা ছাড়াও পৃথিবীর নানা দেশের বিভিন্ন ভাষায় ।

আহ্মদীয়া জামা'তের একজন সম্ভ্রান্ত ক্যানাডীয়ান স্কলারের অভিমত

হযূর (আইঃ) বলেন ঃ আজ আহ্মদীয়া জামা'ত একটি আন্তর্জাতিক জামা'ত হিসেবে আগের চেয়ে ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে । জামা'তের সত্তা বা অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং ইহা খেলাফতের মাধ্যমে সমস্ত জামা'ত একহাতে কেন্দ্রীভূত থাকারই ফলস্বরূপ। সমগ্র বিশ্বের আহ্মদীয়া জামা'তসমূহ একই জামা'তভূক্ত । একই চিহ্নে চিহ্নিত হচ্ছে। আহ্মদীয়া জামা'ত যে দেশের জামা'তই হোক না কেন তা ঐ একই "আহ্মদীয়া জামাত" হিসেবে পরিচিত ও অভিহিত হচ্ছে।

আহ্মদীয়া জামা'ত এবং জামা'তের ইমাম একে অপরের সাথে গভীর প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক রাখে। এই সম্পর্কটা দেখে বড় বড় স্কলারগণও অভিভূত হয়েছেন । ক্যানাডার এক জনৈক স্কলার আমাকে বলেন "এই জামা'ত আর পরাজয় বরণ বা মরণ বরণ করতে পারে না । আহ্মদীয়া জামা'ত এখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক নিজস্ব সত্তার অধিকারী হয়েছে এবং এই নিজস্ব পরিচয়েই জামা'ত পরিচিত হচ্ছে। ইহা সমগ্র বিশ্বে একটি দ্বীপ স্বরূপ। জামা'ত যে দেশেরই হোক না কেন ঐ একই দ্বীপের অংশ যার নাম জামা'তে আহ্মদীয়া ।" একই রকম স্বভাব একই রকম চরিত্র, একই রকম একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা এবং একই ম্যানটালিটি সৃষ্টি হচ্ছে যেন এক নতুন "জাতি" জন্ম গ্রহণ করেছে । হযূর বলেন— ক্যানাডার এই মাননীয় স্কলার যা বলেছেন তা ঠিকই বলেছেন এবং **আমি তোমাদিগকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, যতকাল পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে এই দুইটি বিষয় (খেলাফত এবং খলীফার সাথে জামা'তের গভীর আন্তরিকতা) কায়েম থাকবে ততকাল পর্যন্ত জামা'ত জীবিত থাকবে এবং জামা'তী জীবনের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে ।**

বিশাল প্রকাশনা বিভাগ

জামা'তের বই-পুস্তক প্রকাশের ও প্রচারের কাজ দিন দিন বিপুল বেগে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ যাবত বিভিন্ন দেশের কেন্দ্র সমূহে মোট ৯৪.৬০৮ পাউন্ডের কুরআন শরীফ পাঠানো হয়েছে । কেন্দ্রগুলির তরফ থেকে ৭০.০০০ পাউন্ড সংগৃহীত হয়েছে । দ্বিতীয়তঃ তিন হাজার সেট "রূহানী খাযায়েন" (হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এরপুস্তকের সংকলন) ছাপানো

হয়েছে । তন্মধ্যে ২৭৫৬সেট (মূল্য ৪,০৯,২১০ পাউণ্ড) বিভিন্ন কেন্দ্র সমূহে প্রেরণ করা হয়েছে । দিন দিন আমাদের বই পুস্তকের চাহিদা আরও বাড়ছে ।

"আন্তর্জাতিক পুস্তক-মেলায়" আমাদের বুক-ষ্টল থাকার ফলে আমাদের বই-পুস্তকের বিশ্ব-ব্যাপী ব্যাপক প্রচারের পথ সুগম হয়েছে । এমন সব দেশ যেখানে আমাদের বই প্রচারের কোন পথ এ যাবৎ ছিল না, এখন সে সব দেশের সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে। সে সব দেশ থেকে বই পাঠাবার অর্ডার পাওয়া যাচ্ছে। এ বৎসর আমাদের জামা'ত পোল্যাণ্ড, সেনেগাল, সুইজারল্যাণ্ড ও ক্যানাডায় অনুষ্ঠিত "পুস্তক-মেলায়" (বুক-ফেয়ার) অংশ গ্রহণ করেছে । এ ছাড়া বিভিন্ন জামা'ত বিভিন্ন স্থানে বুক-ষ্টল লাগানোর ব্যবস্থা করে থাকে । জার্মানী এবং নরওয়ে এ ব্যাপারে নিয়মিতভাবে খেদমতের সুযোগ গ্রহণ করে থাকে । তাছাড়া এ বৎসর ১৭টি দেশে আহ্‌মদীয়া জামা'ত ১৯৩টি পুস্তক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছে । এখন অনেকের সাথে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে পরিণত হয়েছে ।

ইসলামাবাদ (লণ্ডন) কেন্দ্রে, আমাদের রীতিমত চারটি ভাষার স্থায়ী ডেস্‌ক কর্মরত আছে— রাশিয়ান, আরবী, চীনা, এবং তুর্কী । এই সব ভাষায় বই-পুস্তক এবং ক্যাসেট ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে। এ সব এলাকার এবং এ সব ভাষার লোকজনের সাথে যোগাযোগ বাড়ছে । খুব সুদূর-প্রসারী ফল পাওয়া যাচ্ছে এবং নতুন নতুন পথ পরিষ্কার হচ্ছে। এ ব্যাপারে আরবী ভাষায় আমাদের নতুন মাসিক পত্রিকা "আত্‌তাক্‌ওয়া" খুব সহায়ক হয়েছে ।

মলিসে নুসরাত জাহান স্কীম

মজলিসে নুসরাত জাহান স্কীম কর্মব্যস্ত রয়েছে পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকার দেশসমূহে । এই মজলিসের অধীনে এখন ২৬টা হাসপাতাল বিভিন্ন দেশে জনগণের সেবায় নিয়োজিত আছে । আমাদের ডাক্তারগণ সেখানে খেদমতের উত্তম উদাহরণ পেশ করছেন । গত বৎসর ২২১,০০০ রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে ।খোদাতা'লার ফযলে আমাদের হাসপাতালের মান উন্নত । কারণ এখানে আমাদের স্কীমের মধ্যে "মানবীয় চালাকীর" হাত নেই— বরং আল্লাহ্‌র রহমতের হাত কাজ করছে এবং মো'জেযাতুল্য ফল হচ্ছে। আল্লাহ্‌র ফযলে স্কীম অগ্রসর হচ্ছে। এখন নুসরাত জাহান স্কীমের বাজেট বার কোটি সাতান্ন লক্ষ পর্যন্ত পৌছেছে । আমি যেভাবে ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি, ইনশাল্লাহ্‌ খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই বাজেট একশত কোটি পর্যন্ত হয়ে যাবে । এই স্কীমের অধীন যে সব স্কুল চলছে তার মান খুবই উন্নত, এমনকি আদর্শস্বরূপ।

আরো চার ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ প্রকাশ করা হল

হুযূর (আইঃ) এই খুশীর খবর শোনালেন যে— আল্লাহ্‌র ফযলে এবার আরো চার ভাষায় সম্পূর্ণ কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে যাবে । তাছাড়া নির্দিষ্ট কতিপয় আয়াতের অনুবাদ আগামী এক বৎসর ১১৭টি ভাষায় প্রকাশিত হয়ে যাবে (আলহামদুলিল্লাহ্‌) । [ইতিমধ্যে ৫৪টি ভাষায় কুরআন অনুবাদ হয়ে গেছে এবং ১১৭ ভাষায় কতিপয় আয়াতের অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে গেছে— অনুবাদক] ।

হুযূর বলেন ঃ আল্লাহ্‌র ফযলে এখন ৬২৫জন সদর মুরব্বী ও মোয়াল্লেমগণ বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে "ওয়াকফ"-এর রূহ নিয়ে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন ।

"ওয়াক্‌ফে নও" স্কীম

হুযূর বলেন ঃ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে আমি গত বৎসর বলেছিলাম যে আগামী দুই বৎসরে আপনাদের যে সব সন্তান জন্মলাভ করবে তাদেরকে ওয়াক্‌ফ করুণ। আল্লাহ্‌ চাহে তো ওয়াক্‌ফের বরকতে পুত্র সন্তান লাভ করবেন । জন্ম লাভের পূর্বেও ওয়াক্‌ফ করতে পারেন । এখন পর্যন্ত অফিসের রেকর্ড অনুসারে ৬৫৫ জন সন্তান জন্ম লাভ করেছে । এর মধ্যে ৫০১ জন পুত্র সন্তান এবং ১৫৪ জন কন্যা সন্তান । আল্লাহ্‌তা'লা এই দিক দিয়েও আমার কথাকে বাস্তবে পরিণত করেছেন । আলহামদুলিল্লাহ্‌ ।

পাকিস্তানী আহ্‌মদীদের কুরবানী

হযরত সাহেব তাঁর ভাষণে তুলনামূলক ভাবে পাকিস্তানের আহ্‌মদীদের এবং অ-আহ্‌মদীদের "ইসলাম সেবার" বর্ণনা দেন । হুযূরের বর্ণনা অনুসারে পাকিস্তানে নিজেকে মুসলমান বলার অপরাধে ১২৫ জন আহ্‌মদীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে । ৫৮৮ জনকে কলেমা তৈয়বার ব্যাজ ধারণের কারণে; ১৭৮ জনকে তবলিগী লিটারেচার বিতরণের অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হয়েছে ।

৩২১ জনকে মসজিদের উপর কলেমা তৈয়বা লেখার অপরাধে, ২০৪ জনকে "আযান" দেওয়ার অপরাধে, ৬২ জনকে অন্যান্য ইসলামী রীতিনীতি অবলম্বনের অপরাধে, কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে । ২১৪ জনকে বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে । গত চার বৎসরে মোট ১৪২১ জনকে বিভিন্ন রকম মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে টেনে নেয়া হয়েছে ।

"আস্‌সালামু আলাইকুম" বলে সম্বোধনের দায়ে ছয়মাস জেল এবং ১৫শত টাকা জরিমানা করা হয়েছে ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আহ্‌মদীয়াত বিরোধীদের কার্যকলাপ তুলনা করলে সহজে সত্যকে খুঁজে বের করা যাবে । আমাদের আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ ও দোয়া ছাড়া কিছু করার নেই । পরিশেষে, হুযূর (আইঃ) বিশ্বব্যাপী আহ্‌মদীয়াত তথা ইসলাম প্রচারের সুন্দর সুন্দর ঈমান বর্ধক ঘটনা শুনান এবং বলেন যে, আল্লাহ্‌র ফযল ও সহায়তা আমাদের সত্যতার সাক্ষ্য ঘোষণা করছে । আল্লাহ্‌ আমাদিগকে তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপনের (হাম্‌দ) তৌফিক দান করুন । সংক্ষেপিত

অনুবাদ —মাওলানা ইমদাদুর রহমান

"ইস্‌লামের জয়,
মসীহ্‌-ও-মাহ্‌দীর (আঃ) সমাগম" নামক ১৯১৭ইং সনে প্রকাশিত একটি পুস্তিকার মুখবন্ধ একটি ঐতিহাসিক নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা হইলঃ

পরম দয়ালু আল্লাহ্‌তা'লার নামে আরম্ভ করিতেছি ।

নিবেদন ।

—ঃ ০ ঃ—

ভ্রাতৃগণ ! এখন ভয়ানক সময় উপস্থিত । ধর্ম্মজগতের ভীষণ দুরবস্থা । চতুর্দিকেই সংস্কারের মহাআরাব । কত নবসমাজ, নবসমিতি, নবমিশন স্থাপিত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই । সবগুলিই বাহ্যিক চাকচিক্য প্রদর্শন করিতেছে । কিন্তু প্রত্যেকেই আধ্যাত্মিকতাবিহীন । কারণ জড়বাদীতার প্রাবল্যে কিছুতেই প্রকৃত সংস্কার সাধিত হইতেছে না । মানবজাতির প্রকৃত উন্নতি আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সাপেক্ষ । পৃথিবীর জীবগণ যেমন আকাশ প্রদত্ত জল, বায়ু, তেজ ও আলো ব্যতীত স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে পারে না, মানবীয় জ্ঞানও তদ্রূপ আল্লাহ্‌তা'লা প্রদত্ত প্রত্যাদেশ -বাণীর সহযোগ ব্যতীত কখনও প্রকৃত উন্নতির পথ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয় না । জড়-জগতে আহার্য্যাভাব উপস্থিত হইলে যেমন পরম করুণাময় দয়াপরিপ্লুত হইয়া পর্য্যাপ্ত বারি বর্ষণ পূর্ব্বক জীবগণের জীবন রক্ষা করেন, তদ্রূপ তাঁহার অপরিবর্ত্তনীয় বিধানানুসারে আধ্যাত্মিক জগতের চরম অবনতির সময়েও প্রত্যাদেশরূপ বারিবর্ষণ দ্বারা মানবগণের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত করেন । সেই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে এই জড়-বাদের যুগেও প্রত্যাদেশ বাণীদ্বারা অনুগৃহীত করিয়া আহ্‌মদ (আঃ) কে জগতের মহাসংস্কারের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন । তাঁহার স্থাপিত "আহ্‌মদীয়া" সম্প্রদায়ই প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের অধিকারী । সকলকেই এই মহা সম্প্রদায়ের দিকে সাদরে আহ্বান করিতেছি । শেষ প্রার্থনা এই যে সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ্‌তালার জন্য । ইতি—

১০ই মার্চ ১৯১৭ ইংরেজী
দেবগ্রাম হাইস্কুল ।
পোঃ আখাউরা, জিং ত্রিপুরা ।

বিনয়াবনত—
গেয়াসউদ্দিন আহাম্মদ
সেক্রেটারী, বঙ্গীয় আহমদীয়া
যুবক সমিতি ।

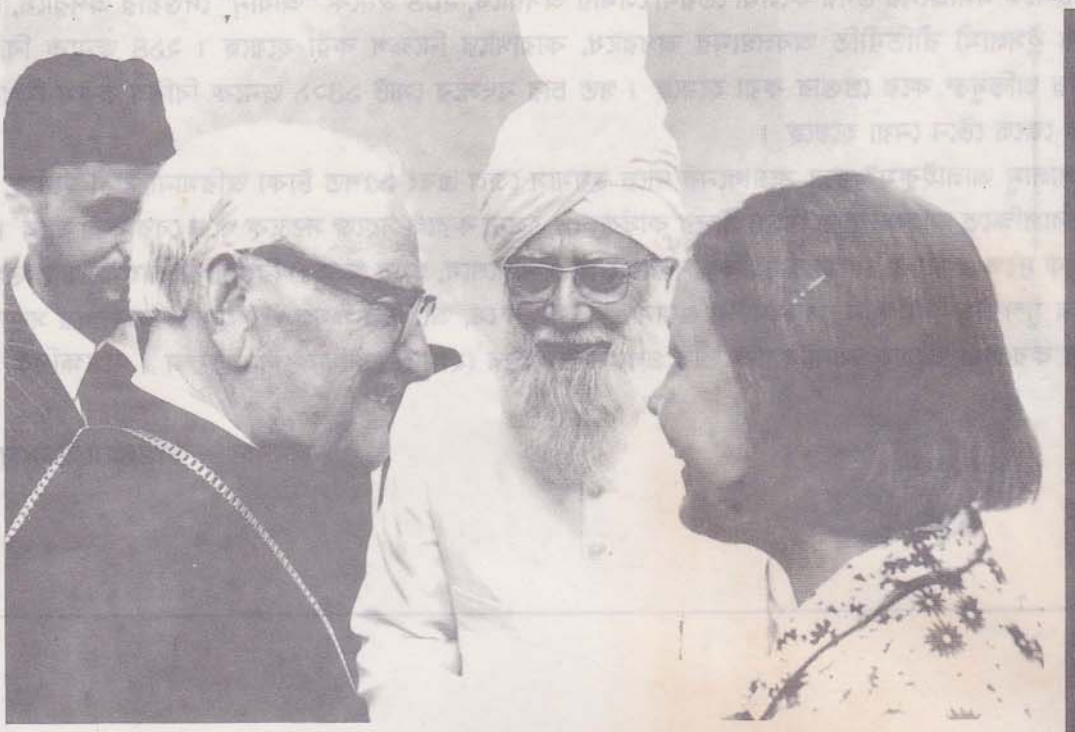

HAZRAT KHALIFATUL MASIH III WITH THE REPRESENTATIVES OF THE CHURCHES WHEN HE VISITED SWEDEN IN 1978

ON HIS RELEASE FROM DETENTION IN 1961, JOMO KENYATA PRIME MINISTER OF KENYA RECEIVING BOOKS ON ISLAM FROM MAULANA SHEIKH MUBARAK AHMAD AT HIS HOUSE NEAR NAIROBI.

KEN-1

MAULANA NASIM SAIFI PRESENTING FIVE VOLUMES OF ENGLISH COMMENTARY OF THE HOLY QURAN TO M. ABU BAKAR TAFAWA BALEWA, PRIME MINISTER OF NIGERIA IN 1964

MAULVI M. S. SHAHID AMIR AND MISSIONARY INCHARGE PRESENTS A SET OF ISLAMIC BOOKS TO DR. SIAKA STEVENS THE PRIME MINISTER OF SIERRA LEONE WHEN THE LATTER VISITED THE AHMADIYYA BOOK STALL AT THE 21ST ANNUAL KENEMA SHOW AND TRADE FAIR HELD FROM 17TH TO 19TH DEC. 1970.

MAULANA JALAL UD DIN SHAMS MISSIONARY IN CHARGE UK
PRESENTING WELCOME ADDRESS TO HIS EXCELLENCY THE CROWN PRINCE
SHAHZADA FAISAL BIN ABDUL AZIZ OF SAUDI ARABIA WHEN HE VISITED
THE FAZL MOSQUE ON JULY 12, 1935

HIS EXCELLENCY SIR D. K. JAWARA PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF THE GAMBIA ARRIVING TO PERFORM
THE OPENING CEREMONY OF NASIR MOSQUE AT NUSRAT HIGH SCHOOL

হযরত মির্জা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ)-এর দাবীসমূহ

—সংকলন ঃ শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) বলেছেন ঃ

● "প্রত্যেক শতাব্দীর শিরোভাগে মুজাদ্দিদের আগমন হবে বলে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন, তদনুযায়ী **"আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ করেছেন ।"** (তবলীগে হক্)

● "আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক শতাব্দীতে যুগ-ইমামের প্রয়োজনীয়তা নির্দিষ্ট করে গেছেন এবং পরিষ্কার ভাষায় বলে গেছেন যে, যে ব্যক্তি যামানার ইমামকে গ্রহণ না করে খোদাতা'লার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে সে দৃষ্টিহীন হয়ে মরবে এবং তার মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু হবে ।".....

"শেষ প্রশ্ন এটাই বাকী আছে যে, বর্তমান যামানার ইমাম কে, যাঁর অনুসরণ করা সকল মুসলমানের, সকল খোদা-ভীরুগণের, সত্যস্বপ্নদ্রষ্টাগণের এবং ইলহাম বা ঐশীবাণী প্রাপ্তগণের জন্য আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক অবশ্য কর্তব্য বলে নির্ধারিত হয়েছে ? এই প্রশ্নের জবাবে আমি দ্বিধাহীনচিত্তে ঘোষণা করছি যে, খোদার ফযলে এবং ইচ্ছায় **'সেই যুগ-ইমাম আমি ।'** খোদাতা'লা এজন্য যাবতীয় নিদর্শন ও শর্তাদি আমার মধ্যে সমাবিষ্ট করেছেন এবং আমাকে শতাব্দীর শিরোভাগে আবির্ভূত করেছেন ।".....

"মসীহ্ (আঃ)-এর আবির্ভাব সম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণা বিস্তার লাভ করেছিল । এ ব্যাপারে মত-পার্থক্যের অন্ত ছিল না ।..... এইরূপ পরস্পর বিরোধী মত ও উক্তিগুলির মীমাংসা করার জন্য একজন হাকাম বা বিচারকের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল । আর **সেই বিচারক আমি ।"** —(জরুরতুল ইমাম)

● "এই লেখককে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, সে **যামানার মুজাদ্দিদ (সংস্কারক)** এবং **তাঁর রূহানী মর্যাদার সহিত ঈসা ইবনে মরিয়মের রূহানী মর্যাদার সাদৃশ্য রয়েছে** এবং উভয়ে উভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের সাদৃশ্য ।" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম) 1892-1893

● "বস্তুতঃ বর্তমান যামানায় ইসালমকে ধ্বংস করবার জন্য শয়তান তার শিষ্য সন্তানদের নিয়ে মরিয়া হয়ে লেগেছে । যেহেতু, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাই হচ্ছে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে আখেরী লড়াই, সেহতু যামানার দাবী এটাই ছিল যে, সংস্কারকের উদ্দেশ্যে কোন খোদা-প্রেরিত ব্যক্তির আগমন হউক । তিনিই **প্রতিশ্রুত মসীহ্** যিনি তোমাদের মধ্যে বর্তমান ।" (চশমায়ে মা'রেফাত)

● "লক্ষ্যণীয় যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম ছিলেন মুসা (আঃ)-এর শেষ খলীফা, এবং আমি খায়রুল মুরসালীন রসূল পাক (সাঃ)-**এর শেষ খলীফা ।"** —(হকীকাতুল ওহী)

● "খৃষ্টানরা উচ্চ স্বরে এই দাবী করে আসছিল যে, যীশু ছিলেন— খোদার সান্নিধ্যের কারণে এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণে অনন্য, তুলনাহীন । এখন খোদা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি একজন দ্বিতীয় যীশুর সৃষ্টি করেছেন যে প্রথম জনের চাইতে উত্তম এবং যে **আহ্‌মদ (সাঃ)-এর একজন গোলাম ।"** —(দাফেউল বালা)।

● "আমি বার বার জোরের সঙ্গে বলছি যে, আমার প্রতি যে সমস্ত ওহী-ইলহাম অবতীর্ণ হয়েছে সে সবই নিশ্চিতরূপেই খোদার কালাম, ঠিক সেইভাবে যেভাবে পবিত্র কুরআন ও তৌরাত খোদার কালাম । এবং **প্রতিবিম্বের আকারে আমি একজন খোদার নবী** । ধর্মীয় ব্যাপারে প্রতিটি মুসলমান আমাকে মানিতে বাধ্য এবং **'মসীহ্ মাওউদ'** হিসেবে মানিতেও বাধ্য..... খোদা আমার সমর্থনে দশ সহস্রাধিক নিদর্শন প্রকাশ করেছেন । কুরআন আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করছে, রসূলে পাক (সাঃ) আমার পক্ষে সাক্ষ্য দান করছেন ।" —(তোহ্‌ফাতুন্ নাদ্‌ওয়া)।

● "আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান আমাকে দুইটি উপাধি দান করেছেন । আমার একটি উপাধি হচ্ছে 'অনুসারী'— যার ইংগিত রয়েছে আমার নাম "গোলাম আহমদ"-এর মধ্যে । আমার দ্বিতীয় উপাধি— "প্রতিবিম্ব-নবী" (উম্মতি নবী বা যিল্লী-নবী)।" —(যামিনা বারাহীনে আহ্‌মদীয়া)

● "আমার পক্ষে যমিনও সাক্ষ্য দান করেছে এবং আসমানও । একইভাবে আমার জন্য আসমানও বলেছে এবং

যমীনও বলেছে যে, **"আমি খলীফাতুল্লাহ্ ।"** —(এক গলতিকা ইজালা)।

● "এবং যে যে স্থানে আমি নবুওয়াত ও রেসালাত সম্পর্কে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছি, তা শুধু এই অর্থে করেছি যে, না আমি স্বতন্ত্র কোন শরীয়তবাহী এবং না আমি স্বীয় অধিকারে কোন নবী । বরং তা এই যে, আমি আমার রসূলে মুক্তেদা (সাঃ) থেকে বাতেনী ফয়েয বা গুপ্ত কল্যাণরাজি হাসিল করে এবং তাঁরই নামে আখ্যায়িত হয়ে তাঁরই মাধ্যমে আমি খোদার কাছ থেকে গায়েবের জ্ঞান লাভ করেছি, তাই আমি রসূল ও নবী । কিন্তু আমার কোন নতুন শরীয়াত নেই ।" —(এক গলতি কা ইজালা)।

● "হ্যাঁ, একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, এবং তা কখনও ভুলে গেলে চলবে না যে, যদিও আমি নবী ও রসূল নামে আখ্যায়িত হয়েছি, তথাপি খোদাতা'লার তরফ থেকে আমাকে জানান হয়েছে যে, তাঁর এই সকল আশিষ ও কল্যাণ আমার প্রতি প্রত্যক্ষভাবে হয়নি, বরং আসমানে এক পবিত্র অস্তিত্ব আছেন যাঁর রূহানী ফয়েয বা শক্তি সমূহ আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়েছে । অর্থাৎ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উসিলা ও মধ্যস্থতা অক্ষুণ্ণ রেখে এবং তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে তাঁর মুহাম্মদ ও আহ্মদ নামে অভিহিত হয়ে আমি রসূলও হয়েছি । অর্থাৎ প্রেরিতও হয়েছি, এবং খোদার কাছ থেকে অদৃশ্যের বা গায়েবের সংবাদ-লাভকারীও হয়েছি । এবং এর দরুণ খাতামান্নাবীঈনের মোহরও অক্ষুণ্ণ রয়েছে । কেননা, আমি প্রতিফলিত ও প্রতিবিম্ব রূপে প্রেমের আয়নার মধ্য দিয়ে ওই নাম লাভ করেছি ।" —(এক গলতি কা ইজালা)।

● "আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হতাম, এবং তাঁর অনুসারী না হতাম, অথচ আমার পূণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন যদি দুনিয়ার সমস্ত পর্বতের সমানও হতো, তথাপি আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ কিম্বা তাঁর বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হতে পারতাম না । কেননা, এখন মুহাম্মদী নবুওয়ত ছাড়া বাকী তামাম নবুওয়তের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে । আর কোনও শরীয়তবাহী নবী আসতে পারবে না । কিন্তু শরীয়ত ছাড়া কোন নবী আসতে পারবেন, অবশ্য তিনি যদি রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনুসারী হন । এইভাবে **আমি একই সঙ্গে একজন উম্মতি ও একজন নবী** । আমার নবুওয়ত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রতিবিম্ব । তাঁর (সাঃ)-এর নবুওয়ত বাদ দিয়ে আমার নবুওয়াতের কোনও অস্তিত্ব নেই । ইহা তো মুহাম্মদী নবুওয়ত যা আমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ।" —(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়া)।

● "আমি কুরআন ও হাদীসের সত্যতা সাব্যস্তকারী এবং পক্ষান্তরে আমিও তাদের দ্বারা সাব্যস্ত। আমি পথভ্রষ্ট নই, বরং **আমি মাহ্দী ।"** —(মালকুয়াত, ৪র্থ খন্ড)।

● "খোদাতা'লা সমগ্র মানবজাতিকে একত্রিত করার জন্য এবং তাদের সকলের পক্ষে একই ধর্ম গ্রহণের জন্য মুহাম্মদী নবুওয়তের সময়ের শেষ অংশকে নির্ধারিত করেছেন, এবং সেই সময়টা কেয়ামতের পূর্ববর্তী সময় । এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আল্লাহ্তা'লা মুহাম্মদ (সাঃ) এর উম্মতের মধ্য থেকে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন, **খাতমাল খোলাফা** হিসাবে যার নাম দেওয়া হয়েছে **মসীহ্ মাওউদ" ।** —(চশ্মায়ে মা'রেফত)

● "এই অধমকে মসীহ্-এর নাম দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যেন আমি ক্রুশীয় মতবাদ ধ্বংস করি । সুতরাং আমি ক্রুশভঙ্গ করার ও শূকর বধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি ।..... আমার সঙ্গে অবতীর্ণ ফিরিশ্তাদের হাতে বড় বড় হাতুড়ী দেয়া আছে, এবং তা দেয়া হয়েছে ক্রুশ ভঙ্গ করবার জন্য এবং সৃষ্টির উপাসনার উদ্দেশ্যে তৈরী মূর্তি ও মন্দির সমূহ ধ্বংস করবার জন্য ।" —(ফাতেহ্ ইসলাম)।

● "আমার দাবী যদি আমার নিজের পক্ষ থেকেই হতো, তাহলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করাতে তোমাদের কোনও দায়দায়িত্ব থাকতো না । কিন্তু, যদি খোদাতা'লার পবিত্র রসূল (সাঃ) তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের মাধ্যমে আমার পক্ষে সাক্ষ্যদান করে থাকেন এবং খোদা আমার সমর্থনে তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যদিয়ে নিজেদের অনিষ্ট করো না । একথা বল না যে, আমরা তো মুসলমান, মসীহ্কে মানবার কোনও প্রয়োজন আমাদের নেই ।" —(আইয়ামুস সোলহ্)

● "আমার প্রতি এই ইলহামও হয়েছিল যে, —হে কৃষ্ণ রুদ্ধ গোপাল ! তোমার মহিমা গীতায় লিখিত আছে !"

● "হিন্দুদের কিতাবগুলিতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং তা হচ্ছে —শেষ যুগে একজন অবতার আসবেন যিনি

কৃষ্ণের সদৃশ হবেন এবং তাঁর বুরুজ হবেন । এবং আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যে, তিনি আমিই ।" —(তোহ্ফা গোলড়বিয়া)

● "আমি ঠিক সেইভাবে খতমে বেলায়েতের মোকামে অধিষ্ঠিত যেভাবে সাইয়েদুল মুস্তাফা (সাঃ) খতমে নবুওয়াতের মোকামে অধিষ্ঠিত । তিনি খাতামাল আম্বিয়া এবং আমি খাতামাল আওলিয়া । আমার পরে কোন হকীকী ওলী নাই— সেই ছাড়া যে আমা হতে হয়েছে এবং আমার অনুবর্তিতায় হয়েছে ।" —(খোতবা ইলহামিয়া)

● "যেহেতু আমি প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং খোদা আমার সমর্থনে বহু ঐশী নিদর্শন প্রকাশ করেছেন, সেহেতু প্রতিশ্রুত মসীহ্ হিসেবে আমার আগমন সম্পর্কে যে ব্যক্তিকে খোদার দৃষ্টিতে যথেষ্ট সতর্ক করা হয়েছে এবং যে আমার দাবী অবহিত, তাকে খোদার কাছে জবাবদিহি করতে হবে । কেননা, খোদা-প্রেরিত ব্যক্তিগণকে স্বীকার করা ছাড়া কারও নিস্তার নেই । আর এক্ষেত্রে তো আমি নিজে বাদী নই, বাদী হচ্ছেন তিনি যাঁর পক্ষে ও যাঁর সমর্থনে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে— অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম । যে ব্যক্তি আমাকে গ্রহণ করে না, সে আমাকে অমান্য করে না বরং সে অমান্য করে তাঁকেই যিনি আমার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন ।" —(হকীকাতুল ওহী)

● "খোদাতা'লা আমার প্রতি কুরআন শরীফের হকীকত এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞা খুলে দিয়েছেন ।"

● খোদা আলৌকিকভাবে আমাকে কুরআনের ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন ।"

● "খোদা আমার প্রার্থনা অন্য যে কোনও ব্যক্তির চাইতে অধিক কবুল করেছেন ।"

● "খোদা আমার সমর্থনে ঐশী-নিদর্শন সমূহ প্রকাশিত করেছেন ।"

● "খোদা আমার জন্যে জাগতিক নিদর্শনাবলী প্রকাশিত করেছেন ।"

● "খোদা আমার সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন যে, যারা বিরোধীতা করবে আমি তাদের প্রত্যেকের উপরে জয়ী থাকবো ।"

● "খোদা আমাকে এই শুভ সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার অনুসারীরা সত্যের সমর্থনে দলিল-প্রমাণের সাহায্যে সর্বদাই বিরুদ্ধবাদীদের উপরে বিজয় লাভ করবে । তারা এবং তাদের সন্তান-সন্ততিরা এই পৃথিবীতে বিপুল সম্মানে ভূষিত হবে । এতে তাদের কাছে প্রমাণিত হবে যে, যে ব্যক্তি খোদার কাছে আসে সে কখনই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না ।"

● "খোদা আমার কাছে ওয়াদা করেছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত তিনি আমার আশিস ও কল্যাণরাজি প্রকাশিত করতে থাকবেন, এমন কি সম্রাটগণও আমার বস্ত্রাদি থেকে আশিস অনুসন্ধান করবে ।"

● "খোদা আমাকে খবর দিয়েছেন যে, আমাকে অস্বীকার করা হবে এবং মানুষ আমাকে গ্রহণ করবে না, কিন্তু খোদা আমাকে গ্রহণ করবেন এবং শক্তিশালী আক্রমণ সমূহ দ্বারা আমার সত্যতা প্রকাশিত করবেন ।" —(তোহ্ফা গোল্ড়বিয়া)

● "রসূলে করীম (সাঃ) তাঁর নবুওয়ত কালের প্রথমে এবং প্রতিশ্রুত মসীহ্ শেষে অবস্থান করছেন ।এবং প্রয়োজন ছিল যে, এই সেলসেলা তাঁর (মসীহ্ মাওউদের) আগমনের পর কেটে দেওয়া হবে না, কেননা মানবজাতির একত্রীকরণের কাজ বা উম্মতে ওয়াহেদা প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হওয়া নির্ধারিত ছিল তাঁরই সময়ে । এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে কুরআন করীমের এই আয়াতে ঃ 'তিনিই সেই যিনি তার রসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ, যাহাতে তিনি সকল ধর্মের উপরে ইহার বিজয় লাভ সম্পন্ন করেন'— (৯ঃ৩৩)। অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ্ বিশ্বব্যাপী বিজয় লাভ করবেন । যারা আমার পূর্বে অতীত হয়ে গেছেন তারা সবাই এ ব্যাপারে একমত পোষণ করতেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহের যামানায় ইসলামের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হবে ।" (চশ্মায়ে মারেফাত)

● "খোদার ইচ্ছা ইহাই যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আমার থেকে দূরে থাকবে সে কাটা পড়বে, চাই সে বাদশা হোক আর প্রজা হোক ।" —(তায্কেরা)

● "আমি খোদাতা'লার বাগিচা; যে আমাকে কাটতে চাইবে সে নিজেই কাটা পড়বে ।" —(নিশানে আসমানী)·

● খোদা আমাকে সম্বোধন করে বলেছেনঃ 'তুমি আমার পক্ষ থেকে **সর্তককারী** । আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি যাতে পাপীদেরকে পুন্যবানদের থেকে পৃথক করা যায় ।" (আল্ ওসীয়াত)।

●"খোদাতা'লা দুই প্রকার কুদরত (শক্তি ও মহিমা) প্রকাশ করেনঃ প্রথম, নবীগণের মাধ্যমে তার কুদরতের এক হস্ত প্রদর্শন করেন । .....তোমাদের জন্যেও দ্বিতীয় কুদরত দেখা প্রয়োজন.....সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না । তবে, আমি গেলে পরে, খোদা তোমাদের জন্য সেই 'দ্বিতীয় কুদরত' প্রেরণ করবেন । তা তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকবে । ইহাই অঙ্গীকার করেছেন খোদাতা'লা বারাহীনে আহ্মদীয়া গ্রন্থে । সেই অঙ্গীকার আমার নিজের জন্যে নয়, সেই অঙ্গীকার তোমাদের জন্যে ঃ "আমি এই জামায়াতকে, যারা তোমার অনুসারী তাদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত অন্য সকলের উপর বিজয় দান করব ।" —(আল্ ওসীয়্যত)

● "এই **যামানার দুর্ভেদ্য দূর্গ আমি** । যে আমাতে প্রবেশ করে সে চোর, দস্যু ও হিংস্র জন্তু থেকে নিজের প্রাণ বাঁচায় । কিন্তু যে আমার প্রাচীর থেকে দূরে থাকতে চায়, তার চারিদিকে মৃত্যু বিরাজমান, তার লাশও নিরাপদ থাকবে না" । —(ফতেহ্ ইসলাম)

● "খোদাওন্দ করীম, যিনি মানব হৃদয়ের গুপ্ত ভেদসমূহ সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত, তাকে সাক্ষী রেখে এই কথা বলছি যে, যদি কোন ব্যক্তি কুরআন করীমের শিক্ষা থেকে এক পরমাণুর হাজার ভাগের একভাগের সমানও কোন ত্রুটি বের করতে পারে, তার মুকাবেলায় তাদের নিজেদের কোনও কিতাব থেকে এক পরমাণুরও সমান এমন কোনও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে, যা কুরআন করীমের শিক্ষার বরখেলাফ এবং তা থেকে উত্তম, তাহলে সেক্ষেত্রে আমি মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করতেও প্রস্তুত ।" (বারাহীনে আহ্মদীয়া)

"এই অধমকে তো এই উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হয়েছে যে, সে যেন আল্লাহ্র সৃষ্টির কাছে এই পয়গাম পৌঁছিয়ে দেয় যে, দুনিয়ার বুকে যে সকল ধর্ম বর্তমান রয়েছে, তার মধ্যে সেই ধর্মই সত্যের উপরে আছে এবং খোদাতালার ইচ্ছানুযায়ী বিদ্যমান রয়েছে যা কুরআন করীম নিয়ে এসেছে । এবং পরিত্রাণের ঘরে দাখিল হওয়ার দরজা হচ্ছে—

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' ।"—(হুজ্জাতুল ইসলাম)

● "ইসলামের জীবনলাভ আমাদের নিকট থেকে এক প্রায়শ্চিত্ত চায় । উহা কি ? এই পথে আমাদের মৃত্যুবরণ। এই মৃত্যুর উপরই ইসলামের জীবন, মুসলমানের জীবন এবং জীবন্ত খোদার মহিমা বিকাশ নির্ভর করে । এবং ইহাই সেই জিনিষ, অন্য কথায় যার নাম **ইসলাম** ।" —(ফতেহ্ ইসলাম)।

● "আজকের দিনে যা প্রয়োজন তা তরবারি নয়, তা হচ্ছে কলম ।" —(মালফুযাত)

● "আল্লাহ্তা'লা এই অধমের নাম রেখেছেন **সুলতানুল কলম** এবং আমার কলমকে বলেছেন আলীর জুলফিকার ।" —(তায্কেরা)।

● "আমি দেখলাম— হযরত আলী (রাঃ) আমাকে কুরআনের তফ্সীর দিলেন এবং বললেন 'এই তফসীর আমি করেছি । এখন আপনিই এর হকদার । আপনার জন্য এই কিতাব পাওয়াটা মুবারক ।' আমি হাত বাড়িয়ে ঐ তফসীর নিলাম এবং আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলাম ।" —(তাযকেরা)।

● "খোদা ইচ্ছা করেছেন যে, তিনি সকল সাধু স্বভাবের ব্যক্তিকে, তাঁরা ইউরোপেই বাস করুন আর এশিয়াতেই বাস করুন, তাদেরকে তৌহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে একই ধর্মের পতাকা তলে সমবেত করেন । এটাই খোদাতা'লার অভিপ্রেত এবং এজন্যই আমি দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছি ।" —(আল্ ওসীয়্যত)।

● "তিনি (খোদাতালা) আমাকে প্রেরণ করেছেন । এবং তার খাস ইলহাম (ঐশবাণী) দ্বারা আমার নিকটে প্রকাশ করেছেন যে, মসীহ্ ইবনে মরিয়ম মৃত্যুবরণ করেছেন । এ ব্যাপারে তার ইলহাম হচ্ছে ঃ 'মসীহ্ ইবনে মরিয়ম রসূলুল্লাহ মৃত্যুবরণ করেছেন । এবং তাঁর রঙ্গে রঙ্গিন হয়ে ওয়াদা মোতাবেক তুমি এসেছ ।" —(তায্কেরা)।

● "খোদা আমাকে খবর দিয়েছেন, **মুসায়ী মসীহ্ থেকে মুহাম্মদী মসীহ্ উত্তম ।"** —(তায্কেরা)।

● "তোমরা নিশ্চয় জানিও, হযরত **ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর মৃত্যু হয়েছে** এবং কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরে খানইয়ার মহল্লায় তাঁর মাযার আছে । খোদাতালা তাঁর প্রিয় কিতাব কুরআন শরীফে ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন ।" —(কিশতি-এ-নূহ)

● "যে ব্যক্তি সত্য সত্যই আমাকে **প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও প্রতিশ্রুত মাহ্দী** হিসেবে বিশ্বাস করে না, সে আমার সম্প্রদায়ভুক্ত নয় ।" —(কিশ্তি-এ -নূহ)।

● "আমি এই কথা বার বার বর্ণনা করব এবং এর ঘোষণা থেকে আমি কখনই বিরত হতে পারি না যে, আমিই সেই ব্যক্তি যাকে **যথাসময়ে জগতের সংস্কারের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে** যেন ধর্মকে পুনরায় নতুনভাবে মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয় ।" —(ফতেহ্ ইসলাম)

● "এটা কখনই মনে করো না যে, বর্তমানে কিংবা ভবিষ্যতে আর খোদার ওহী অবতীর্ণ হবে না, যা অবতীর্ণ হওয়ার তা অতীতেই হয়ে গেছে, এবং রুহুল কুদ্দুসও পূর্বেই অবতীর্ণ হয়েছেন, বর্তমানে আর অবতীর্ণ হবেন না । আমি তোমাদের সত্য সত্যই বলছি যে, প্রত্যেক দুয়ারই বন্ধ হতে পারে, কিন্তু রূহুল কুদ্দুসের নাযেল হওয়ার দুয়ার কখনও বন্ধ হতে পারে না । তোমরা তোমাদের হৃদয়ের দুয়ার উন্মুক্ত করে দাও যেন তিনি সেখানে প্রবেশ করতে পারেন ।" —(কিশ্তি-এ-নূহ্)

● "এই আন্দোলনের জন্য যে নামটি যথোপযুক্ত এবং যা আমরা পছন্দ করেছি তা হচ্ছে **আহ্মদীয়া ফেরকার মুসলিম সম্প্রদায়** । আমরা যে এই নাম রেখেছি, তার কারণ হচ্ছে— হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর দুটি নাম ছিল, মুহাম্মদ ও আহ্মদ । মুহাম্মদ হলো তাঁর জালালী বা প্রতাপ-প্রকাশক নাম এবং আহ্মদ হলো তাঁর জামালী বা সৌন্দর্য-প্রকাশক নাম । মুহাম্মদ নামের মধ্যে এই ভবিষ্যদ্বানী নিহিত ছিল যে, আঁ-হযরত (সাঃ) তরবারি দ্বারা সেই সকল দুশমনদেরকে শাস্তি দান করবেন যারা তরবারি দ্বারা ইসলামকে আক্রমণ করবে এবং শত শত মুসলমানকে হত্যা করবে । এবং তাঁর আহ্মদ নামের মাধ্যমে এই ইংগিত করা হয়েছে যে, তিনি পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপিত করবেন । আল্লাহ্তালা আঁ-হযরত (সাঃ)-এর জীবনকে এভাবেই গঠিত করেছেন যে, তাঁর মক্কী যিন্দেগী ছিল তাঁর আহ্মদ নামের প্রকাশক এবং তখন মুসলমানদের সবর ও সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়া হয়েছিল । তাঁর মাদানী যিন্দেগীতে তাঁর মুহাম্মদ নামের প্রকাশ ঘটেছিল এবং আল্লাহ্ স্বীয় প্রজ্ঞায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর (সাঃ) শত্রুদেরকে শাস্তিদানের । কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল যে, আখেরী যামানায় আহ্মদ নামের প্রকাশ আবারও ঘটবে, এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যার মাধ্যমে সৌন্দর্য-প্রকাশক গুণাবলী— যা আহ্মদ নামের বৈশিষ্ট্য— তা প্রকাশিত হবে, এবং সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিসমাপ্তি ঘটবে । এ কারণে এটাই যুক্তি-যুক্তরূপে বিবেচিত হয়েছে যে, এই **ফিরকা বা সম্প্রদায়ের নাম হবে আহ্মদীয়া জামা'ত** যাতে এই নাম শুনলেই সকলে বুঝতে পারে যে, এই জামা'তকে খাড়া করা হয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা বিস্তারের জন্য এবং এই জামা'তের সঙ্গে যুদ্ধ ও লড়াইয়ের কোনও সম্পর্ক নেই ।" —(তবলীগে রেসালাত, ৯ম খণ্ড)।

● "আল্লাহ্তালার চিরন্তন নিয়ম এই যে, যখন থেকে তিনি এই পৃথিবীতে মানব সৃষ্টি করেছেন তখন থেকেই তিনি এই নিয়ম পালন করে আসছেন যে, তিনি তাঁর নবী-রসূলগণকে সাহায্য করে থাকেন এবং তাঁদেরকে বিজয়মণ্ডিত করেন । যেমন, তিনি (কুরআন করীমে) বলেছেন ঃ 'কাতাবাল্লাহু লাআগলিবান্না আনা ওয়া রুসুলি'— আল্লাহ্ লিখে রেখেছেন যে, তিনি ও তাঁর রসূলগণ বিজয়ী থাকবেন ।" —(আল্ ওসীয়্যত)।

আহ্‌মদীয়া জামায়াতে বয়আত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত ঃ

"বয়আত গ্রহণকারী সর্বান্তঃকরনে অঙ্গীকার করিবে যে—

১। এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শিরক (খোদাতালার সহিত অংশীবাদিতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

২। মিথ্যা, পরদারগমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ, অবাধ্যতা, অন্যায়-অত্যাচার ও আত্মসাৎ, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হউক না কেন, উহার শিকারে পরিণত হইবে না।

৩। বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসূলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ বেলা নামাজ পড়িবে, সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়িবে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসালামের প্রতি দরূদ পড়িবে। প্রত্যহ নিজের পাপসমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তা'লার নিকট প্রার্থনা করিবে, ইস্তিগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অনুগ্রহ রাজি সমরণ করিয়া তাঁহার হামদ্‌ ও তারীফ (প্রশংসা) করিবে।

৪। উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহর সৃষ্ট কোন জীবকে বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

৫। সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে এবং সকল অবস্থায় তাঁহার মীমাংসা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

৬। সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কু-প্রবৃত্তির অধীন হইবে না। পবিত্র কুরআনের অনুশাসন ষোল আনা শিরোধার্য করিবে এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

৭। ঈর্ষা ও গর্ব সর্বতোভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবনযাপন করিবে।

৮। ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন- প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

৯। আল্লাহতালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

১০। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর) সহিত যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না।"[ইশ্‌তোহার তকমীলে তবলীগ, ১২/১/১৮৮৯ ইং]

বয়আতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য কুরআন মজীদ ও হাদীসের আলোকে ঃ

"নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মু'মেনদের নিকট হইতে তাহাদের জীবন ও ধন-সম্পদ (এই অঙ্গীকারে সহিত) ক্রয় করিয়াছেন যে, (ইহার বিনিময়ে) তাহারা জান্নাত লাভ করিবে; তাহারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে,ফলে তাহারা (শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত অবস্থায়) তাহাদিগকে নিপাত করে, আবার নিজেরা নিহতও হয়; ইহা আল্লাহর উপর ধার্যকৃত এক অবশ্যম্ভাবী প্রতিশ্রুতি যাহা তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে বর্ণিত আছে; আল্লাহ অপেক্ষা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণকারী (রক্ষাকারী)

আর কে আছে ? অতএব, তোমরা তোমাদের এই ব্যবসায় খুশী হও যে ব্যবসা তোমরা তাঁহার সহিত করিয়াছ। ইহাই সবচাইতে বড় সফলতা ।" (সূরা তওবা ঃ ১১২ আয়াত)

"(হে রসূল !) নিশ্চয় যাহারা তোমার নিকট বয়আত করে তাহারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র নিকটই বয়আত করে; আল্লাহ্‌র হাত তাহাদের হাতের উপর আছে ।"(সূরা আল্ ফাতাহ্ ঃ ১১ আয়াত)

"(হে রসূল !) আল্লাহ মু'মেনদের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছেন যখন তাহারা বৃক্ষের নীচে তোমার নিকট বয়আত করিতেছিল । এবং তিনি তাহাদের অন্তরে যাহাছিল তাহা অবগত ছিলেন। অতএব ইহার ফলশ্রুতিতে তিনি তাহাদের হৃদয়ে প্রশান্তি অবতীর্ণ করিলেন এবং তাহাদিগকে নিকটবর্তী বিজয় দান করিলেন ।" (সূরা আল্ ফাতাহ্ ঃ ১৯)

"হে নবী ! তোমার নিকট যদি মু'মেন স্ত্রী লোকগণ এই কথার উপর বয়আত হইবার জন্য আসে যে, তাহারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুই শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, জিনা করিবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করিবে না, নিজেরা তাহাদের আশে পাশে কাহারো উপর কোন অপবাদ রটনা করিয়া উপস্থিত করিবে না এবং ন্যায্য ব্যাপারে তোমার অবাধ্য হইবে না, তাহা হইলে তুমি তাহাদের বয়আত কবুল কর এবং তাহাদের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত প্রার্থনা কর; নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।" (সূরা আল মুমতাহিনা ১৩ আয়াত)

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর সাহাবাকেরাম পর পর চারজন খলীফার নিকট বয়আত করেন । তেমনি মুসলিম উম্মতে পার্থিব বাদশাহ্‌দের যুগেও বয়আতানুষ্ঠান চালু ছিল এবং মুজাদ্দিদগণ, যাঁহারা প্রকৃতপক্ষে রসূলের (সাঃ) খলীফা হিসাবেই ছিলেন তাঁহাদের বেলাতেও জরুরী বিষয়রূপে জারী হইয়া আসিয়াছে এবং ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হইলে তাঁহার নিকট মু'মেনদের অবশ্যই বয়াআত হওয়ার জন্য হযরত নবী করীম (সাঃ) জরুরী নির্দেশ দান করিয়া গিয়াছেন । যথা ঃ "ইমাম মাহদী যাহির হওয়া প্রত্যক্ষ করা মাত্রই তাঁহার হাতে বয়আত করিও, যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়াও যাইতে হয় ।"(ইব্‌নে মাজা)

"তাঁহার আগমনবার্তা শুনা মাত্রই তোমরা তাঁহার নিকট হাযির হইয়া বয়আত করিবে ।" (যুজাজা)

"যে ব্যক্তি যুগের ইমামের হাতে বয়আত না করিয়া মারা যায়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে ।" (সহী মুস্‌লিম)

বয়আতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্বন্ধে হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন ঃ

"খোদাতা'লা এই সিলসিলা প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় আমাকে বলিয়াছেন, 'পৃথিবীতে পথ-ভ্রষ্টতার ঝড় উঠিয়াছে, তুমি এই ঝড়ের সময় এই 'কিশতি' প্রস্তুত কর । যে ব্যক্তি এই কিশ্‌তিতে আরোহন করিবে সে ডুবিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাইবে এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করিবে তাহার মৃত্যু সমুপস্থিত ।' খোদাতা'লা আরো বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি তোমার হাতে হাত রাখিবে সে তোমার হাতে নয়, বরং খোদাতা'লার হাতে হাত রাখিবে ।' সেই খোদাতা'লা আমাকে সুসংবাদ দিয়াছেন, 'আমি তোমাকে মৃত্যু দান করিব এবং আমার দিকে উত্তোলন করিব, কিন্তু তোমার খাঁটী অনুসারীগণ ও প্রেমিকগণ কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে এবং তাহারা সর্বদাই অস্বীকারকারীগণের উপর বিজয়ী হইবে ।" (ফতেহ ইসলাম, ৩২, ৩৩ পৃষ্ঠা)

"বয়আত কথাটি বায়উন শব্দ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে ।'বায়উন'সেই দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে বলে, যদ্বারা একে অন্যকে কোন দ্রব্যের বিনিময়ে কোন দ্রব্য দিয়া থাকে । সুতরাং বয়আত শব্দের তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি বয়আত করে সে আপন হৃদয়কে তাহার সমস্ত অধিকার সহ একজন পথ-প্রদর্শকের হস্তে এতোদ্দেশ্যে বিক্রয় করিয়া ফেলে যেন সে তাহার বিনিময়ে এমন পূর্ণতত্ব ও কল্যাণ লাভে সক্ষম হয় যদ্বারা তত্বজ্ঞান, নাজাত এবং আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভ ঘটে । ইহা হইতে বুঝা যায় যে, বয়আতের অর্থ শুধু তওবা করা নহে । কারণ, সেরূপ তওবা মানুষ স্বয়ং নিজে করিতে সক্ষম । পরন্তু ইহার দ্বারা সেই তত্বজ্ঞান ও কল্যাণ লাভকে বুঝায়, যাহা মানুষকে প্রকৃত তওবা ও অনুতাপের পথে আনয়ন করে । বয়আতের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ আপন সত্বাকে পথপ্রদর্শকের গোলামীতে (আনুগত্যে) নিয়োজিত করিয়া সেই তত্ব-জ্ঞান ও কল্যাণ লাভ করে যদ্বারা ঈমান সুদৃঢ় হয় এবং আল্লাহতালার সহিত এক অনাবিল সম্পর্ক সৃষ্টি করে । এইরূপে মানুষ পার্থিব জাহান্নাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া পারলৌকিক নরক হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় এবং পার্থিব দৃষ্টিহীনতা হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া আখেরাতের দৃষ্টিহীনতা হইতেও নিরাপদ হয় ।" (জরুরতুল ইমাম, ৪৪-৪৫ পৃঃ)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ইং তারিখে 'একটি বিশেষ ঘোষণা' শিরোনামে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন । উহাতে বয়আতের দশ শর্ত লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি বলেন ঃ

"এই শর্তসমূহ বয়আতকারীদের জন্য জরুরী ।.....যাহারা পরীক্ষাকালে বয়আতের এই দাওয়াত গ্রহণ করিয়া এই মুবারক সিলসিলায় দাখিল হইবে তাহারা আমার জামা'তভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে, তাহারা আমার খাঁটি বন্ধু বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তাহাদের সম্পর্কেই খোদাতালা আমাকে সম্বোধনপূর্বক বলিয়াছেন, "আমি তাহাদিগকে তাহাদের ভিন্ন অপরাপরদের উপর কিয়ামত কাল অবধি প্রাধান্য দান করিব এবং বরকত ও রহমত তাহাদের উপর বিরাজ করিবে ।" অনন্তর বলিয়াছেন, খোদাতা'লার হুযূরে তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি সহকারে সর্বাত্মকভাবে উপস্থিত হও এবং নিজেদের রব্বেকরীমকে একা ছাড়িয়া দিও না । যে তাঁহাকে একা ছাড়িবে তাহাকে একা ছাড়া হইবে ।" (তবলীগে রিসালত, ১ম খণ্ড, ১৪৬-১৫০ পৃঃ)

Five Nigerians embracing Ahmadiyyat at the hand of Hazrat Khalifatul Masih IV.

খেলাফত ঃ ঐশী কুদরতের নিদর্শন

—মৌঃ আব্দুল আজিজ সাদেক

আল্লাহ্‌তা'লা মানবজাতির পথ-প্রদর্শনের জন্য নবী-রসূলকে পাঠিয়ে থাকেন। তাঁরা আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়ত ও শিক্ষার উপর পূর্ন রূপে আমল করে লোকের জন্য পূর্ণ নমুনা ও আদর্শ স্থাপন করেন । জাতির বয়স যেহেতু শত শত আবার কখনো হাজার হাজার বৎসর ব্যাপী হয়, তাই আল্লাহ্‌রতা'লা নবী-রসূলদের আদর্শ ও নমুনার প্রবাহকে জারী রাখার জন্য তাঁদের অন্তর্ধানের পরে এমন অনেক স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেন যাঁদের মাধ্যমে নবী-রসূলদের আদর্শ ও তাঁদের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে থাকে । ইসলামী পরিভাষায় তাদেরকে 'খলীফা'বলা হয় ।

পৃথিবীর বুকে ঐশী-রাজ্য ও ইলাহী নিয়ম প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে আল্লাহ্‌তা'লা ফিরিশ্‌তাগণের সম্মুখে সর্বপ্রথম খেলাফতেরই ঘোষনা করেছিলেন ঃ স্মরণ কর সেই সময়কে যখন তোমার রাব্ব ফিরিশ্‌তাদিগকে বললেন, "আমি পৃথিবীতে খালীফা নিযুক্ত করতে চলেছি" (আল বাকারা; ৩১)। হযরত আদম (আঃ) নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে 'খলীফা' বলে আখ্যায়িত করার পিছনেও গূঢ় তত্ত্ব রয়েছে । নবুওয়তকাল অপেক্ষা খেলাফতকাল দীর্ঘ স্থায়ী । বস্তুতঃ নবুওয়তের মাধ্যমে উহা অন্কুরিত হয় এবং বিস্তৃত শাখায়-শাখায়, ফুলে-ফলে সুশোভিত হয় এবং বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয় । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ কিতাব "আল্ ওসীয়্যতে" ইরশাদ করেছেন ঃ

"বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লা দুই প্রকার কুদরত বা মহিমা প্রকাশ করেন । প্রথমতঃ নবীগণের যুগে তাঁর শক্তির এক হস্ত প্রদর্শন করেন । দ্বিতীয়তঃ অপর হস্ত এমন সময় প্রদর্শন করেন, যখন নবীর মৃত্যুর পর বহু বিপদাবলী উপস্থিত হয় এবং শত্রু শক্তি লাভ করে মনে করতে থাকে যে, এই নবীর কার্য ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে । তখন তাদের এই প্রত্যয় হয় যে এই জামা'ত ধরা-পৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হবে, এমনকি জামাতের লোকগনও চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তাদের কটিদেশ ভেঙ্গে পড়ে এবং কোন কোন দুর্ভাগা মুরতাদ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্‌তা'লা পুনরায় তাঁর মহাশক্তি প্রকাশ করেন এবং পতনোন্মুখ জামাতকে রক্ষা করেন" (আল্ ওসীয়্যত, ৬ পৃঃ)।

যখন থেকে আল্লাহতা'লা দুনিয়াতে নবুওয়তের নিয়ম প্রচলিত করেছেন তখন থেকে উহার সঙ্গে খেলাফতের ধারা আবর্তন করেছেন । প্রকৃতপক্ষে নবুওয়ত ও খেলাফত একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত । নবী করীম হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ অর্থাৎ প্রত্যেক নবুওয়তের পর অবশ্যই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (কানযুল উম্মাল, জামেউস্‌সাগীর)। আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর এই চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী শ্রেষ্ঠ উম্মত মুসলিম জাতিকেও খেলাফত দান করার জোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঃ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ۚ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْئًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ "তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে আল্লাহ্ তা'দিগকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদিগকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন যেরূপে তিনি তাদের পূর্ববর্তীগণকে খলীফা নিযুক্ত করেছিলেন; এবং নিশ্চয়ই তিনি তাদের সেই দ্বীনকে সুদৃঢ় করবেন যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন । এবং নিশ্চয়ই তিনি তাদের ভয়-ভীতির অবস্থার পর উহাকে তাদের জন্য শান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন; তারা আমার ইবাদত করবে এবং কোন বস্তুকে আমার সহিত শরীক করবে না; এরপর যারা অস্বীকার করবে তারা দুষ্কৃতিপরায়ন বলে সাব্যস্ত হবে" (সূরা নূরঃ ৫৬)।

আল্লাহ্‌তা'লা উক্ত আয়াতে ইসলামে খেলাফত প্রতিষ্ঠার জোর প্রতিশ্রুতি দান করেছেন এবং ইহার প্রকার, পদ্ধতি, উদ্দেশ্য এবং ফলাফল সম্বন্ধে নির্দেশ করেছেন ।

(১) এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ শব্দে 'লামে তাকীদ' ও 'নূনে সাকীল' পর পর দুইটি তাকীদবোধক অক্ষর ব্যবহার করে শক্ত প্রতিশ্রুতি দান করেছেন যে, তিনি অবশ্য অবশ্যই মোমেনদের মধ্যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করবেন । ইহা দ্বারা পূর্বোল্লোখিত উক্তির সমর্থন পাওয়া যায় যে নবুওয়াতের সঙ্গে খেলাফত ওৎপ্রোতভাবে জড়িত এবং একে অপরের জন্য অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । কিন্তু খেলাফত সম্বন্ধে এই ঐশী-প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মুসলমানদের ঈমান ও নেক আমলের

শর্তকে সংযুক্ত করে ইহার প্রতিও নির্দেশ করা হয়েছে যে প্রথম পর্যায়ে নবী করীম (সাঃ)-এর শিক্ষা ও তরবীয়তের ফলে মুসলমানগণ অবশ্য অবশ্যই ঈমান ও নেক আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে যাতে খেলাফতের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয় । যেহেতু ঈমান ও নেক আমল মানুষের ইখতেয়ারের বিষয়, যা কোন সময় হ্রাস এবং কোন সময় বৃদ্ধি এবং কোন সময় বিলুপ্তও হতে পারে এজন্য এ শর্ত রেখে বলা হয়েছে যে, পরে যতদিন পর্যন্ত মুসলমান ঈমান ও নেক আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত খেলাফতের নেয়ামতও আবর্তিত থাকবে;এবং যখন তারা ঈমান ও নেক আমলের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়বে তখন তারা খেলাফতের নেয়ামত হতেও বঞ্চিত হয়ে পড়বে ।

প্রকৃতপক্ষে নুবওয়তের ধারা প্রবর্তন করার দায়িত্ব বিনা শর্তে আল্লাহ্‌তা'লা নিজ ইখতেয়ারে রেখেছেন ঃ (১) "আল্লাহ্ সর্বাধিক জানেন যে কোথায় এবং কখন তিনি তাঁর নবুওয়ত ও রিসালত অর্পন করবেন" (৬ঃ১২৫)। (২) "হেদায়াত দেয়ার দায়িত্ব নিশ্চয় আমাদের উপর রয়েছে" (৯২ঃ১৩)।

কিন্তু খেলাফত প্রতিষ্ঠার অবস্থা সৃষ্টি করার দায়িত্ব মানুষের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে । এই আয়াতে ইস্তেখলাফে স্পষ্টভাবেই খেলাফত দানের বিষয়কে আল্লাহ্‌তা'লা মুসলমানদের ঈমান ও নেক আমলের সহিত শর্ত সাপেক্ষ করেছেন । কারণ মানুষকে পূর্ণ শরীয়ত দান করার পর এবং ইহার উপর নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক পূর্ণরূপে আমল করে আদর্শ স্থাপন করার পর মুসলমানদের নিকট এই প্রত্যাশাই করা হয়েছে যে তারা নিজেদের ঈমান ও নেক আমলের অবস্থাকে সেই পর্যায়ে পৌছাবে যেখানে খেলাফতের নেয়ামত অবধারিত ।

অতএব মুসলমানদের মধ্যে খেলাফতে রাশেদার পদ্ধতিতে খেলাফত বর্তমান থাকলে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মুসলিম জাতি সঠিক ঈমান ও নেক আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু যদি মুসলমানদের মধ্যে খেলাফত বর্তমান না থাকে, তা হলে ইহাই প্রতিপন্ন হবে যে মুসলমানগণ ঈমান ও নেক আমলের সঠিক পথ হতে বিচ্যুত ।

(২) كَمَا ও مِنْ قَبْلِهِمْ শব্দগুলি এই ব্যাখ্যা প্রদান করছে যে মুসলমান দিগকে যে ইসলামী খেলাফত প্রদান করা হবে তার নিয়ম-পদ্ধতি ও স্বরূপ পূর্ববর্তি জাতি প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের নিয়ম-পদ্ধতি ও স্বরূপ অনুযায়ী হবে যেভাবে হযরত মুসা (আঃ)-এর পরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । হযরত মুসা (আঃ)-এর পর খেলা ফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তাঁর আবির্ভাবের ১৩শত বৎসর পর হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করে ছিলেন । "কামা" শব্দ দ্বারা মুহাম্মদী উম্মতে 'মসিলে ঈসা' (ঈসার সদৃশ্য মহাপুরুষের আগমনের প্রতি ইংগিত দেওয়া হয়েছে যিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ১৩ শত বৎসর পর আগমন করবেন ।

(৩) وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ শব্দগুলি দ্বারা খেলাফতের মহৎ উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে অর্থাৎ খলীফার মাধ্যমে দ্বীনে ইসলাম ইহার প্রকৃত শিক্ষা ও স্বরূপসহ মুল ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে । শব্দগুলি খেলাফতের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি নির্দেশ করছে যে, উম্মতের উপর নানা ভয়ভীতির সময় আসবে, কিন্তু খেলাফতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লা উহাকে শান্তিতে পরিবর্তন করে দিবেন এবং খলীফার মাধ্যমে নিজ রহমত ও ফজলের নিদর্শনাবলী প্রকাশ করবেন ।

(৪) يَعْبُدُونَنِي শব্দগুলো স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, ইসলামী খেলাফতের মাধ্যমে অবাধে ও নির্বিঘ্নে আল্লাহ্‌র ইবাদত পালন করার পরিবেশে সৃষ্টি করা হবে, যাতে কোন ব্যক্তি ভয়ভীতি, বল-প্রয়োগ এবং চাপের সম্মুখীন হওয়ার ফলে ইবাদত না করে, বরং স্বেচ্ছায় ও বিশুদ্ধ চিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে ।

(৫) لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا শব্দগুলি স্পষ্ট নির্দেশ করছে যে, ইসলামী খেলাফতের মাধ্যমে ব্যক্ত ও গুপ্ত সকল রকমের শিরক ও অংশীবাদিতার মুলোৎপাটন করা হবে এবং নির্মল তওহীদ কায়েম করা হবে ।

(৬) وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ দ্বারা উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠিত খেলাফতকে যাহারা অস্বীকার করবে তারা দুষ্কৃতিপরায়ন এবং অবাধ্য বলে পরিগণিত হবে ।

নবী করীম (সাঃ)-এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইসলামী খেলাফত কায়েম এবং দ্বিতীয় কুদরতের নিদর্শন হযরত আবুবকর, হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী (রাঃ)-এর দ্বারা ঐ সকল কাজ সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয় যেগুলো কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে ।

নবী করীম (সাঃ)-এর ইন্তেকালের ফলে উম্মতের জন্য ভয়াবহ ভূমিকম্পের ন্যায় অবস্থা সৃষ্টি হয় । দ্বিত কুদরত খেলাফতের নিদর্শন হযরত আবু বকর (রাঃ) ও অপরাপর খলীফাগনের মাধ্যমে দীনে ইসলাম কেবল ইহার সঠিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, বরং তাঁদের নেতৃত্বাধীনে ইসলাম বহির্জগতে বিস্তার ও প্রসার লাভ করে । ফলতঃ কয়েক বৎসরের মধ্যে ইসলামের প্রগতির ঢেউ সিরিয়া, ইরাক, মিশর, রোম, ইরান প্রভৃতি অঞ্চলে মধ্য-এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের প্রান্তদেশ সমূহে এবং চীনের সুউচ্চ প্রাচীর পর্যন্ত পৌছে যায় । এইরূপে খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে তৎকালীন গোটা সভ্য জগৎ ইসলামের জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠে ।

ইসলামের খেলাফতের অন্যান্য বৈশিষ্টাবলী

(ক) খলীফার নির্বাচন ঃ ইসলামে একজন খলীফার জন্য প্রথম শর্ত ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো তাকওয়া ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিরঙ্কুশ ও অবাধ নির্বাচন । "আল্লাহ্ তোমাদিগকে আদেশ দিচ্ছেন যে তোমরা আমানত ইহার উপযুক্ত ব্যক্তিকে ন্যাস্ত কর, এবং যখন তোমরা (যারা মনোনীত হও এবং) লোকের মধ্যে আদেশ পারিচালনা কর, তখন ন্যায়ের সহিত আদেশ পরিচালনা কর" (নিসাঃ ৫৯ আঃ)। এই নির্বাচনে পদপ্রার্থী হওয়া ইসলামে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ । নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন 'আল্লাহ্র কসম আমরা কখনও এমন কোন ব্যক্তিকে খেলাফত ও ইমারতের পদ অর্পন করব না যে ইহার প্রার্থনা করবে অথবা ইহার প্রতি লোভ-লালসা করবে' (মুসলিম-কিতাবুল ইমারত)।

ইসলামে খেলাফতকে বা ইমারতকেও আমানত বলা হয়েছে । যে কোন গোত্র বংশ ও আত্মীয়তা এবং ধন সম্পত্তির প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবল ব্যক্তির যোগ্যতা ও তাকওয়ার প্রতি লক্ষ রেখে যেন এই আমানত এর উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা হয় ।

(খ) খলীফা খেলাফত-চ্যুত হতে পারেন না ঃ

বস্তুতঃ নবী উম্মতের জন্য পিতা-স্বরূপ (যদিও তাঁকে কুরআনে পিতা বলা হয় নাই, তবে প্রাণ অপেক্ষা নিকটতর বলা হয়েছে— (সূরা আহযাবঃ ৭ আঃ) এবং তাঁর স্ত্রীগণকে মাতা-স্বরূপ বলা হয়েছে । যেমনভাবে পিতাকে কোন ক্রমেই পিতৃত্বচ্যুত করা যায় না, তদ্রুপ খলীফাকেও নবীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারনে তাঁকে খেলাফতচ্যুত করা যায় না । হযরত উসমান (রাঃ)-কে নবী করীম (সাঃ) একদা তাগিদ করে বলেছিলেন যে, আল্লাহ তোমাকে একটি জামা পরাবেন, লোক সে জামাটিকে খোলার চেষ্টা করবে, কিন্তু তুমি উহা কখনো খুলতে দিবে না (তিরমিযী, বাব মুনাফে ওসমান)। উক্ত হাদীসে উল্লেখিত জামা দ্বারা খেলাফতের জামা বুঝানো হয়েছে । হাদীসটিও ইহার প্রতি স্পষ্ট নির্দেশ করেছে যে আল্লাহ্তা'লা কাহাকেও খেলাফতের উচ্চ আসনে অভিষিক্ত করলে খলীফা নিজেও উহা হতে সরতে পারেন না এবং উম্মতকেও সরাবার অধিকার দেয়া হয় নাই । তাই হযরত ওসমান (রাঃ)-কে যখন বিদ্রোহীগণ হত্যা করার হুমকি দিয়ে খেলাফত হতে ইস্তফা দে'য়ার জন্য ভীষণ চাপ সৃষ্টি করল, তখন তিনি বিনা দ্বিধায় স্বতঃসিদ্ধভাবে উত্তর দিয়েছেন যে, আল্লাহ্তা'লা আমাকে খেলাফতের এই জামা পরিয়েছেন, অতএব আমি কখনো ইহা স্বেচ্ছায় খুলতে পারি না (তিবারী, তারীখুল কামেল ইবনে আসীর)। ইতিহাস সাক্ষ্য যে হযরত ওসমান (রাঃ) শাহাদাত বরণ করলেন, কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদিগকে খেলাফতের জামা খুলতে দেন নাই । ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হল যে খলীফা কখনও খেলাফত চ্যুত হতে পারেন না; কারণ ইসলামী নিয়মানুযায়ী যিনি খলীফা নির্বাচিত হবেন তিনি আল্লাহ্তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী খলীফা হবেন । যদিও মো'মেনগন নির্বাচিত করেন, কিন্তু তাহাদের পিছনে আল্লাহ্র হাত কাজ করে; আর এই জন্য খলীফাকে খেলাফতচ্যুত করার প্রশ্নও উঠতে পারে না ।

(গ) ইসলামী খেলাফতের জন্য একটি কেন্দ্র থাকা জরুরী । তেমনিভাবে 'বায়তুল মাল' থাকা জরুরী, যার মধ্যে যাকাত সদকা-খয়রাত, ওয়াক্ফ ও ওসীয়্যাতকৃত ধন-সম্পদ এবং 'মালে গনীমত' (যুদ্ধ লব্দ সম্পদ) ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকবে । খেলাফায়ে রাশেদার আমলে এইরূপই ব্যবস্থা ছিল ।

(ঘ) ইসলামী খেলাফতের জন্য পরামর্শের উদ্দেশ্যে 'মজলিশে শূরা' (পরামর্শ সভা) থাকা জরুরী । আল্লাহ্তালা ইরশাদ করেছেন, "মো'মেনগনের জরুরী জাতীয় বিষয় তাদের পরামর্শের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয় এবং আমরা তা'দিগকে যা

কিছু দান করেছি উহা হতে তারা খরচ করে" (সূরা আশশূরা ৩৯ আঃ)। শূরা ও ব্যয় সম্পর্কীয় বিষয়াবলীর মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে বলেই উভয় বিষয়কে পাশাপাশি রাখা হয়েছে ।

"(হে রাসূল বা তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি) তুমি বিশেষ বিশেষ বিষয়ে মো'মেনদের নিকট হতে পরামর্শ কর এবং যখন কোন বিষয়ে সংকল্প গ্রহণ কর তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর" (সূরা আল ইমরান; ১৬০)

নবী করীম (সাঃ) কে মো'মেনদের নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যা অবশ্য পালনীয় । খলীফা যেহেতু নবীর স্থলাভিষিক্ত এইজন্য মোমেনদের নিকট হতে পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত জরুরী । 'যখন তুমি সংকল্প গ্রহণ কর তখন আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর কর' আয়াতের এই অংশটি নির্দেশ করছে যে, পরামর্শ শ্রবন করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও ফয়সালা গ্রহণ করা নবীর অথবা তাঁর স্থলাভিষিক্ত খলীফার অধিকারভূক্ত ।

হযরত ওমর (রাঃ) যিনি রাজনীতি ও রাজ্য শাসন সম্বন্ধে ইসলামী ইতিহাসে অবিসম্মরণীয় স্থান অধিকার করেছেন— বলেছেন, "খেলাফত পরামর্শ ছাড়া চলতেই পারে না" (ইযালাতুল খোলাফায়ে আন খেলাফাতেল খোলাফা)

উপসংহার

ইসলামী-খেলাফতের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ বর্ননা করার পর এই সম্পর্কে নবী করীম (সাঃ)-এর একটি অত্যাধিক জরুরী ভবিষ্যদ্বানীর উল্লেখ না করলে বিষয়বস্তু অসম্পূর্ন থেকে যাবে । নবী করীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্‌তা'লা যতদিন চাইবেন ততদিন তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত থাকবে; অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা উহা উঠিয়ে নিবেন; তারপর দংশনকারী (অর্থাৎ অত্যাচার-যুলুম, নিপীড়নের, রাজত্ব কায়েম হবে এবং যতদিন আল্লাহ্‌তালা চাইবেন উহা থাকবে, অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা উহা উঠিয়ে নিবেন; তারপর অহংকার ও বলপ্রয়োগের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং যতদিন আল্লাহ্‌তা'লা চাইবেন উহা থাকবে; অতঃপর আল্লাহ্‌তা'লা উহা উঠিয়ে নিবেন । আবার নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, অতঃপর তিনি চুপ হয়ে গেলেন ।" (মুসনাদ আহ্‌মদবিন হাম্বল মিশকাত ২য় খণ্ড ৪৬১ পৃষ্ঠা ও বায়হাকী)। নবী করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানীর মধ্যে ইহাও বর্ণিত হয়েছে যে, খেলাফতে রাশেদা ত্রিশ বৎসর কাল থাকবে ।

নবী করীম (সাঃ)-এর এই তাৎপর্যপূর্ণ ভবিষ্যদ্বানীটি আশ্চর্যজনকভাবে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে । ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী খেলাফত রাশেদা' কায়েম থাকলো । হযরত মুয়াবিয়ার পর হতে ইসলামী নিয়ম ভঙ্গ করে রাজতন্ত্র কায়েম করা হলো । ইতিহাস সাক্ষী যে, যদিও তৎকালীন শাসনপ্রণালী বাদশাহতের পদ্ধতিতে প্রচলিত হয়েছিল, কিন্তু মুসলমানগণ ও রাষ্ট্রপতিগণ সকলেই স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে সূরা নূরের 'আয়াত ইস্তেখলাফ' অনুযায়ী খাঁটি মুসলমান হয়ে থাকলে, খাঁটি ঈমান ও আমলের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকলে, ইহার ফলশ্রুতিতে মুসলমানের মধ্যে অবশ্যই খেলাফত বিদ্যমান থাকতে হবে, তাই বনু মাইয়া ও বনু আব্বাসিয়ার রাষ্ট্রপতিগণ নিজদিগকে কখনো মুলুক বা বাদশাহ বলে আখ্যায়িত করতো না, বরং তারা নিজদিগকে আমীরুল মোমেনীন বা খলীফাতুল মুসলেমীন বলেই অভিহিত করতো । মুসলমানদের অধঃপতনের সময়ে এক পর্যায়ে সিন্ধুদেশ হতে স্পেন পর্যন্ত বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রটি যখন বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভিক্ত হয়ে পড়লো তখনও বাগদাদের আমীরকে সকল রাষ্ট্রপতিই 'খলীফাতুল মুসলেমীন' বলে আখ্যায়িত করতো । কোন রাষ্ট্রপতি সিংহাসনে আরোহন করলে বাগদাদস্থ খলীফাতুল মুসলেমীন হতে সনদ গ্রহণ করতে হতো এবং তাঁর নামে তাকে মুকুট পরানো হতো, তাঁর নামে সকল দেশের জুম'আ ও ঈদের খুৎবা ইত্যাদি পড়া হতো । তাতারদের দ্বারা যখন বাগদাদ আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয় এবং শেষ আব্বাসী খলীফা মুসতাসেম বিল্লাহ্‌কে শহীদ করা হয়, তখন তুরস্কে উসমানী খেলাফত কায়েম করা হয় । ১৯২৪ইং সালে মুস্তফা কামাল পাশা মুসলমানদের শেষ খলীফা আব্দুল হামীদকে খেলাফত-চ্যুত করে চিরতরে ইসলামী খেলাফতকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় । পরে মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে খেলাফত আন্দোলন চালায় । কিন্তু তারা শত চেষ্টা ও আন্দোলন করে খেলাফতের শৃঙ্খলতাকে আর কায়েম করতে ব্যর্থ হয় । কারন আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছা অন্য কিছু ছিল এবং উহা ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী 'খেলাফত আলা মিন্ হাজে নবুওয়ত' অর্থাৎ ইসলামের অধঃপতনের পর উহার পুনরুজ্জীবনের সময় নুবওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে । মিশকাতে উক্ত হাদীসের অংশ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে যে "ইহা দ্বারা ঈসা ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর

যমানা বুঝায়" স্পষ্টই বুঝা গেল যে হযরত ঈসা ও মাহ্দী (আঃ)-এর মাধ্যমে 'শরীয়ত-বিহীন উম্মতী নবুওয়ত' কায়েম হওয়ার পর 'খেলাফতে ইসলামীয়া' প্রতিষ্ঠিত হবে যার শৃঙ্খল কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে । কারণ 'সুম্মা সাকাত' শব্দদ্বয় নির্দেশ করছে যে সেই 'খেলাফত মালা মিন্হাজে নবুওত' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উহাতে আর কোন ব্যতিক্রম ঘটবে না, তাই আঁ-হযরত (সাঃ) চুপ হয়ে গেলেন ।

আল্লাহ্তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি এবং তাঁর রসূলের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী ঠিক সময়ে ইসলামের পুনর্জ্জীবনের জন্য হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ সাহেব কাদিয়ানীকে মসীহ্ মাওউদ ও মাহ্দীয়ে মা'হুদ করে আবির্ভূত করলেন । হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) তাঁর মৃত্যুর পর নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্বন্ধে নিজ কিতাব 'আল ওসীয়্যতে' জামাতকে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

"হে বন্ধুগন ! যেহেতু আদিকাল হতে আল্লাহ্তালার এই বিধান রয়েছে যে তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দুটি মিথ্যা উল্লাস ব্যর্থ করে দেখান, এমতাবস্থায় এখন সম্ভবপর হতে পারে না যে, আল্লাহ্তা'লা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন । এইজন্য আমি তোমাদিগকে যে কথা বলছি তাতে তোমরা চিন্তাকুল হবে না । তোমাদের চিত্ত যেন উৎকণ্ঠিত না হয়; কারণ তোমাদের পক্ষে দ্বিতীয় কুদরত দেখাও প্রয়োজন, এবং ইহার আগমন তোমাদের পক্ষে শ্রেয়; কারণ উহা স্থায়ী, উহার ধারাবাহিক শৃঙ্খল কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না"।

খোলাফায়ে রাশেদীনের পদ্ধতিতে সঠিক ঈসলামী খেলাফত ধরা-পৃষ্ঠে বর্তমানে কেবল জামাতে আহ্মদীয়ার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, কেন্দ্র, বায়তুল মাল রয়েছে, আর রয়েছে মজলিসে শূরা । দ্বিতীয় কুদরতের নিদর্শন খেলাফতের মাধ্যমে আজ ইসলাম অপ্রতিহত গতিতে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং দ্বীপ ও উপদ্বীপ সমূহে বিস্তার লাভ করছে; বিভিন্ন ভাষায় কুরআনের অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে এবং এই খেলাফতের বরকতে আল্লাহ্তালা কবুলিয়তে দোয়ার অজস্র উজ্জ্ব ল নিদর্শন প্রকাশ করছেন । খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হতে আজ প্রায় একশ বৎসর ধরে জামাতের উপর সমগ্রিকভাবেও এবং ব্যক্তিগতভাবেও মহাবিপদাবলী ও অগ্নিপরীক্ষার সময় আল্লাহ্তা'লা বিশেষ রহমত ও ফযল নাযেল করে স্বীয় প্রবল কুদরত ও মহিমার জ্বলন্ত নিদর্শন প্রকাশ করে যাচ্ছেন, যার ফলে প্রত্যহ মৃতগণ নব জীবন লাভ করছে, বধিরগণ শ্রবন শক্তি অর্জন করছে, এবং অন্ধগণ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে চক্ষুষ্মান হচ্ছে। মোবারক তারা— যারা আল্লাহ্তালার প্রবল কুদরতের নিদর্শন খেলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে জীবন্ত ও ফলন্ত বৃক্ষের শাখা-উপশাখায় পরিণত হয় ।

"মুহাম্মদীয় নবুওয়ত ব্যতিরেকে সমস্ত নবুওয়তের দুয়ার বন্ধ"

"আমি যদি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত না হইতাম এবং তাঁহার পায়রবী (আনুগত্য) না করিতাম, অথচ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমষ্টি বরাবর আমার পূণ্য কর্মের উচ্চতা ও ওজন হইত, তাহা হইলেও আমি কখনও খোদার সহিত বাক্যালাপ ও তাঁহার বাণী লাভের সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতাম না । কেননা এখন মুহাম্মদীয় নবুয়াত ব্যতিরেকে অপর সমস্ত নবুয়াতের দুয়ার বন্ধ হইয়া গিয়াছে । শরীয়ত লইয়া আর কোন নবী আসিতে পারেন না । অবশ্য, শরীয়ত ব্যতিরেকে নবী হইতে পারেন । কিন্তু এই রূপ নবী শুধু তিনিই হইতে পারেন, যিনি প্রথমে রসূল করীম (সাঃ)-এর উম্মতী (অনুবর্ত্তী) হবেন ।" [তাজাল্লিয়াতে এলাহিয়া পৃঃ ২৬]—হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)

'দাওয়াত ইলাল্লাহ্ স্কীম'-কি ও কেন ?

—আল্হাজ্জ আহ্মদ তৌফিক চৌধুরী

স্কীম নিয়ে আলোচনার আগে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার । 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' এর শাব্দিক অর্থ - আল্লাহ্র দিকে আহ্বান । পবিত্র কোরআনে রসূল করীম (সাঃ) সম্বন্ধে বলা হয়েছেঃ 'ওয়া দায়ীয়ান ইলাল্লাহে বি ইজনিহী ওয়া সিরাজাম মুনিরা' (আহযাব, ৪৭ আয়াত)।অর্থাৎ রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে দায়ীয়ান ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী) এবং সিরাজাম মুনিরা (উজ্জল সূর্য) বলা হয়েছে । প্রকৃত পক্ষে নবী করীমের (সাঃ) আল্লাহ্-প্রদও খেতাব হল - দায়ীয়ান ইলাল্লাহ্ (আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী) এবং তাঁর কাজই হল'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' বা আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করা । পবিত্র কোরআন দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজকে সর্বোৎকৃষ্ট কাজ বলে উল্লেখ করেছে । সূরা 'হামীম সেজদায় বলা হয়েছেঃ 'ওয়ামান আহসানু কাওলাম মিম্মান দা'য়া ইলাল্লাহে ওয়া আমেলা সালেহান ওয়া কালা ইন্নানি মিনাল মুসলেমিন' অর্থাৎ, এবং ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদিগকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করে এবং পুণ্য কর্ম করে এবং বলে, 'নিশ্চয় আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তভুর্ক্ত' (৩৪ আয়াত)। দায়ী ইলাল্লাহ্র প্রচার ও বাণীকে উৎকৃষ্ট বাণী বলা হয়েছে । নবী করীম (সাঃ) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ্ । তাঁর বাণী ছিল সর্বোৎকৃষ্ট বাণী । যারা তাঁকে অনুসরণ অনুকরণ করে সত্যের প্রচার করবে তারাও দায়ী ইলাল্লাহ্র ঐশী খেতাবে ভূষিত হতে পারবে ।

আহ্মদীয়া জামা'তের চতুর্থ খলীফা সৈয়েদেনা হযরত মির্যা তাহের আহ্মদ (আইঃ) ২৮শে জানুয়ারী ১৯৮৩ তে রাবওয়ার মসজিদে আকসায় উপরে উদ্ধৃত আয়তাটি পাঠ করে বলেন, 'জগতে কোন না কোন লক্ষ্য বস্তুর দিকে যে সব লোক আহ্বান করে থাকে তাদের সবার মধ্যে আল্লাহ্তা'লার দৃষ্টিতে সেই ব্যক্তির আহ্বানই সর্বাপেক্ষা প্রিয়, পসন্দনীয় এবং প্রসংশনীয় যে তার রবের দিকে আহ্বান করে থাকে'। এরপর তিনি ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ এর খোৎবায় বলেন, "আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দানকারী হওয়ার জন্য প্রথমে নিজেদের মধ্যে 'রাব্বুনাল্লাহ্' বলবার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে ।" তিনি বলেন, "আমি গত খোৎবায় জামাত'কে দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার জন্য তলকীন ও তাকিদ করেছিলাম ।" কোরআন করীম যেখানে দায়ী ইলাল্লাহ্র প্রসংশা করেছে সেখানে প্রথমে তার পটভূমিকাও বর্ণনা করেছে । এরপর করাচীর মার্টিন রোড মসজিদে এক খোৎবায় হুযুর আকদাস (আইঃ) সূরা হা মীম্ সেজদার উল্লেখিত আয়াত পাঠ করে বলেন, "আমি বিগত তিনটি খোৎবায় জমা'তকে দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলাম ।..... কোরআন করীম আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারীকে তার ভবিষ্যৎ অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত রাখে।..... আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সে আহ্বানও করে এবং নেক কাজও করে ।..... কোন শত্রু যদি গালি দেয়, কুবাক্য ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে, সেই ক্ষেত্রে এই আয়াতের শিক্ষা হল এই, ' এর মোকাবেলায় তোমরা গালামন্দ দিবে না, কুবাক্য ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হবে না ।" অর্থাৎ আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী হওয়ার জন্য প্রয়োজন পাপ ও অনাচারের মোকাবেলা যেন সর্বদা উৎকৃষ্ট বাক্য ও সর্বোত্তম কর্ম দ্বারা করা হয় (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩)। রাবওয়াতে অনুষ্ঠিত ৯১ তম সালানা জলসায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবেহ্ (আইঃ) ঘোষণা করেন, "আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত ও আহ্বান থেকে কোন ক্রমেই আমরা ক্ষান্ত থাকতে পারি না । আমাদের নিজেদের কোন ব্যাপারে ভয় নেই, দুঃখ ও দুশ্চিন্তা নেই । আমাদের ভয়-ভীতি মানব জাতির জন্য । বিশেষ করে মুসলিম জাহানের জন্য ।"

এমনিভাবে হুযুর আকদাস (আইঃ) সমগ্র জামা'তকে বার বার অকুতোভয় হয়ে দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আহ্বান জানাতে লাগলেন । প্রতিটি আহ্মদীকে দায়ী ইলাল্লাহ্ হওয়ার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করলেন । তিনি ৬৫ তম মজলিসে শুরায় বলেন, দাওয়াত ইলাল্লাহ্র প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন আহ্মদী কোন প্রকারের ভয়-ভীতি নিজ অন্তরে স্থান দিবে এবং এর ফলশ্রুতিতে দায়ী ইলাল্লাহ্ হিসাবে তার দায়িত্ব পালনে সংকোচ বা দুর্বলতা দেখাবে অথবা তাতে কমি করার প্রয়াস পাবে সে প্রকৃত পক্ষে খোদাতা'লার দৃষ্টিতে শেরেক ও গুনাহ্র ভাগী হবে এবং এমতাবস্থায় সে নেযামে খেলাফতের কল্যাণ ও বরকতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে বিমূখতা প্রদর্শন করবে । তিনি বলেন, "আপনারা নিজেদের অন্তরে কখনো এরূপ দুর্বলতা আসতে দিবেন না, বরং দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র প্রতিটি অভিযানকে পূর্ণ উদ্যমে জারী রাখুন ।" ৪ঠা মার্চ ১৯৮৩ এর খোতবায় বলেন, "তোমরা দায়ী ইলাল্লাহ্ হও,

জগদ্বাসীকে তাদের রব্বের প্রতি আহ্বান জানাও ।" কাদিয়ানের ৯৩তম সালানা জলসায় হুযুর যে পয়গাম প্রেরণ করেন, তাতে তিনি বলেন, "আমার পয়গাম এই যে, আহ্‌মদীয়াতের জ্যোতিকে প্রতিটি মানুষের নিকট পৌঁছে দিন । পরিশ্রম, গভীর আগ্রহ ও তন্ময়তার সাথে তবলিগের ফরয কর্তব্যটি পালন করুন । প্রত্যেক আহ্‌মদীই যেন কর্মতৎপর মোবাল্লেগে পরিণত হয় ।" এমনিভাবে বার বার আমাদের প্রিয় খলীফা সমগ্র জামা'তকে দায়ী ইলাল্লাহ্ বা মোবাল্লেগ হওয়ার জন্য জোর তাকিদ করতে থাকেন । জামা'তের আবাল-বৃদ্ধ - বণিতা সবাই যাতে এই মহৎ কর্মে অংশগ্রহণ করে সেজন্য নেযামে আহ্‌মদীয়াকে দায়িত্ব প্রদান করা হয় । আর এটিই হল সেই পূত পবিত্র দাওয়াত ইলাল্লাহ্ স্কীম ।

আমরা পূর্বেই বলেছি প্রকৃত দায়ী ইলাল্লাহ্ হলেন মহানবী মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)।আর এযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ দায়ী ইলাল্লাহ্ হলেন মহানবীর (সাঃ) বুরুজ হযরত মসীহে মাওউদ ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) বলেন, "যে যুগটির মধ্য দিয়ে আমরা চলছি এই যুগের মানুষ কোন কোন দিক দিয়ে সৌভাগ্যবানও বটে । সৌভাগ্যবান এই জন্য যে, এই হল সেই যুগ যখন সেই দায়ী ইলাল্লাহ্ আবির্ভূত হয়েছেন । সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আগমন করেছেন যাঁর আগমন— সংবাদ দিয়েছিলেন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)।(৯১ তম সালানা জলসায় প্রদত্ত ভাষণ)। এই ভাষণে তিনি মসীহে মাওউদকে (আঃ) উল্লেখ করেছেন মুনাদি ইলাল্লাহ্ এবং দায়ী ইলাল্লাহ্ রূপে। এই খেতাব মসীহে মাওউদ (আঃ) লাভ করেছেন তাঁর গুরু ও নেতা বিশ্ব-নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর বিকাশ হিসাবে । আহ্‌মদী জামা'তের প্রতিটি সদস্য এই গুণকে নিজেদের মধ্যে বাস্তবায়িত করবে । কেননা তারা মহানবীর (সাঃ) প্রকৃত রূপকে দর্শন করেছে তাঁর মসিল ও বুরুজের মধ্যে ।

আহ্‌মদী জামা'ত বর্তমানে ১২০ টি দেশে কর্মরত আছে । কিন্তু আহ্‌মদী জামা'তের দায়িত্ব আরো ব্যাপক । বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছাবার দায়িত্ব প্রতিটি আহ্‌মদীর । আর এই দায়িত্ব পালন যে কত কঠিন তা সহজেই অনুমেয় । অতএব, জামা'তের প্রতিটি সদস্য এবং সদস্যাকে দিনরাত দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে । প্রতিটি আহ্‌মদী যদি এই মহৎ ও মহীয়ান কর্মে অংশ গ্রহণ করতে পারে তাহলেই তারা পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ঐশী খেতাব "দায়ীয়ান ইলাল্লাহ্' দ্বারা ভূষিত হয়ে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হবে ।

চন্দ্র সূর্যের বিনিময়েও যে কাজ বন্ধ করা যায় না

আপনি কি জানেন, চন্দ্র - সূর্যের বিনিময়েও কোন্ কাজটি বন্ধ করা যায় না ? অর্থাৎ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা দুনিয়ার সম্পদ তো দূরের কথা অসাধ্য সাধন করে যদি আকাশ থেকে চাঁদ-সুরুজ এনেও আপনার হাতে দেয়া হয় তবুও তা থেকে বিরত থাকা যাবে না ?

হ্যাঁ, সেই কাজটি হল, দায়ী ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র দিকে মানুষকে আহ্বান করা । মহানবী (সাঃ) যখন দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র কাজ শুরু করলেন তখন মক্কার কোরেশ সর্দাররা তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠাল এবং বলল, আপনি এই প্রচার কার্য থেকে বিরত থাকুন, আমরা আপনাকে ধন দেব, সুন্দরী নারী দেব, সর্দার বানিয়ে নেব, যা চান তাই দেব, আপনি শুধু এই প্রচার অর্থাৎ দায়ী ইলাল্লাহ্ থেকে নিবৃত হোন ।

এর উত্তরে নবী করীম (সাঃ) কি বলেছিলেন তা জানেন কি ?

তিনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তা আজও ইতিহাসের পাতায় সোনার অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ।

তিনি বলেছিলেন, আমার এক হাতে চাঁদ অপর হাতে সূর্য এনে দিলেও আমি এই কর্ম থেকে বিরত থাকতে পারব না ।

দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজই ছিল শ্রেষ্ঠ নবীর (সাঃ) প্রধান ও শ্রেষ্ঠ কর্ম । এই মিশন নিয়েই তাঁর আবির্ভাব । বিদায় হজ্বের দিনে তিনি এই দায়িত্ব তাঁর উম্মতের উপর ন্যস্ত করে যান ।

আপনি যদি সেই মহান নবীর (সাঃ) উম্মত হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার কর্তব্য হ'ল ইসলামের বাণী ও শিক্ষাকে যে কোন মূল্যে প্রচার করে যাওয়া ।

পার্থিব কোন লোভ, লালসা, ভয়-ভীতি আপনাকে এই কাজ থেকে দমিয়ে রাখতে পারে না ।

অতএব, আসুন, দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুন । দায়ী ইলাল্লাহ্ হয়ে দিনরাত প্রচার কার্যে নিয়োজিত থাকুন । আল্লাহ্ আমাদের সহায় ।

বাংলাদেশে আহমদীয়া জামা'তের দুইজন শহীদান

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন ঃ "যাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন তোমরা তাহাদিগকে মৃত বলিও না, বরং তাহারা জীবিত; কিন্তু তোমরা উহা অনুভব করনা ।" ইসলামের প্রথম যুগে বহু মুসলমান ইসলামের জন্য শহীদ হইয়ছিলেন । আজও জামাতে আহ্‌মদীয়ার উপর অত্যাচার ও জুলুম করা হইতেছে এবং বহু আহ্‌মদীকে শহীদ করা হইয়াছে । মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর জীবিত অবস্থায় আফগানিস্তানে শাহজাদা আব্দুল লতিফ সাহেব ও আবদুর রহমান সাহেব শাহাদাত বরণ করেন।পরে আরও অনেককে শহীদ করা হইয়াছে । তাঁহারা সবাই ইসলামের জন্য অকাতরে জীবন দান করিয়াছেন । বর্তমানে পাকিস্তানেও বহু আহ্‌মদীকে শহীদ করা হইয়াছে । বাংলাদেশ আহমদীয়া জামাতের ও দুইজন ভ্রাতা শহীদ হইয়াছেন।তাঁহারা হইলেন শহীদ ওসমান গনী এবং আবদুর রহিম সাহেব ।

● ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ উপজেলার দোল্লাগ্রামের মরহুম ওমর উদ্দিন সাহেবের পুত্র জনাব উসমান গনী । বাল্যকাল হইতেই তিনি সত্যবাদী ও ধর্ম-পরায়ন ছিলেন । তিনি একজন অবসর-প্রাপ্ত সৈনিক ছিলেন । সর্বপ্রথম মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় জনৈক শিক্ষকের নিকট হইতে হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) সম্পর্কিত একটি প্রচার-পত্র তাঁহার হস্তগত হয় । পরে তিনি সৈনিক বিভাগে থাকা কালীন সময়ে 'রাওয়ালপিণ্ডি' হইতে 'রাবওয়া' গমন করতঃ আহ্‌মদীয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করিয়া বয়আত গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি আমাদের জামাতে আহ্‌মদীয়ার যেখানে সভা-সমিতি হইত সেখানেই গমন করিতেন এবং খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার একজন খাদেম হিসাবে নিজেকে নিয়োজিত রাখিতেন । তিনি অবিবাহিত ছিলেন । শাহাদাত কালে তাঁহার বয়স আনুমানিক ৩০/৩২ বৎসর ছিল ।

● ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তারুয়া গ্রামের মরহুম মুন্সী মকসুদ আলীর পুত্র আবদুর রহিম সাহেব । তিনি জন্মগতভাবে আহ্‌মদী ছিলেন । বাল্যকাল হইতেই তিনি সত্যবাদী ও ধর্ম-পরায়ন ছিলেন । জামাতে আহ্‌মদীয়ার যেখানেই সভা-সমিতি হইত সেখানেই তিনি অংশগ্রহণ করিতে চেষ্টা করিতেন । জামাতের কাজে তিনি আত্মবিলীন ছিলেন । শাহাদাত কালে তাহার বয়স আনুমানিক ৪২/৪৪ ছিল ।

১৯৬৩ সালে ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার পৌরসভার রিপাবলিক ময়দানে জনাব ওসমান গনী এবং আবদুর রহিম শাহাদাত বরণ করেন ।

— ইদ্রিস আহ্‌মদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

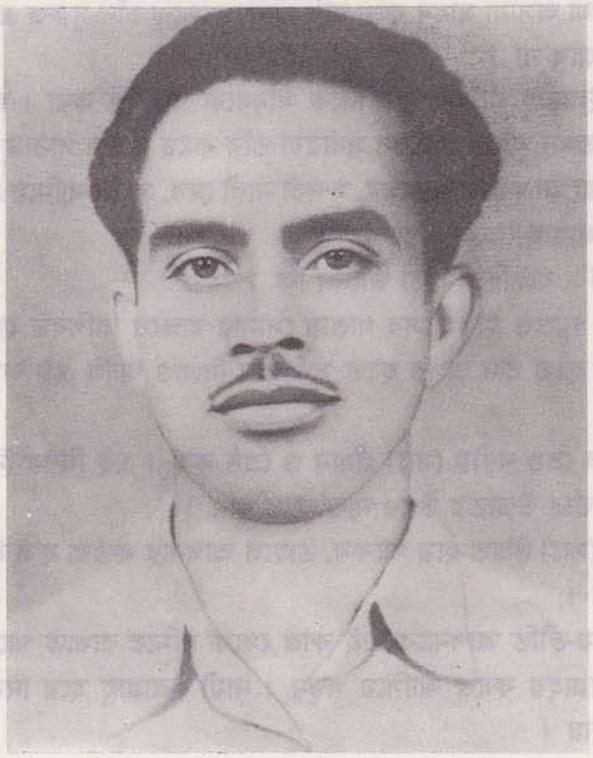

শহীদ ওসমান গণী
Shahid Osman Gani

পাকিস্তানে মোল্লাতন্ত্রের শিকার কিছু সংখ্যক নিরীহ আহ্‌মদী মুসলিম শাহাদাৎ-বরণকারী

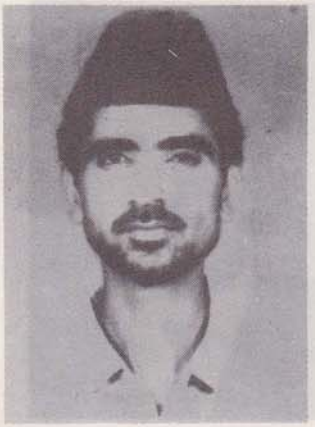

MR ABDUL HAKIM ABRO,

Murdered on 16th April 1983.
PLACE: WARAH, District LARKANA, SIND.
PROFESSION: TEACHER

MR. MAHMOOD AHMAD CHAUDHRY

Murdered on 29th July, 1985
PLACE: PANU AQIL, Sind.
AGE: 60 years.

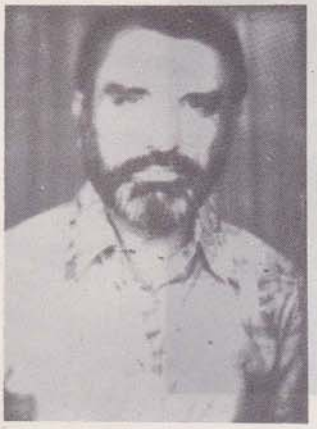

MR. INAM-UR-REHMAN

Murdered on 15th March, 1985.
PLACE: SUKKUR, SIND
PROFESSION: Government Health Inspector.

MR. ABDUL HAMEED CHAUDHRY,

Murdered on 10th April 1984.
PLACE: MEHRABPUR, District NAWABSHAH, SIND.

PROFESSOR AQEEL BIN ABDUL QADIR

Murdered on 9th June, 1985.
PLACE: HYDERABAD, SIND.

MIRZA MUNAWAR BAIG

Murdered on 17th April 1986.
PLACE: LILYANI, Kasur, Punjab.

DOCTOR ABDUL QADIR

Murdered on 15th June, 1984.
PLACE: FAISELABAD, Punjab.

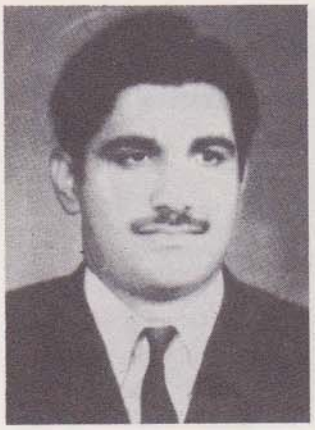

SHEIKH NASIR AHMAD
Murdered on 18th Sept. 1983
on EID FESTIVAL DAY.
PLACE: OKARA, Punjab.

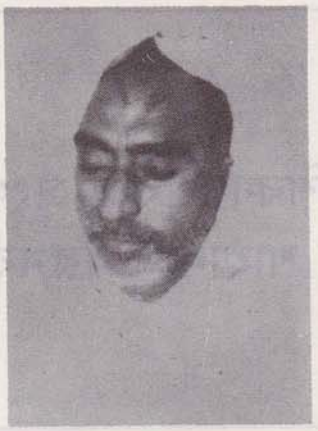

MR. ABDUL RAZAQ,
Murdered on 7th April 1985.
PLACE: Nawabshah, SIND.

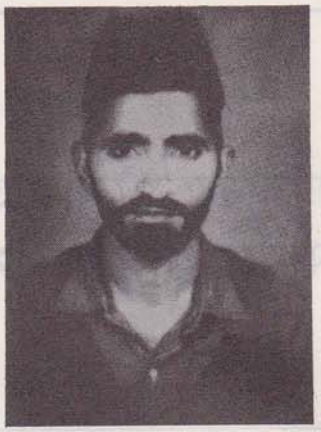

MR. MAQBOOL AHMAD CHAUDHRY
Murdered on 19th Feb. 1982.
PLACE: PANNU AQUIL, SIND.
AGE: 45 years.

MR. GHULAM ZAHEER SHEIKH
Murdered on 25th January 1987.
PLACE SOHAWA District Jhelum, Punjab.

QURESHI ABDUL REHMAN
Murdered on 1ST of May, 1984
PLACE: SUKKUR, SIND.

MR. QAMAR-UL-HAQ

MR. KHALID SULEMAN

BABU ABDUL GHAFFAR
Murdered on 9th October 1986.
PLACE: HYDERABAD, SIND.

JAMSHED AHMAD
Murdered on 9th October 1986.
PLACE: CHAK NO. 53
District SARGODHA, Punjab.

MRS RUKHSANA TARIQ
Murdered on 9th June 1986.
PLACE: MARDAN, NORTH WEST
FRONTIER PROVINCE.

RANA SULTAN MAHMOOD
Murdered on 28th Nov. 1984.
PLACE: JHELUM, Punjab
AGE: 18 years.

বাংলাদেশের জামাতসমূহের নাম ঃ—

১ । ঢাকা
২ । তেজগাঁও, ঢাকা
৪ । নারায়নগঞ্জ
৫ । ডেমরা, নারায়নগঞ্জ
৬ । জয়দেবপুর, গাজীপুর
৭ । রেকাবীবাজার, মুন্সীগঞ্জ
৮ । রমজানবেগ, মুন্সীগঞ্জ
৯ । সূতারপাড়া, মুন্সীগঞ্জ
১০ । জয়পাড়া, মুন্সীগঞ্জ
১১ । চরসিন্দুর, সুলতানপুর
১২ । নন্দনপুর, কুমিল্লা
১৩ । চন্দ্রা, চাঁদপুর
১৪ । চরদুখিয়া, চাঁদপুর
১৫ । ব্রাহ্মনবাড়ীয়া
১৬ । সরাইল
১৭ । ঘাটুরা, বি— বাড়ীয়া
১৮ । নাটাই, বি— বাড়ীয়া
১৯ । ভাদুগড়, বি— বাড়ীয়া
২০ । ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বি— বাড়ীয়া
২১ । তারুয়া, বি— বাড়ীয়া
২২ । ক্রোড়া, বি— বাড়ীয়া
২৩ । খড়মপুর, বি— বাড়ীয়া
২৪ । বিষ্ণুপুর, বি— বাড়ীয়া
২৫ । দেবগ্রাম, বি— বাড়ীয়া
২৬ । শালগাঁও, বি— বাড়ীয়া
২৭ । দূর্গারামপুর, বি— বাড়ীয়া
২৮ । শাহ্বাজপুর, বি— বাড়ীয়া
২৯ । বাসারোখ, বি— বাড়ীয়া
৩০ । সিলেট
৩১ । শেলবরষ, সিলেট
৩২ । ইসলামগঞ্জ, সিলেট
৩৩ । বড়গাঁও, হবিগঞ্জ
৩৪ । বড়চর, হবিগঞ্জ
৩৫ । ছোটলাদিয়া, হবিগঞ্জ
৩৬ । জামালপুর, হবিগঞ্জ
৩৭ । পাগুলিয়া, মৌলভীবাজার
৩৮ । ফাজিলপুর, ফেনী
৩৯ । কামালপুর, নোয়াখালী
৪০ । চট্টগ্রাম
৪১ । কুকুয়া, বরগুনা
৪২ । খাকদান, বরগুনা
৪৩ । পটুয়াখালী
৪৪ । বরিশাল
৪৫ । দিনাজপুর
৪৬ । হেলেঞ্চাকুড়ি,দিনাজপুর
৪৭ । ভাতগাঁও, দিনাজপুর
৪৮ । দোহাণ্ডা, দিনাজপুর
৪৯ । বীরগঞ্জ, দিনাজপুর
৫০ । ক্ষুদ্রপাড়া, দিনাজপুর
৫১ । পার্বতীপুর, দিনাজপুর
৫২ । ঠাকুরগাঁও
৫৩ । আহ্মদনগর, ঠাকুরগাঁও
৫৪ । রংপুর
৫৫ । শ্যামপুর, রংপুর
৫৬ । নীলফামারী
৫৭ । সৈয়দপুর, নীলফামারী
৫৮ । মাহিগঞ্জ, রংপুর
৫৯ । লালমনিরহাট
৬০ । গাইবান্ধা, লালমনিরহাট
৬১ । রাজশাহী
৬২ । তাহেরাবাদ, রাজশাহী
৬৩ । নাটোর
৬৪ । কাফুরা, নাটোর
৬৫ । পুরুলিয়া, নাটোর
৬৬ । লক্ষ্মীপুর, নাটোর
৬৭ । বগুড়া
৬৮ । নিউ সোনাতোলা, বগুড়া
৬৯ । পাবনা
৭০ । সিরাজগঞ্জ, (নূরপুর) পাবনা
৭১ । কুষ্টিয়া
৭২ । নাসিরাবাদ, কুষ্টিয়া
৭৩ । চুয়াডাঙ্গা
৭৪ । উথলী, চুয়াডাঙ্গা
৭৫ । বাহাদুরপুর, কুষ্টিয়া
৭৬ । যশোর
৭৭ । খুলনা
৭৮ । সুন্দরবন
৭৯ । বাগেরহাট
৮০ । ময়মনসিংহ
৮১ । ধানীখোলা, ময়মনসিংহ
৮২ । জামালপুর
৮৩ । হোসনাবাদ, জামালপুর
৮৪ । সরিষাবাড়ী, জামালপুর
৮৫ । বক্সিগঞ্জ, জামালপুর
৮৬ । কিশোরগঞ্জ
৮৭ । কটিয়াদি, কিশোরগঞ্জ
৮৮ । তেরগাতি, কিশোরগঞ্জ
৮৯ । বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ
৯০ । তাতারকান্দি, কিশোরগঞ্জ
৯১ । ভৈরববাজার
৯২ । বীরপাইকশা, কিশোরগঞ্জ
৯৩ । চানতারা, টাঙ্গাইল

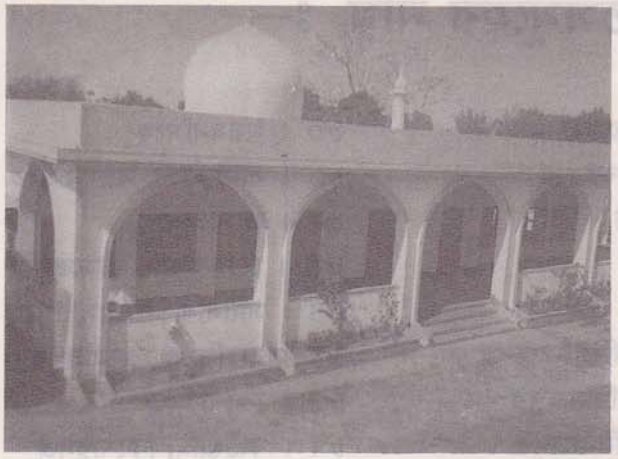

আহ্‌মদনগর মসজিদ, Ahmadnagar Mosque Panchagarh

ক্রোড়া মসজিদ (বি, বাড়ীয়া) Krora Mosque (B. Baria)

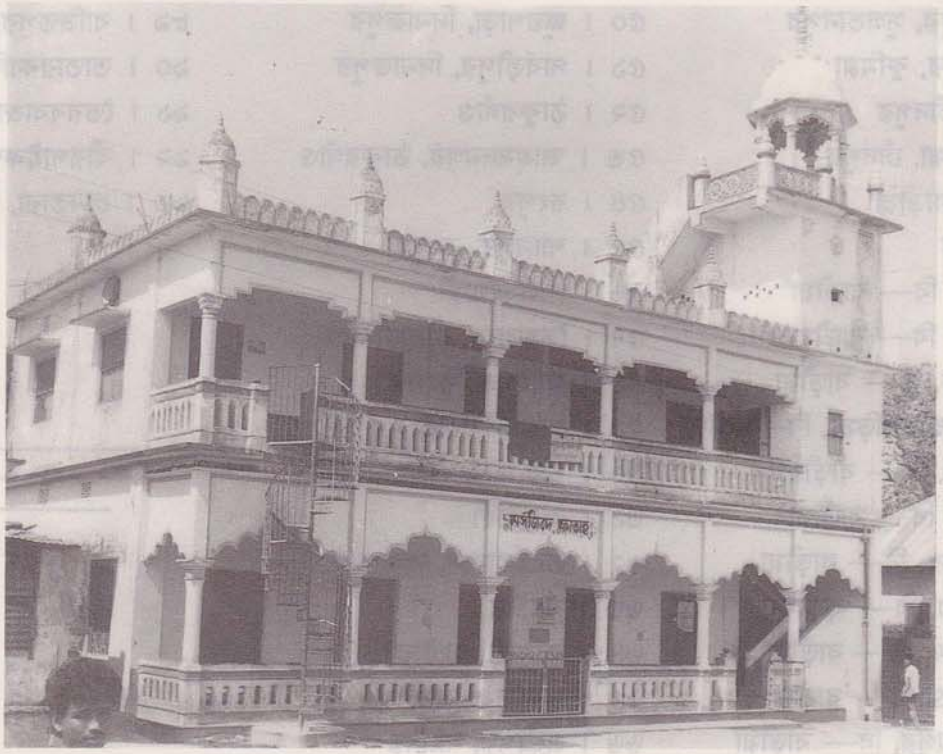

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদ, Brahmanbaria Mosque

সুন্দরবন মসজিদ, Sundarban Mosque

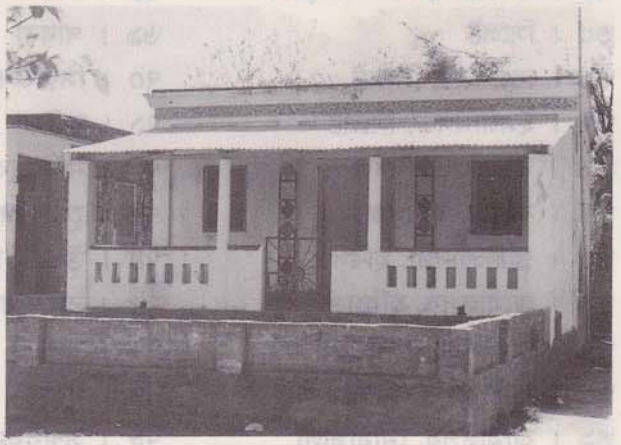

ঘাটুরা মসজিদ (বি, বাড়ীয়া) Ghatura mosque (B. Baria)

ধানীখোলা মসজিদ (ময়মনসিংহ) Dhanikhola Mosque

মাহিগঞ্জ মসজিদ, (রংপুর) Mahiganj Mosque (Rangpur)

খুলনা আঞ্জুমান আহ্‌মদীয়া, Khulna Anjuman Ahmadiyya.

শালগাঁও মসজিদ (বি, বাড়ীয়া) Shalgoan Mosque (B. Baria)

নারায়রণগঞ্জ মসজিদ Narayanganj Mosque

বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের মসজিদসমূহের কয়েকটি ঃ

Ahmadiyya Mosque, Saltpond, Ghana.

Ahmadiyya Mosque, Ghana.

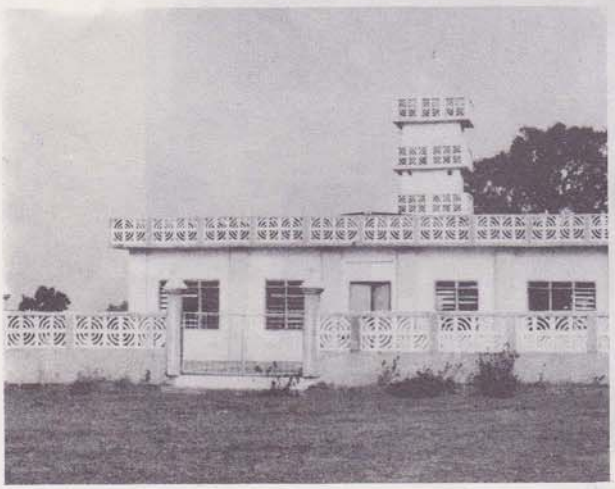

Ahmadiyya Mosque, Teacher Training College, Wa, Ghana.

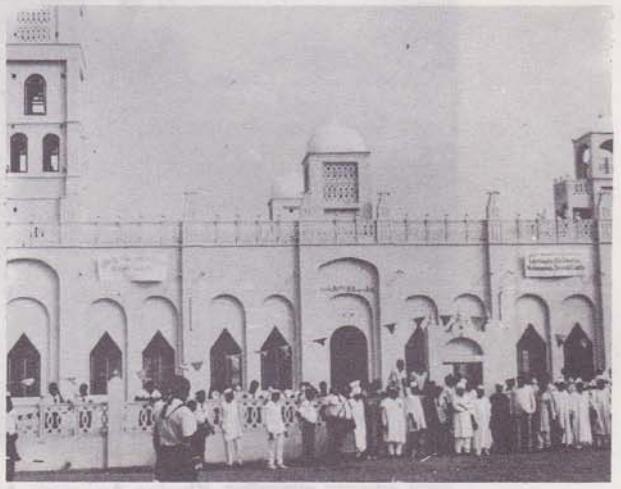

Ahmadiyya Mosque, Wa, Ghana.

Ahmadiyya Mosque, Ghana.

Ahmadiyya Mosque, Ekrafo, Ghana.

Ahmadiyya Mosque, Cirebon, Indonesia.

Nasir Mosque, Gotenburg, Sweden.

Ahmadiyya Mosque, Darus Salam, Mauritius.

Noor Mosque, Holland.

Ahmadiyya Mosque, Ghana.

Fazl-e-Umar Mosque, Suva, Fiji.

WORLD HEAVY WEIGHT BOXING CHAMPION, MR. MUHAMMAD ALI OF USA AT NOOR MOSQUE, FRANKFURT.

DR. SAIFUDIN TAHIR, IMAM BOHRA COMMUNITY WAS PRESENTED THE HOLY QURAN (SWAHILI TRANSLATION) AND AHMADIYYA LITERATURE ON HIS ARRIVAL IN UGANDA BY LATE HAKIM MUHAMMAD IBRAHIM MISSIONARY.

UGN-2

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের সংগঠন সমূহ

লাজনা এমাইল্লাহ্‌ ঃ

নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ আল্‌ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) ইসলামের সেবায় অনেক অবদান রেখে গেছেন । তার মধ্যে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হলো এই যে, তিনি জামা'তকে বিভিন্ন সংগঠনে বিভক্ত করেছেন । এর মধ্যে তিনি মহিলাদেরকে "লাজনা এমাইল্লাহ্‌" ও "নাসেরাতুল আহ্‌মদীয়া" সংগঠনে বিভক্ত করেন । "লাজনা" শব্দটি আরবী, এর অর্থ হলো কমিটি বা সংগঠন; "এমাউল্লাহ্‌" অর্থ আল্লাহ্‌তা'লার বাঁদীগণ বা দাসীগণ অর্থাৎ 'লাজনা এমাইল্লাহ্‌' অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌তা'লার বাঁদীগণের কমিটি বা সংগঠন । একজন সদস্যাকে বলা হয় "আমাতুল্লাহ্‌" যার বহুবচন হ'লো এমাউল্লাহ্‌ । এই লাজনা এমাইল্লাহ্‌ কায়েম করা হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর । বাংলাদেশে লাজনা এমাইল্লাহ্‌ কায়েম আছে প্রায় ৪০/৪১ বছর ধরে । বর্তমানে বাংলাদেশে ৩০।৩৫ টি শহর ও গ্রামে লাজনার সংগঠন কায়েম আছে ।

লাজনার প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ্‌তা'লার প্রকৃত বাঁদী সৃষ্টি করা । 'আমাতুন' হচ্ছে 'আবদুন' এর বিপরীত লিঙ্গ । আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, "আমি মানুষ এবং জিন্নকে শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছি ।" মানুষ সৃষ্টির এই মহান উদ্দেশ্য, যা কুরআন শরীফে স্রষ্টা নিজেই বর্ণনা করেছেন, এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আহ্‌মদী মহিলা যাতে জীবন যাপন করতে পারেন এবং নিজ পরিবার অর্থাৎ স্বামী, সন্তান ও ভাইবোনদেরকে আল্লাহ্‌তা'লার প্রকৃত বান্দা হবার জন্য প্রেরণা যোগাতে সচেষ্ট হতে পারেন,ইহাই লাজনা এমাইল্লাহ্‌ কায়েমের মূল উদ্দেশ্য । এতে সাফল্য লাভ করার জন্য চাই অনবরত ও নিয়মিত নামায, দোয়া, কুরআন ও হাদীস শিক্ষা, বর্তমান যমানার ইমাম হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষা ও অমৃত বাণীর আলোকে পথ চলা, বর্তমান খলীফা সাহেবের আদেশ-নির্দেশ মেনে নিজেকে ইসলাম ও আহ্‌মদীয়াতের জন্য জান-মাল ও সময়ের কুরবানীর জন্য সদা প্রস্তুত রাখা এবং হযরত রসূলে পাক-(সাঃ)-এর পবিত্র ও মহান আদর্শের উপর কায়েম থেকে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডিত করা ।

—মাসুদা সামাদ, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ লাজনা এমাইল্লাহ্‌ ।

মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ ঃ

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদীয়াতের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক বছর । ২৫শে জুলাই, ১৯৪০ ইসলামে আহ্‌মদীয়া আন্দোলনের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশিরউদ্দিন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ আল-মুসলেহ মওউদ (রাঃ) জামা'তের অভ্যন্তরীন ৫টি সংগঠনের অন্যতম "মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌"অথার্ৎ " আল্লাহতা'লার সাহায্যকারী সংগঠনের ঐতিহাসিক ঘোষণা দান করেন । মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ নিম্ন-লিখিত উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিলঃ

(ক) আহ্‌মদীয়া জামা'তভুক্ত পুরুষ যাদের বয়স চল্লিশ বছরের উর্ধ্বে তারা এই সংগঠনের সদস্য ।

(খ) মজলিসের সদস্যগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করবে । ইসলামী শিক্ষা বিস্তার ও প্রসারের চেষ্টা করবে, চরিত্র গঠনে যত্নবান থাকবে এবং সৃষ্ট জীবের সেবা করবে । সন্তান- সন্ততির তা'লীম-তরবীয়াত দিবে, নেযামে খেলাফতের হেফাযত করার অনুরাগ জন্মানোর এবং জাতীয়তার অনুপ্রেরণা ও ত্যাগের স্পৃহা সৃষ্টি করবে ।

মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ নিম্ন লিখিত মজলিসসমূহে বিভক্ত হবেঃ

১ । বিশ্ব মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, ২ । দেশীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, ৩ । বিভাগীয় (আঞ্চলিক) মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, ৪ । জেলা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, ৫ । স্থানীয় মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌, ৬ । হালকা মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ । প্রত্যেক মজলিসের জন্য মজলিসে আমেলা (কার্যকরী পরিষদ) থাকবে ।

আহ্‌মদীয়া জামা'তের অভ্যন্তরীন সংগঠনগুলো অতি সুক্ষ্ম ও সুদূর-প্রসারী নৈতিক ও মানবীয় গুণাবলী বিকশিত করার ব্যাপক কর্মসূচী দিয়েছে।

বিশ্ব মজলিসে আনসারুল্লাহর প্রথম সদর ছিলেন— হযরত মৌলানা শের আলী (রাঃ)। বর্তমান সদরঃ মোহতরম চৌধুরী হামিদুল্লাহ্‌ সাহেব । বাংলাদেশে প্রথম নাযেমে আলা ছিলেন— মোহতরম শামসুর রহমান, বার-এট্‌-ল । বর্তমান নাযেমে আলা- ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী ।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) জামা'তের মধ্যে প্রত্যেককে দীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এবং সামাজিক কদাচার, কুসংস্কার পরিত্যাগ করে মানবীয় গুণে গুণান্বিত হয়ে সুসংগঠিত নেতৃত্ব অর্জনের জন্য বলেনঃ

"খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া, আনসারুল্লাহ্ এবং লাজনা এমাউল্লাহ্ নেযামের শাখা - প্রশাখা বিশেষ এবং এই মজলিসসমূহ এ উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেন তারা সিলসিলার নেযামকে জাগ্রত রাখেন ।"

আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে বর্তমানে বিশ্বের শতাধিক দেশে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং যে উদ্দেশ্যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রাঃ) এ মজলিস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা বাস্তবায়নের জন্য এর সদস্যগণ নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন ।

মোহাম্মদ আবদুল জলিল
এডিশন্যাল মোতামাদ উমুমী
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ঃ

আহ্‌মদী জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরউদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) কাদীয়ানে ১৯৩৮ ইং সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া গঠন করেন । ইহা গঠন করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল যে, মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার সভ্যগণ তৎসহ আতফালুল আহ্‌মদীয়ার কর্তব্য হবে- আসল ইসলামী রঙ্গে শিক্ষা ও তরবীয়াত করা এবং তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা এবং হযরত খাতামান্নাবীয়ীন মোহাম্মদ মোস্তফা (সঃ)-এর মহব্বত, ইসলাম, দেশ, ও আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জীবের সেবা করার আগ্রহ সৃষ্টি করা এবং এগুলোর সর্ব প্রকার সাহায্য করার চেষ্টা করা । মজলিসের কার্যক্রমকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে, যেমন ঃ (১) সাধারণ, (২) শিক্ষা, (৩) চরিত্র গঠন, (৪) সংশোধন ও প্রচার, (৫) অর্থ, (৬) সৃষ্টি-সেবা, (৭) প্রকাশনা, (৮) স্বাস্থ্য । এই মজলিস বর্তমানে শতাধিক দেশে পরিব্যাপ্ত ।

হযরত মৌলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহেদ সাহেব (রহঃ) যেমন বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম আহ্‌মদীয়াতের আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন তেমনিভাবে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মৌলভী সৈয়দ সাঈদ আহ্‌মদ সাহেব বঙ্গদেশে মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার শাখা গঠন করার জন্য স্থানীয় আহ্‌মদীয়া জামা'তসমূহে সর্বপ্রথম আন্দোলন শুরু করেন । ১৯৩৮ ইং সনের ১৫ই এপ্রিল জুমুআর নামাযের পর ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মসজিদুল মাহ্‌দীতে সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার মোবাল্লেগ আল্লামা জিল্লুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে মজলিস গঠন করার জন্য এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় । মৌলভী সৈয়দ সাঈদ আহ্‌মদ সাহেব প্রেসিডেন্ট (কায়েদ) এবং মুহাম্মদ ইসহাক লস্কর সাহেব সেক্রেটারী মনোনীত হন ।

বৃটিশ রাজত্বের সময় অবিভক্ত বাংলার রাজধানী ছিল কলকাতায় । বহু খাদেম কলকাতা মজলিসের সাথে যুক্ত ছিলেন । কলকাতা মজলিসের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন মির্যা জাফর আহমদ, বার- এট- ল ।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আন্‌জুমানে আহমদীয়ার আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া ১৯৪৯ সালে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে পুনরায় কাজ আরম্ভ করে । তখন জনাব শহীদুর রহমান সেই মজলিসের কায়েদ ছিলেন । ১৯৫০ ইং সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসের কায়েদ ছিলেন জনাব মোহাম্মদ আলী (সি,এস,পি) । ১৯৫৩-৫৫ সাল পর্যন্ত জনাব শামসুর রহমান সাহেব এই দায়িত্ব পালন করেন । অতঃপর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম রিজিওনাল কায়েদ মনোনীত হন ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব । পরবর্তীতে ১৯৬১ ইং সালে জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেবকে 'রিজিওনাল কায়েদ' মনোনীত করা হয় । ১৯৬৪ ইং সালে জনাব মুসলেহউদ্দীন খাদেম সাহেবকে আঞ্চলিক কায়েদ মনোনীত করা হয় । ১৯৬৭ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্চলিক মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়াকে দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুল খালেক সাহবেকে ১ নং অঞ্চলের আঞ্চলিক কায়েদ এবং অধ্যাপক মুসলেহউদ্দীন খাদেম সাহেবকে ২ নং অঞ্চলের আঞ্চলিক কায়েদ নিযুক্ত করা হয় ।

২৪শে মে ১৯৭২ ইং তারিখে তৎকালীন আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার একটি বিশেষ অধিবেশনে বাংলাদেশের স্থানীয় মজলিসের প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন । সভায়

সর্বসম্মতি ক্রমে জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেবকে "নায়েব সদর মজলিসে মূলক" নির্বাচিত করা হয় । সদর, মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া মরকযীয়া ১৯৮০ সালে জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেবকে নায়েব সদর (১) এবং জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেবকে নায়েব সদর (২) নিযুক্ত করেন । পরবর্তী বৎসর ১৬ই ফেব্রুয়ারী মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেবকে "ন্যাশন্যাল কায়েদ" মনোনীত করেন । উল্লেখ্য যে, মৌলভী মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব ও জনাব মোহাম্মদ আবদুল জলিল সাহেব বিগত বৎসরগুলিতে একনিষ্ঠভাবে 'ন্যাশন্যাল মোতামাদ' হিসাবে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার খেদমত করেন । বিগত ১৯৮৬ ইং সালের ২রা নভেম্বর তারিখে সদর মজলিস খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া খাকসারকে "ন্যাশন্যাল কায়েদ" নিযুক্ত করেন ।

মোহাম্মদ আবদুল হাদী
ন্যাশনাল কায়েদ
বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়া

কুরআন করীমের উচ্চ মর্যাদা

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেনঃ- "আমার শিক্ষা এই যে, তোমাদের 'হেদায়েতের' জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা তিনটি জিনিস দিয়াছেন । সর্ব প্রথম, কুরআন শরীফ, যাহাতে খোদার তৌহীদ (একত্ব), গৌরব এবং মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে এবং ইহুদী ও নাসারাদের মধ্যে যে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার মীমাংসা করা হইয়াছে ।

তদ্রুপ কুরআন শরীফে খোদা ভিন্ন অন্য বস্তুর উপাসনা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, সে কোন মানুষ বা পশুই হউক, চন্দ্র, সূর্য বা কোন নক্ষত্রই হউক, কোন উপায় বা উপকরণই হউক, কিম্বা তাহার নিজ আত্মাই হউক । সুতরাং তোমরা সাবধান হও এবং খোদার শিক্ষা এবং কুরআনের হেদায়েতের বিরুদ্ধে এক পদও অগ্রসর হইও না । আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে । প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল ।

সুতরাং তোমরা কুরআন শরীফকে গভীর মনযোগ সহকারে পাঠ কর এবং উহার সহিত এরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর, যেরূপ প্রণয় বা অনুরাগের সম্বন্ধে অন্য কাহারও সঙ্গে কর নাই । কারণ খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'সর্ব প্রকার মঙ্গল কুরআন শরীফেই নিহিত আছে ।' এই কথাই সত্য । ধিক্ ঐ সকল ব্যক্তিকে যাহারা কুরআন শরীফের উপর অন্য কোন বস্তুকে স্থান দেয় । তোমাদের সমস্ত সফলতা ও মুক্তির উৎস কুরআন শরীফে আছে । তোমাদের কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয় নাই যাহা কুরআন শরীফে নাই । 'কিয়ামতের' দিন তোমাদের 'ঈমানের' সত্যাসত্যের মানদণ্ড একমাত্র কুরআন শরীফই হইবে । কুরআন শরীফ ভিন্ন আকাশের নিম্নে অন্য গ্রন্থ নাই যাহা কুরআন শরীফের সাহায্য ব্যতিরেকে তোমাদিগকে 'হেদায়েত' প্রদর্শন করিতে পারে । খোদা তোমাদের প্রতি বহু অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, কুরআন শরীফের ন্যায় গ্রন্থ তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যদি খ্রীষ্টানদিগকে দেওয়া হইত, তবে তাহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না । এই যে নিয়ামত ও হেদায়েত তোমাদিগকে প্রদান করা হইয়াছে, তাহা যদি ইহুদীদিগকে তৌরাতের স্থলে দেওয়া হইত, তবে তাহাদের কোন কোন ফিরকা 'কিয়ামতের' অস্বীকারকারী হইত না । সুতরাং তোমরা খোদা-প্রদত্ত এই 'নিয়ামতের' মর্যাদা উপলব্ধি কর । ইহা অতি প্রিয় নিয়ামত, ইহা এক মহাসম্পদ । যদি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত, তাহা হইলে সমস্ত দুনিয়া অপবিত্র মাংসপিণ্ডের ন্যায় রহিয়া যাইত । কুরআন শরীফের সম্মুখে অন্য সমস্ত ধর্ম গ্রন্থই তুচ্ছ ।" – (কিশ্‌তিয়ে নূহ)

প্রাকৃতিক দূর্যোগ ও পরিত্রাণ

—মকবুল আহ্‌মদ খান

আজ দুনিয়ার দশদিক ভীতচকিত করিয়া তুলিয়াছে শয়তানের অট্টহাসির কলরোল । শয়তান আজ তাহার সকল নখ ও দন্ত বিস্তার করিয়া মানবতাকে চিরিয়া ছিঁড়িয়া খাইতে শুরু করিয়াছে । ধরাতল আর এই পাপের গুরুভার সহিতে পারিতেছেনা । ভারমুক্ত হইবার আপ্রাণ তাড়নায় আজ সে ক্ষনে ক্ষনে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে । তাই, এত ভূকম্পন, এত তুফান আর টর্ণেডোর প্রলয়, প্লাবনের এত মারণ-প্রবাহ, খরার এত প্রচণ্ড দহণ, অগ্নিগিরির এত তাণ্ডব, আকাশে-বাতাসে দুর্গত মানুষের এত ক্রন্দন— এত আহাজারি । প্রকৃতির এই রুদ্ররোষ মানুষ প্রতিহত করিবে কি করিয়া ? একদিকে পাপের ক্রুর নিষ্পেষণে হৃৎপিণ্ড রক্তশূন্য হইতেছে, অন্যদিকে প্রকৃতির রুদ্রদাহ আর মানব-সৃষ্ট যুদ্ধের দাবানলে প্রান পুড়িয়া যাইতেছে । ইহার মধ্যে অসহায় মানুষের বাঁচিবার পথ কই ? পথ আছে।

খোদার দেওয়া স্বভাব-সম্মত সরল ও সুস্থির পথ। সে পথের বিধি-বিধানকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মানব-সন্তান যখন বক্রতা ও অস্থিরতার সর্পিল পথে যাত্রা শুরু করে, তখন সে ধ্বংসের ঘনান্ধকার গহ্বরে, পার্থিব লালসার আকর্ষনে দ্রুতবেগে পতিত হয় । সেই পতিত আত্মার উদ্ধারকল্পে উদ্বেলিত হয় তখন আল্লাহ্‌তা'লার করুণার মহাসিন্ধু । আবির্ভাব ঘটে পরিত্রাণ-কর্তার । খোদার আদেশে তিনি আসেন, আসিয়া মানুষকে সত্যের পূণ্য পথে আহ্বান জানান । মানুষকে আশার আর ভরসার বাণী শোনান, প্রেম আর আলোকের পথ দেখান, খোদা-মিলনের সন্ধান দান করেন । এ যুগেও তিনি আসিয়াছেন । তিনি হইলেন প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও মাহ্‌দী (আঃ)। কিন্তু পাপ-যমুনার কলুষিত প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে মোহান্ধ মানুষ । কর্ণপাত করে নাই তাহাঁর ডাকে । বরং উপহাস করিয়াছে, বিদ্রুপ ও বিরোধিতা করিয়াছে । আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন "পরিতাপ বান্দাগনের জন্য, তাহাদের নিকটে আসেন নাই এমন কোন রসূল যাঁহাকে তাহারা পরিহাস করে নাই ।" (সূরা ইয়াসীন)

তাই আরেকবার আল্লাহ্‌তা'লার এই রুদ্র ঘোষনাঃ "পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী আসিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁহাকে গ্রহণ করে নাই; পরন্তু খোদা তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন, এবং মহা পরাক্রমশালী আক্রমণ সমূহ দ্বারা তাঁহার সত্যতা প্রকাশিত করিবেন ।" (ইলহাম ঃ ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্‌—আঃ)

কুরআন করীমে আল্লাহ্‌তা'লা বলিয়াছেন ঃ "আমরা রসূল প্রেরণ না করিয়া কখনই শাস্তি অবতীর্ণ করি না ।" (সূরা বনী-ইস্রাইল)। এই ধারায় অবতীর্ণ বহু ভয়াবহ শাস্তির উল্লেখ আসিয়াছে কোরআন করীমে, বিশেষতঃ সূরা হুদে । সাইয়্যেদনা খাতামান্নাবিয়ীন মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলিয়াছেন ঃ "সূরা হুদ আমার অকাল বার্ধক্য আনিয়া দিয়াছে ।" (মনসুর)

বস্তুতঃপক্ষে প্রতিশ্রুত সতর্ককারীকে না মানার কারণে ঐসকল আযাব পুনরায় সংঘটিত হইবে । অন্যান্য ধর্ম্ম ও জাতির উপর ইসলামের বিজয়ের জন্য হযরত রসূলে করীম (সাঃ)-এর একজন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধির অভ্যুত্থান অপরিহার্য ছিল । দাজ্জালিয়াতের বিনাশকারী, আগুনের খেলায় মত্ত ইয়াজুজ ও মাজুজের আক্রমণ হইতে উদ্ধারকারী প্রতিশ্রুত পুরুষের আবির্ভাবের সময় পর্যন্ত চিহ্নিত করা ছিল-ধূমকেতু আর উল্কাপাতের দ্বারা, প্লেগ আর ভূমিকম্পের দ্বারা, একই রমজানের চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের দ্বারা । হিজরী শতাব্দীর মাথায় মুজাদ্দিদের আগমনের ক্রমধারায়, সেই সময় নির্ধারিত ছিল চৌদ্দ শতাব্দীর শিরোভাগে। সেই চিহ্নিত ও নির্ধারিত সময়ে সেই মহামানবের আগমনও ঘটিয়াছে । দুনিয়াকে তিনি ঐশী নির্দেশে ১৩০৬ হিজরী সনে আল্লাহ্‌তা'লার আদেশে সত্যিকার ইসলামের পথে আহ্বানও করিয়াছেন । ধর্ম-বিরোধী যাবতীয় অন্ধ-সংস্কার, ভ্রান্ত-চিন্তা ও মিথ্যা দর্শনকে স্বীয় কলমের শানিত আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া জেহাদে কবীরা সমাধা করিয়াছেন তিনি । সত্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন অকাট্য দলিল আর ঐশী নিদর্শনের আলোকে । কিন্তু, 'দুনিয়া তাঁহাকে কবুল করে নাই' । এমন কি, আজ হিজরী চৌদ্দ শতাব্দী পার হইয়া পঞ্চদশ শতাব্দী চলিতেছে । কাজেই, পরাক্রমশালী খোদার পূর্ব-ঘোষণা অনুযায়ী একটার পর একটা শাস্তি আসিতেছে ।

ঐ ধ্বংস, ঐ শাস্তি আজ ঘটমান । এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ এবং আমেরিকার সর্বত্র দৈব-দূর্যোগ, যুদ্ধ-সংঘাত আজ নিত্য-ঘটনা । দূর্যোগ আসিয়াছে দরিদ্রের পূর্ণ কুটিরে, ধনীর বালাখানায়, গ্রামে-বন্দরে, দেশে-মহাদেশে। দূর্যোগের কবল হইতে আজ আর কেহ নিরাপদে নাই । প্রেরিত সর্তককারী হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)-এর ঘোষণা ঃ—

"হে ইউরোপ, তুমিও নিরাপদ নহ । হে এশিয়া, তুমিও নিরাপদ নহ । হে দ্বীপ-বাসীগণ, কোন কল্পিত খোদা তোমাদিগকে সাহায্য করিবেন না । আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য পাইতেছি । সেই একমেবাদ্বিতীয়ম খোদা দীর্ঘকাল নীরব ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে বহু অন্যায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এতদিন তিনি নীরবে সব সহ্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এবার তিনি রুদ্র মূর্তিতে তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবেন । যাহার কর্ণ আছে সে শ্রবণ করুক, ঐ সময় দূরে নহে । আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি, ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া অবশ্যাম্ভাবী । আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, এ দেশের পালাও ঘনাইয়া আসিতেছে । নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসিবে, লূতের যুগের ছবি তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করিবে । কিন্তু খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর । অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হইবে । যে খোদাকে পরিত্যাগ করে সে মানুষ নহে, কীট এবং যে তাঁহাকে ভয় করে না, সে জীবিত নহে, মৃত ।" (হকীকাতুল ওহী, ১৯০৬ ইং)

এই শাস্তি, এই খোদায়ী আযাবের প্রচণ্ডতার বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম মাহ্দী (আঃ) বলিয়াছেন ঃ

"নরমীর দিন শেষ, এবারে রুদ্র খোদা খশম্গীন
কাম দেখাবে কামার যেরূপ হাতুড় দিয়ে কাম দেখায়,
শয়তানও ফের হইবে খাড়া সিজদা দিতে সেই সে দিন,
এই আশাতে-ফের যদি বা সিজদা দেওয়ার হুকুম পায় ।"
(দুর্রে সমীন ঃ মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্দী-আঃ)

কে জানে সিরিয়া-লেবাননে (শাম) যে গৃহযুদ্ধ চলিতেছে, গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়িয়া মুসলিম ও ইহুদীদের মধ্যে যে ঘাত-সংঘাত চলিতেছে, উহাই আর একটি বিশ্ব-যুদ্ধ ডাকিয়া আনিবে কি না ! যুদ্ধ-সংঘাতের জটিল ঘূর্ণিপাকে খেলাফতের নেতৃত্বহারা বিশ্ব-মুসলমান আজ দিশাহারা । প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্দী মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে, গণচীনের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে, পৃথিবীর পৃষ্ঠে মহা পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । 'শাম'কে কেন্দ্র করিয়াও মহাপ্রলয়ঙ্করী যুদ্ধ-সংঘাত ঘটিবার কথা আছে তাঁহার বাণীসমূহে । কথা আছে, সেই যুদ্ধের, সেই মহা-ধ্বংসের রক্তস্নানের অবসানে আহ্মদিয়াতের তথা সত্য ইসলামের প্রকাশ্য বিশ্ব-বিজয় সূচিত হইবে । মাহ্দী (আঃ)-এর অনুগামীতার মধ্যেই ইসলামের বিজয় অবধারিত ও অনিবার্য ।

বন্ধুরা ! অবকাশ যাহা ছিল, তাহা তো ফুরাইয়া যাইতেছে । প্রেরিত মসীহ্ ও মাহ্দী (আঃ)-কে না মানার অপরাধে খোদার গযবের অগ্নিগিরি আজ চতুর্দিকে অগ্নি উদ্গীরণ শুরু করিয়াছে ।

"চোখের পানিতে বন্ধুরা মোর
প্রতিকার কিছু করো তাহার,
আকাশ এবারে আগুন ঝরাবে
হে গাফেল, এ যে খবর তাঁর ।"
(দুর্রে সমীন ঃ মসীহ্ মাওউদ— ইমাম মাহ্দী-আঃ)

খোদার প্রেরিত পুরুষের ডাকে সাড়া দেওয়ার তওফিক হউক সকল বনী-আদমের । ইহাই পরম করুণাময়ের দরবারে আমাদের কাতর প্রার্থনা । আমিন ।

মুবাহালা কি ও কেন ?

—মৌলানা সালেহ আহ্‌মদ

'মুবাহালা' বাবে মুফাআলা হতে এক আরবী শব্দ যার অর্থ হ'লো দু'পক্ষের মধ্যে সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়ের জন্য দোয়ার মোকাবেলা করা । পবিত্র কুরআনে মুবাহালার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে ।আল্লাহ্‌তা'লা বলেন ঃ—

"তোমাদের নিকট জ্ঞান আসিবার পরে যে ব্যক্তি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করে তাকে তুমি বল, এসো আমরা ডাকি আমাদের পুত্রগণকে এবং তোমাদের পুত্রগণকে, আমাদের নারীগনকে এবং তোমাদের নারীগণকে, আমাদের লোকগণকে এবং তোমাদের লোকগণকে । অতঃপর কান্নাকাটি করে দোয়া করি এবং মিথ্যাবাদীর উপর আল্লাহ্‌র লানত যাচনা করি । (আল ইমরান ঃ ৬২)

এই আয়াতে আল্লাহ্‌তা'লা মুবাহালার জন্য যেসব শর্তাবলী বর্ণনা করেছেন সেগুলি এইরূপ ঃ-

(ক) আল্লাহ্‌তা'লার প্রেরিত ব্যক্তির দলিল-প্রমান দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার পর চরম বিরোধীতায় লিপ্ত থাকার পর মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়ে থাকে ।

(খ) মুবাহালা দু'পক্ষের মধ্যে হতে হবে ।

(গ) মুবাহালার দু'পক্ষের নেতৃত্ব-দানকারী তাদের অনুসারীদের সাথে একত্রিত ভাবে দোয়া করবে ।

(ঘ) মুবাহালার জন্য সময়, স্থান ও দুই দলের একই জায়গায় উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন নেই ।

(ঙ) দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ফয়সালা চাইতে হবে ।

(চ) আল্লাহ্‌র ফয়সালার জন্য দোয়া ও ধৈর্য্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে ।

এই আয়াতের ব্যাপারে মুফাসসিরীনগণ লিখেছেন যে,নাজরানের খৃষ্টানগণ প্রতিনিধি হিসেবে ৬০জন লোককে হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর দরবারে প্রেরন করেন । যাদের মধ্যে ১৪ জন নেতাও ছিলেন । সাহাবীগণ (রাঃ) মন্তব্য করেন যে, তাদের পরে ঐ রকম জাকজমকপূর্ণ আর কোন প্রতিনিধি কখনো আসেনি । তাদের ইবাদতের সময় হলে হযরত রসুল করিম (সাঃ)-এর আদেশক্রমে তারা মসজিদে-নববীতেই তাদের ইবাদত সম্পন্ন করে । তারপর আবার তারা আলোচনায় লিপ্ত হয় । তাদের সাথে আলাপ-আলোচনার পরও যখন তারা সত্যকে গ্রহণ করল না তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাদের মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দিলেন । বর্ণিত আছে যে, তখন খৃষ্টানরা নির্জনে বসে পরামর্শ করে । তাদের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি এই শেষ সিদ্ধান্ত শুনায় যে, "হে খৃষ্টানগণ,নিশ্চিত ভাবে এটা জেনে নিয়েছ যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসুল । তোমরা এও জেনে নিয়েছে যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর মূল তত্ব তাই যা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মুখে শুনেছ । আর তোমরা জানবে, যে সম্প্রদায় নবীর সাথে পরস্পর অভিসম্পাত দেয়ার কাজে অংশ নেয় সেই সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে যায় ।"(তফসিরে ইবনে কাছির)

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেন, যদি নাজরানের খৃষ্টানরা মুবাহালা গ্রহণ করত তাহলে একবছরের মধ্যেই তাদের সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেতো । এ যুগেরও প্রতিশ্রুত মাহ্‌দী মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) যখন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মনোনীত হওয়ার দাবী করলেন তখন সমগ্র হিন্দুস্থানে এমন কি বিশ্বব্যাপী এক বিরোধীতার ঝড় বইতে শুরু করে । শেষ পর্যন্ত তিনিও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নত অনুযায়ী মুবাহালার চ্যালেঞ্জ দান করেন । তিনি ঘোষণা করেন— "প্রত্যেকেই যে আমাকে চরম মিথ্যাবাদী মনে করে এবং প্রত্যেকেই যে আমাকে ধূর্ত ও প্রতারক মনে করে এবং আমার মসীহ্‌ মাওউদ হওয়ার দাবীর ব্যাপারে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে এবং খেদাতা'লার তরফ থেকে আমার প্রতি যে ওহী হয়েছে তাকে আমার প্রতারনা মনে করে, সে ব্যক্তি মুসলমান হিসেবে পরিচিত হোক বা হিন্দু, আর্য অথবা যে কোন ধর্মের অনুসারী হোক তার অবশ্যই এই অধিকার থাকবে যে, সে নিজস্ব পন্থায় আমাকে তার প্রতিপক্ষ ধরে লিখিত মুবাহালা প্রকাশ করবে । অর্থাৎ খোদাতালার সমীপে কতিপয় সংবাদপত্রে সে এই স্বীকৃতি প্রকাশ করবে যে, আমি খোদাতালার কসম খেয়ে বলছি যে, আমি এই অন্তর্দৃষ্টি পূর্ণরুপে লাভ করেছি যে, এই ব্যক্তি (এখানে আমার নাম পরিষ্কারভাবে লিখবে) যে মসীহ্‌ মাওউদ হওয়ার দাবী করেছে সে আসলে চরম মিথ্যাবাদী এবং এইসব ইলহাম যার মধ্যে থেকে কিছু কিছু সে তার এই কিতাবে লিখে দিয়েছে তা খোদার কালাম নয়, বরং সবই তার জালিয়াতি এবং আমি সত্যি সত্যিই নিজের পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর চিন্তা-ভাবনার পর এবং পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তাকে প্রতারক,মিথ্যাবাদী এবং দাজ্জাল মনে করি । অতএব,হে সর্বশক্তিমান খোদা ! যদি তোমার নিকট এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, প্রতারক,

কাফের ও বেদীন না হয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমার এই মিথ্যা আরোপের জন্য এবং অবমাননা করার জন্য কোন কঠিন আযাব নাযেল কর, অন্যথা তাকেই আযাব-গ্রস্ত কর (আমীন)।"

প্রত্যেকের জন্যই কোন তাজা নিদর্শন চাওয়ার এই দুয়ার খোলা আছে । এই চ্যালেঞ্জ মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) আজ থেকে একশত বৎসর আগে দিয়ে গিয়েছেন । তাঁর এই মুবাহালার চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করে আথম, লেখরাম ও ডুই প্রমূখ এই দুনিয়ার জন্য নিদর্শন হয়ে মৃত্যু বরণ করে । জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতার এই চ্যালেঞ্জ সর্বকালের জন্য বিদ্যমান ।

বর্তমানে মুবাহালার প্রয়োজনীয়তা ঃ

১৯৮৪ সালের ২৬শে এপ্রিল, পাকিস্তান সরকার অডিন্যান্সের মধ্য দিয়ে 'আহ্‌মদী' সম্প্রদায়ের উপর অমানবিক অত্যাচার ও ইসলামিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয় । জামাতের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে, জামাতের বুজর্গদের বিরুদ্ধে, জামাতের সদস্যগনের বিরুদ্ধে তারা মিথ্যারোপ করেছেন, অপবাদ রটিয়েছেন, মোল্লাদের সহযোগিতায় নির্যাতন চালিয়েছেন।আর তা এক-আধ দিন নয় দীর্ঘ চারটি বছর ধরে । তাই ১০ই জুন ১৯৮৮ তারিখে নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয় মুসলিম জামাতের নেতা মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ) বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি প্রকাশ্যভাবে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন ।

এই মুবাহালা কাদের প্রতি ঃ

মুবাহালার এই চ্যালেঞ্জ যাদেরকে দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান প্রধান হচ্ছেন ঃ—

(১) জেনারেল মুহম্মদ জিয়াউল হক, পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা ।

(২) রাবেতা আলমে ইসলামী'র কর্মকর্তাবৃন্দ ।

(৩) বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বা ফের্কার নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে যারা আহ্‌মদীয়া সম্প্রদায়ের বিরোধী এবং সেই আলেমরা যারা নিজেদেরকে "উলেমায়ে খতমে নবুওয়াত" বলে আখ্যায়িত করে থাকেন ।

(৪) পাকিস্তানের সেই সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যারা প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে আহ্‌মদীয়াত-বিরোধী প্রপাগাণ্ডাকে সহায়তা দিচ্ছে, প্রশ্রয় দিচ্ছে।

(৫) সেই সব সরকারী কর্মচারীবৃন্দ যারা পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে এরূপ প্রপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে।

(৬) পাকিস্তানের তথাকথিত শরীয়াতী আদালতের বিচারকবৃন্দ।

(৭) সেই সব আলেম বা পণ্ডিত ব্যক্তি যারা আহ্‌মদীয়াত-বিরোধী সাহিত্যের প্রণেতা ।

(৮) পাকিস্তানের সব আদালতের সেই সব ম্যাজিষ্ট্রেট ও বিচারকবৃন্দ যারা পাকিস্তান দণ্ডবিধি বা পেনাল কোর্ডের বিভিন্ন ধারা মোতাবেক আহ্‌মদীদেরকে শাস্তি দান করেছেন ।

মুবাহালার ফলাফল ঃ

বর্তমানে যে মুবাহালার ডাক দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশিত হয়েছে গত ১০ই জুন ১৯৮৮ইং তারিখে এবং তা জনসাধারন্যে প্রচারিত হওয়ার ঠিক একমাস পরেই (১০ই জুলাই'৮৮) জামাতে আহ্‌মদীয়ার বিরোধী পক্ষের এক ব্যক্তি (মাওলানা আসলাম কোরেশী) আকস্মিকভাবে পাকিস্তানে আত্মপ্রকাশ করে । এই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যাকে অপহরণ ও খুন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল জামাতে আহ্‌মদীয়ার চতুর্থ খলীফা মির্যা তাহের আহ্‌মদ সাহেব (আইঃ)-কে । সে পাঞ্জাবের 'পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেলের' কাছে হাজির হয় এবং তার এই আত্মপ্রকাশের ঘটনাটি পাকিস্তানের টেলিভিশনে প্রদর্শিত হয় এবং বিপুলভাবে প্রচার করা হয় । (১৩ই জুলাই '৮৮, দৈনিক জং)

এই ঘটনাটি ঘটে মুবাহালার ঠিক এক মাস পরেই । কাজেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র তরফ থেকে বিরোধী পক্ষের প্রতি এবং তাদের মিথ্যা কল্পনার বিশাল সৌধের প্রতি এটা ছিল প্রথম আঘাত ।

মুবাহালার চ্যালেঞ্জ ঘোষনার পর নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া জামাতের ইমামের পক্ষ থেকে জেনারেল জিয়াকে বার বার সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যে, এই মুবাহালায় তার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কাজেই সে আনুষ্ঠানিকভাবে এই মুবাহালায় অংশ গ্রহণ করুক । সে এই মুবাহালার একটি পক্ষ ।

১৭ই আগষ্ট ১৯৮৮ইং তারিখে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আদালত তাঁর রায় দান করেন । আল্লাহ্‌তা'লা মু'মেন বান্দাদের দোয়া কবুল করেছেন । পাকিস্তানে জেনারেল জিয়া এমনভাবে ধ্বংস হয়ে গেল, যাতে মানুষের কোন হাত ছিল না । কত বিসময়কর খোদাতা'লার লীলা ! তিনি জিয়ার দেহ এমনভাবে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রাকারে টুকরা টুকরা ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন যে শুধু অবশিষ্ট ছিল তার চোঁয়ালের একটা অংশ যা এই মুবাহালার কথা শুনে হাসতো ।

এই মুবাহালার ঘোষনার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাকৃতিক দূর্যোগের মাত্রা, পরিধি ও ভয়াবহতা অনেক বেড়ে গেছে । অভূতপূর্ব বন্যা, ভূমিকম্প, ঝড়-ঝঞ্জা, জলোচ্ছ্বাস, অগ্নিকাণ্ড, দাবানল, পঙ্গপাল ইত্যাদির মারাত্মক আক্রমনে মানুষ অতিষ্ট হয়ে উঠেছে ।

আমরা এ কথাও ঘোষনা করতে চাই যে, বিশ্বের কারো প্রতি আমাদের কোন বিদ্বেষ বা শত্রুতা নেই । সুতরাং আমরা দুঃখের সঙ্গে ঘোষনা করতে চাই যে, যদি জেনারেল জিয়াউল হক আহ্‌মদীয়া জামাতের নেতার উপদেশ শুনতেন ও নিষ্পাপ আহ্‌মদীদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতেন তবে তাকে এ'রূপ ভয়াবহ মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হতো না ।

মুবাহালার প্রেক্ষিতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

মির্যা তাহের আহ্‌মদ (আইঃ) যে সকল খোৎবায় আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেছেন নিম্নে তা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ

(১) খোদাতা'লার সাথে সম্পর্ক জিন্দা করা, দোয়া ও আস্তাগফার করা, বিরুদ্ধবাদীদের জন্য দোয়া করা যাতে তারা সত্যকে খুঁজে পায় ।

(২) এমনভাবে খোদাতা'লাকে মান্য করা উচিৎ যাতে মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ)-কে মান্য করায় আকাশে নাজাত-প্রাপ্ত বলে বিবেচিত হতে পারে । এর জন্য বেশী বেশী এবাদত করা প্রয়োজন ।

(৩) সর্বদা খোদার জিকিরে মগ্ন থাকা যাতে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিতে দেরী না হয় ।

(৪) বেশী বেশী করে ইসলামের আদেশ সমূহ মান্য করা । আমাদের মাঝে এবাদতের মান বাড়াতে হবে ।

(৫) প্রত্যেক আহ্‌মদীগৃহে নামাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে । প্রত্যেকের অন্তরের দুর্বলতা দূর করতে হবে, যাতে খোদাতা'লার সহিত 'তায়াল্লুক' ও সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় ।

(৬) প্রত্যেক বস্তুই কুরবানীর জন্য পেশ করতে হবে ।

(৭) মুবাহালায় সাফল্যের জন্য কৃতজ্ঞতা-পূর্বক খোদাতা'লার হামদ করতে হবে, বেশী বেশী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি দরুদ পাঠ করতে হবে ।

সব শেষে সকলকে এই কথাই বলতে চাই, আল্লাহ্‌তা'লা সকল বিরুদ্ধবাদীকে শেষ যুগে আগত প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও মাহ্‌দী (আঃ)-কে মানার মধ্য দিয়ে খোদার ও তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পায়রবী করার তৌফিক দান করুন । আমিন ।

আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামাসাল্লাইতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ । আল্লাহুহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ ।

হযরত মোহাম্মদ হোসেন, মুরব্বী, সিলসিলা আলিয়া আহ্‌মদীয়ার বর্ণিত একটি ঘটনাঃ

আমার পিতা ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে হযরত আকদাস মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর হাতে বয়আত করেন । আমাদের পরিবার বাটালা শহরে বসবাস করত । বাটালা কাদিয়ান থেকে এগার মাইল দূরে অবস্থিত যা গুরুদাসপুর জিলার একটি তহ্‌সীল । শেখ মোহাম্মদ হুসেইন বাটালবী ছিল হযরত আকদাস (আঃ)-এর একজন সহপাঠি । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ গৃহে মৌলভী রেখে কুরআন শরীফ, কতক ফারসী পুস্তক, আরবী গ্রামার ইত্যাদি পড়েন । শেখ বাটালবী সাহেবও তার নিকট পড়তেন । মৌলভী সাহেব এবং শেখ বাটালবী সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর খুব ভক্ত ছিলেন । যখন হযরত সাহেব (আঃ) "বারাহীনে" আহ্‌মদীয়া পুস্তক লিখেন এবং সকল অমুসলমান ধর্মাবলম্বীদেরকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করেন যে, আমি ইসলামের সত্যতার যে সমস্ত নিদর্শন পেশ করেছি যদি কেউ তার মোকাবেলা করতে পারে এবং প্রমাণ করে দেয় যে, তাদের ধর্মগ্রন্থেও সত্যতার এমন নিদর্শনসমূহ রয়েছে তা হলে তাদেরকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে । কিন্তু হুযূর (আঃ)-এর পেশকৃত দলীল-প্রমাণসমূহকে কেউই খণ্ডন করার সাহস পায়নি । অথবা নিজদের ধর্মের সত্যতার কোন দলীল-প্রমাণ পেশ করেনি । আমাদের পরিবারের সাথে উক্ত শেখ মোহাম্মদ হুসেইনের পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তার শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আমাদের পরিবার আহ্‌লে হাদীস মতালম্বী হয় । এজন্য তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দাবীর উপর কোন চিন্তা-ভাবনা করেনি । কেননা এত বড় মৌলভী সাহেব তো তাকে সত্য বলে মানেনি । যদিও শেখ সাহেব নিজের বক্তৃতাসমূহে ইহা বলতে থাকতেন যে, মির্যা সাহেব যা কিছু লেখেন তা সত্য, কিন্তু বাহ্যদর্শী মৌলভী সাহেব তাঁর (আঃ) কথাগুলো বুঝতে পারত না । এমন কি শেখ সাহেব হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইলহামসমূহকে সত্য বলে মনে করত । তথাপি তার স্বভাব কিছুটা এরকম ছিল যে, নিজের মতের বিরুদ্ধে কোন কথা হলে তা গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত থাকত না । আমার পিতা বলেন, 'আমি মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছি আপনি তো মির্যা সাহেবের অনেক প্রশংসা করেন । কিন্তু এখন ১৭২ জন মৌলভী কর্তৃক দস্তখতকৃত কুফরী ফত্‌ওয়া জারী করা হয়েছে, তার কারণ কি ?' মৌলভী সাহেব বলেন, 'আমি যখন তার সম্বন্ধে অবগত ছিলাম এবং তার বইয়ের অনেক প্রশংসা করেছিলাম তখন তার দাবী করার পূর্বে আমার সাথে পরামর্শ করা উচিত ছিল ।' আমার পিতা বলেন, 'মৌলভী সাহেব, আপনি তো অদ্ভুত কথা বলছেন, আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামের সাহায্যের জন্য যদি কাউকে দায়িত্ব দেন তখন তিনি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন' আপনার কথা মানবো কি না মানবো ? আজ পর্যন্ত কি আল্লাহ্‌তা'লার পক্ষ থেকে কোন সংস্কারক নিজের জাতির নিকট হতে পরামর্শ নিয়েছেন ? আপনার কাছে কি এর কোন প্রমাণ আছে ?'

আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর সভাগুলোতে প্রায় সাড়ে ছয় বৎসর বসার সৌভাগ্য লাভ করেছি । তিনি যোহর অথবা অন্যান্য নামাযের পর কিছু সময়ের জন্য মসজিদে বসতেন । এ সময়ে বিভিন্ন ধরণের নসিহত করতেন যা মানুষের আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতো । আমাদেরও দেখার সৌভাগ্য হত । যেহেতু আমরা বয়সের দিক থেকে ছোট ছিলাম সেজন্য এ পবিত্র ব্যক্তিকে দেখতে থাকতাম এবং অন্তরে আনন্দ অনুভব করতাম । উক্তরূপে তাঁর মজলিসতো ফিরিশ্‌তাদের মজলিস বলেই মনে হতো । বড় বড় উলামা আগ্রহের সাথে একাগ্রচিত্তে তাঁর 'চেহারা মোবারকের' দিকে তাকিয়ে থাকতেন ।

ঐ বুযূর্গদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল

হযরত মৌলানা আব্দুল গাফ্‌ফার খান সাহেব কাবলী
" " আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটী
" " মোহাম্মদ আহ্‌সান সাহেব আমরোহী
" " মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব
" " সৈয়দ মেহেদী হাসান সাহেব
" " সৈয়দ আব্দুস সাত্তার শাহ্ সাহেব কাবলী
" " শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব
" " পীর সিরাজুল হক নোমানী সারমাদী সাহেব

হযরত মৌলানা মীর কাসেম আলী সাহেব
" " মোহাম্মদ আলী সাহেব এম, এ
" " নূরুদ্দীন সাহেব ভেরোবী
" " কাজী আমীর হুসেইন সাহেব
" " শের আলী সাহেব
" " আহ্‌মদ নূর সাহেব কাবলী
" " ছাহেব নূর সাহেব কাবলী

অনুবাদঃ বশিরুর রহমান (সদর মুরব্বী)

ঐক্যের উদাত্ত আহ্বান

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া

আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন—

'তোমরা সকলে আল্লাহ্‌র রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না ।' (সূরা আল্-ইমরান ঃ ১০৪)

'যাহারা আল্লাহ্‌র পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রচীরের মত সংগ্রাম করে, আল্লাহ্ তাহাদিগকে ভালবাসেন ।' (সূরা সাফ্‌ফ ঃ ৫)

হযরত নবী করীম (সাঃ) 'দূর্গ আবি-তালিবে' যে ভাষণ দেন, এর অংশ বিশেষ নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

'হে মানুষ, নিঃসন্দেহে সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই এবং সকল মুসলমান এক ব্যক্তি-সদৃশ। তার শিরঃপীড়া উপস্থিত হলে সর্বশরীর বেদনায় জর্জরিত হওয়াই বাঞ্ছনীয় । এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য এক বুনিয়াদ স্বরূপ, যার এক অংশ অন্য অংশের বোঝা বহনে সাহায্যকারী । আমি তোমাদের নসিহত করছি, প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর ভাই— তাই কেউ যেন কাউকে যুলুম না করে এবং কাউকে যেন একাকী বন্ধুহীন বা সাহায্যহীন ছেড়ে না দেয়া হয় । যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ্ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন । যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করে দেবেন । যে ব্যক্তি অন্যের ত্রুটি গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার ত্রুটিও গোপন রাখবেন ।'

'হে মানুষ, যথাসম্ভব ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন যাপন কর । পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাক । তোমাদের প্রভু তোমাদেরকে নিঃস্বার্থ কর্মের হুকুম দিচ্ছেন এবং ফেতনা-ফাসাদ ও খুনা-খুনী নিষিদ্ধ করছেন । যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, তোমরা মুসলমান না হওয়া পর্যন্ত বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না । আর নিজের জন্য তোমরা যা পছন্দ কর অপর ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ না করা পর্যন্ত তোমরা মুসলমান হতে পারবে না । এবং পরস্পরের সুখে-দুঃখে অংশগ্রহণ কর । আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য বুনিয়াদ স্বরূপ। তার অর্থ হলঃ এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য দেওয়ালের ইটের মত একে অপরকে আঁকড়ে থাকে । যেরূপ দেওয়ালের এক ইট অপর ইটকে সংযুক্ত রাখে, সেরূপ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকার জন্য আমি তোমাদেরকে হেদায়াত করছি । তোমরা যে অবস্থায়ই থাক না কেন একে অপরের সাহায্য করবে । আমি তোমাদের হুঁশিয়ার করছি যে তোমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে থাক, একে অপরকে সাহায্য কর অর্থাৎ আশ্রয় দান কর তা'হলে তোমরা প্রাচীরের ন্যায় মযবুত থাকবে । অন্যথায় তোমরা স্তুপীকৃত ইটের ন্যায় হবে, কোন দৃঢ়তা থাকবে না এবং যে কেউ তা উড়িয়ে দিতে পারবে ।'

পবিত্র কুরআন ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণের গুরুত্ব সম্বন্ধে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন ঃ

'তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবী মোহম্মাদ মোস্তাফা (সাঃ)-এর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না যেন আকাশে তোমরা মুক্তি প্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পার ।''সুতরাং তোমরা সাবধান হও ।খোদার শিক্ষা এবং কুরআনের 'হেদায়াতের' বিরুদ্ধে এক পদও অগ্রসর হইও না । আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লংঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে।তোমরা যদি ইচ্ছা কর যে, আকাশে আল্লাহ্‌তা'লা তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হউন, তাহা হইলে তোমরা পরস্পর সহোদর ভাইয়ের মত হইয়া যাও । তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মহৎ যে নিজের ভ্রাতার অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং বড়ই দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি যে হঠকারিতা করে এবং নিজের ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নহে ।' (কিশ্‌তিয়ে নূহ)

উল্লিখিত উদ্ধৃতিসমূহ মো'মেনদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে, যারা জামা'তে যে কোনভাবে বা কোন কারণে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করে তারা আল্লাহ্ এবং রসূলের নির্দেশকে অমান্য করে । এর পরিণত কখনও শুভ হতে পারে না ।

যে বিষয়টি সবাইকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে তা হলো জামা'তে ঐক্য বজায় রাখা ও উহাকে ক্রমাগত জোরদার করা কমবেশী সবারই দায়িত্ব।কেননা আল্লাহ্ সকলকে তাঁর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধরতে হুকুম দিয়েছেন । তবে

যে যত বেশী উচ্চ পদে আছেন এ ব্যাপারে তার দায়িত্ব তত বেশী । তাই যার যতটুকু দায়িত্ব তা পালন না করলে আল্লাহ্‌র নিকট কখনও আমরা দায়িত্বশীল বলে গণ্য হতে পারবো না । ঐক্যের অবহেলা বা বিরোধিতা করলে আল্লাহ্‌র বিরোধিতাই করা হবে । এ কথা প্রত্যেক আহ্‌মদী ভাই-বোনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে ।

আল্লাহ্‌র রজ্জু সম্পর্কে এখানে কিছু বলা খুবই প্রয়োজন । আল্লাহ্‌র রজ্জু হলো নবুওয়াত ও এর স্থলাভিষিক্ত খেলাফত । সারা বিশ্বে একমাত্র আহ্‌মদীয়া জামা'তই খেলাফতের গৌরবে গৌরবান্বিত । খোদার অসীম রহমতে এর সৌরভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে । নিজের দোষ-ত্রুটি দ্বারা আমরা কেউ যেন এ হতে বঞ্চিত না হই—এজন্য সবাইকে সদা সতর্ক থাকতে হবে । খেলাফতের পবিত্র রজ্জুখলীফা হতে শুরু করে ক্ষুদ্রতম জামা'ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত । তাই সর্বস্তরে ইহা রক্ষার জন্য নিষ্ঠা ও আনুগত্য থাকা চাই । কোথাও যেন কখনও ছেদ দেখা না দেয় । খলীফার নিকট বয়াত দ্বারা আমরা ঐ রজ্জুর সাথে সংযুক্ত হই ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (আইঃ) ঐক্যের বিষয়ে তাকিদ দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

'নতুন শতাব্দী শুরু হবার পূর্বে নিজেদের হারানো ঐক্যকে ফিরিয়ে আনুন । সাধারণতঃ দেখা গিয়েছে, ঐক্যকে খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্য দায়ী কেবল জামা'তের কতিপয় ব্যক্তি । জামা'তের কর্মকর্তাদের মধ্যে অনেকে এমন রয়েছেন যাঁদের মধ্যে কঠোরতা ও স্বার্থপরতা পরিলক্ষিত হয়, যার কারণে জামা'তের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ।'এই দিকে জামা'তের দৃষ্টি আকর্ষণ করে হুযুর আকদাস (আইঃ) বলেন, 'অনেক জায়গায় বড় ফিৎনা মাত্র কয়েক জনের বিদ্রোহাচরণের কারণে সৃষ্টি হয়েছে । কিন্তু আমীর যদি প্রকৃত মুত্তাকী হতেন এবং কর্তব্য ও অধিকারের ব্যাপারে অবগত করতেন, বিদ্বেষ ও মতভেদ দূর করার পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত করতেন তাহলে তাদের অজানার কারণে কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না । যদি আমীর অনুধাবন করতেন যে,আমি এই লোকদের অভিভাবক এবং তাদের সামনে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে এবং জামা'তের সদস্যগণের নিকট আমি দায়ী এবং সর্বশেষে আমাকে খোদার সামনেও জবাবদিহী হতে হবে, তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর জামা'তের প্রতিটি ব্যক্তির জন্য ঐ আমীর নিজের অন্তরে বেদনা রাখতেন এবং তিনি সহজে কখনও এরূপ হতে দিতেন না যে, কোন আহ্‌মদী আগুনের কিনারায় গিয়ে পৌছুক । যথাসম্ভব সেই আমীর সচেষ্ট হতেন যে এমন ব্যক্তি, যে ভুল বুঝাবুঝির ও আত্মম্ভরিতার শিকার হয়েছে তার সংশোধন হউক । সাধারণতঃ এমন আমীর,যে জামা'তের জন্য দরদ রাখে,সে কখনও ইহা সহ্য করতে পারে না যে, কোন আহ্‌মদী বিনষ্ট হোক । এইজন্য ঐ সকল আমীরদের ঐক্যের অবস্থা ভিন্নরূপ হয়ে থাকে এবং এমন আমীর, যে অনুভূতিহীন হয়, তার জামা'তের ঐক্যের অবস্থা ভিন্ন রূপ হয় ।'

হুযুর (আইঃ) বলেন, 'প্রেসিডেন্টকে জামা'তের লোকেরা নির্বাচিত করে, কিন্ত আমীরকে মনোনীত করা হয় । এজন্য যদি প্রেসিডেন্ট ভুল করে তাহলে তার ভুল সাধারণ ভুল হয় । কিন্ত আমীর তো খলীফায়ে ওয়াক্‌তের প্রতিনিধি হয় । তাঁর ভুল মারাত্মক হয়, এই জন্য যে, তিনি খলীফায়ে ওয়াক্‌ত-এর আস্থা ও বিশ্বাসকে ভংগ করেন । ঐ ভুলের কারণে যে গুনাহ্ হয় উহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার-যোগ্য.....। অনেক আমীর এমনও আছেন যাদের মনের বাসনা এই হয় যেন তারা বেশী বেশী নিজেদের ইমারত সম্বন্ধে প্রচার করে । এরূপ আমীরের মস্তিষ্কে সব সময় ধারণা থাকে যে, সে একজন আমীর এবং সে এর প্রচারণা করতে থাকে । অথচ তার দায়িত্ব ও কর্তব্য এই যে, সে যেন লোকদিগকে ইমারতের প্রতি আদব-কায়দা শিখায় । এরূপ নয় যে, সে একজন আমীর, কেবল এতেই সন্তুষ্ট থাকে ।'হুযুর (আইঃ) বলেন,'যে আমীর পরস্পরকে ভাই ভাই বানানোর চেষ্টা করে না সে নিশ্চয় খোদার নিকট জবাবদিহী হতে রক্ষা পাবে না । আমরা এমন এক সময়ের আবর্তনে আছি যখন আমাদের কর্তব্য আরো প্রসারিত হচ্ছে, ব্যাপকতা লাভ করছে । অতএব যারা ইমারতের দায়িত্বে আছেন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য তাদের সচেতন হয়ে পালন করতে হবে । তাদের দায়িত্বের অন্তর্গত ইহাও যে, আহ্‌মদীদের মধ্যে আমীর হবার যোগ্যতা সৃষ্টি করতে হবে, তাদের মধ্যে উপযুক্ত নেতা হবার গুণাবলী সৃষ্টি করতে হবে । যদি আমীরগণ তাদের এ কর্তব্য পালন না করেন এবং জামা'তের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করতে থাকেন তাহলে দক্ষতাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি কিভাবে হতে পারে, যারা সমস্ত দুনিয়াকে একই উম্মত বানাবে ? যেহেতু একই উম্মত বানানোর সময় এসে গেছে, এজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করুন যেন আমাদের সব বিরোধ দূরীভূত হয় এবং জামা'ত যেন দুনিয়ার সামনে একই উম্মত হিসাবে দণ্ডায়মান হয় । এই জন্য আমি বিশেষভাবে আমীরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । এখন আমীরদের জন্য দু'টো রাস্তা রয়েছে । এক হলো প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেদের ঐক্যকে দৃঢ় করা এবং নিজেদের সকল ঝগড়া-বিবাদ দূর করা । নতুবা ঐ সকল ব্যক্তি যারা

ফিৎনা ও ফাসাদের জন্য দায়ী তাদের চিহ্নিত করুন, যাতে তাদের জামা'ত থেকে বহিষ্কার করা যেতে পারে..... .....এই জন্য আমীরদিগকে আমি ছয় মাসের সময় দিচ্ছি যেন তারা দু'টো রাস্তার মধ্য হতে একটি রাস্তা বেছে নেন এবং জামা'তের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি করেন ... ...।'

আমাদের মাঝে হারানো ঐক্য ফিরিয়ে আনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে । এ ব্যাপারে যে বিষয়টি কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তা হলো রূহাণী জামা'তের প্রধান কাজ হলো সংশোধন । এ মহান কাজে এক মো'মেন আর এক মো'মেনকে আন্তরিকভাবে ভাই হিসেবে গ্রহণ করে মহব্বতের সাথে সংশোধনে সহায়তা করবেন, মো'মেনাদের বেলাতেও তাই । জামা'ত কখনও কাকেও পরিত্যাগ করতে বা পরিত্যক্ত দেখতে চায় না, তবে নিজের দোষে কেউ যদি তা করতে জামা'তকে বাধ্য না করে । আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বাংলাদেশে এরূপ কোন আহ্‌মদী ভাই-বোন নেই ।

সংশোধনের কিছু পদ্ধতি ঃ

ক) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের অগ্রগতির বড় পথ হলো আত্মসংশোধনে সদা সক্রিয় থাকা । এজন্য প্রয়োজন হয় আত্ম-জিজ্ঞাসা ও অন্যের বিচার চাওয়া ও করার আগে নিজের বিচার নিজে করা । এ বিচারে অন্য কোন সাক্ষীর প্রয়োজন হয় না, নিজের বিবেকই বড় সাক্ষী । হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

'তোমাদের হিসাব [আল্লাহ্ কর্তৃক]
গ্রহণ করার পূর্বে তোমরা নিজেরা
নিজেদের হিসাব গ্রহণ কর ।'

খ) যাদের যাদের ভুল বুঝাবুঝি বা ঝগড়া-ফাসাদ আছে তারা নিজেরা পরস্পর আপোষে তা মীমাংসা করুন এবং সহোদর ভাই ও বোনদের মত হয়ে যান । এ কাজে যে প্রথম এগিয়ে আসবেন আল্লাহ্‌র নিকট তিনি অধিক প্রিয় হবেন ।

গ) প্রয়োজন বোধে একাজে জামা'তের কর্মকর্তা বা মুরুব্বী, মোয়াল্লেম ভাইদের সহায়তা নিন ।

ঘ) জামা'তের কোন বিশেষ সমাঝদার সদস্যকে এজন্য দায়িত্ব দিতে পারেন ।

ঙ) মনে রাখবেন একমাত্র আল্লাহ্‌ই সব ত্রুটি-মুক্ত । হাসীসে আছে, যে ব্যক্তি ভাইয়ের ভুলত্রুটির উপর পর্দাপুশী করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার উপর পর্দাপুশী করবেন ।

চ) ঝগড়া ফাসাদ ও এসবের কারণ সমূলে উৎপাটিত করুন । ঝগড়া বিবাদের আভাস পাওয়া মাত্র তা মেটাতে সচেষ্ট হউন ।

ছ) 'ঐক্য' দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নিন । আনুগত্য ঐক্য-সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক ।

জ) জামায়াতের শত্রুদের বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য দোয়ার সাথে ঐক্যই আমাদের প্রধান সম্বল ।

বিচিত্রার সঙ্গে প্রফেসর সালামের একান্ত সাক্ষাৎকার

Abdus Salam عبدالسلام
আবদুস সালাম

নিজের লোকদের বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছি

প্রশ্ন : আপনাদের গবেষণা মানবজাতির কি কল্যাণে আসতে পারে ?

উত্তর : আমাদের গবেষণা মানবজাতির কি উপকারে আসবে তা বলা অত্যন্ত কঠিন। বলা কঠিন কিভাবে মানবজাতিকে সাহায্য করবে এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি। আমি আপনাদের দুটো গবেষণার উদাহরণ দেব যা বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে বিরাট উদাহরণ। এর দুই অগ্রনায়ক হচ্ছেন নিউটন এবং ম্যাক্সওয়েল। নিউটন দিয়েছেন টেরেষ্ট্রিয়াল এবং সেলেসিয়াল গ্র্যাভিটি ইন ওয়ান ইউনিফাইড ফোর্স। কিন্তু ঐ অস্ত্রের ব্যাপারেও তাই। তাই বলা যায় কেন অস্ত্রের ব্যবহার কি হবে, কোন গবেষণা সঠিক কিভাবে কাজে লাগবে সে সম্পর্কে কোন অনুমান করা অত্যন্ত কঠিন পারমানবিক শক্তির জনক রাদারফোর্ড ১৯৩৫ সালে বলেছিলেন 'আমার কৃত্রিম উপায়ে নিউক্লিয়ার এনার্জি তৈরির তত্ত্ব কিভাবে কাজে লাগবে তা নির্ধারণের গবেষণা আমার নয়।'

প্রশ্ন : ঐতিহাসিকভাবে বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানের প্রেক্ষিতে বর্তমানে মুসলমানদের বিজ্ঞানচর্চা ও তার মান সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কি ?

উত্তর : আমি মনে করি ৮০০ বছর আগে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদানের তুলনায় এখন তাদের কিছুই নেই। কিন্তু তাহলেও এটা বলা উচিত হবে না যে তাদের কিছুই নেই। এখনও অসামান্য প্রতিভাবান অনেক মুসলমান বৈজ্ঞানিক সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে ইসলামী দেশগুলোর কোন গুরুত্বপূর্ণ অবদান নেই।

প্রশ্ন আপনি কি ইসলামী সেক্রেটারীয়েটের মত মুসলমান বিজ্ঞানীদের কোন সংস্থা গঠনে বিশ্বাসী ?

উত্তর : আমার নিজের ইচ্ছা আছে ইসলামিক সাইন্স ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার। এর প্রথম পরিকল্পনা হয় আমার বাড়ি পার্টনিতে। এর একটা খসড়া গঠন প্রণালী মাহমুদাবাদের রাজা, এম, এ, রহমতুল্লাহ এবং আমি নিজে তৈরি করেছি। পরে এই খসড়ার কিছু সংশোধন করে আমি তা পাকিস্তান সরকারের কাছে পেশ করি। ১৯৭৪ সালে লাহোরে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে তা উপস্থাপন করা হয়। সেখানেই এটা প্রথম পেশ করা হয়। পরে বিভিন্ন দেশের সরকার এটা বিবেচনা করেন। আমার মনে হয় বর্তমানে শীর্ষ সম্মেলনে এই প্রস্তাব আবার আলোচিত হবে। এ ধরনের ফাউন্ডেশনের গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এটা স্থাপন করা দরকার, এটা বহদাকার হওয়া উচিত এবং বিজ্ঞানীদের দিয়েই এটা চলা উচিত। রাজনৈতিক কারণে যাতে তা নষ্ট না হয়ে যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যেমন রাজনৈতিক কারণে এখন ইরাক ও ইরানের মধ্যে সুসম্পর্ক নেই। রাজনৈতিকভাবে তাদের বিরত করা না হলে এ যুদ্ধের সমাপ্তি কি ভাবে হবে ?

তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে বিজ্ঞানীদের কোন রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক নিপীড়ন করা হবে না। ইসলামিক সাইন্স ফাউন্ডেশন গড়ার ব্যাপারে এ দুটো জিনিষকেই আমি খুব জোরালোভাবে তুলে ধরেছি। কোন যৌথ ইসলামিক প্রকল্প গ্রহণ করার ব্যাপারে কারও রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক মনোভাব থাকা উচিত নয়। তাদের এ ব্যাপারে পুরোপুরি অরাজনৈতিক এবং পুরোপুরি অসাম্প্রদায়িক হতে হবে। অমুক এ সম্প্রদায় তমুক ঐ সম্প্রদায় এ মনোভাব বাদ দিতে হবে। এধরনের সর্বাধুনিক কলঙ্কগুলোকে বিসর্জন দিতে হবে এবং

বিচিত্রা—২৪

এটা মুসলিম বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এই হচ্ছে এ ধরনের ফাউন্ডেশন গড়ার ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক। তা না হলে এটা কোনদিনও স্থাপিত হবে না। এ ধরনের বিভেদের মনোভাবই প্রতিষ্ঠানকে সমূলে ধ্বংস করে দিতে পারে।

প্রশ্নঃ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে তাদের জাতীয় আয়ের কতখানি ব্যয় করা উচিত?

উত্তরঃ জাতীয় আয়ের শতকরা ২ ভাগ বিজ্ঞান গবেষণা এবং চর্চার জন্য ব্যয় করা উচিত বলে একটি নিয়ম আছে। কিন্তু 'সাধারণতঃ' শব্দের সংজ্ঞা দিতে গেলে বলা উচিত জাতীয় আয়ের শতকরা ১৫ ভাগই বিজ্ঞান চর্চার জন্য ব্যয় করা উচিত। এটা হচ্ছে বিজ্ঞান গবেষণার জন্য। কিন্তু যখন বলেন বিজ্ঞানের জন্য ব্যয় তখন এর মধ্যে আসে আধুনিক উপায়ে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। আধুনিক জীবন যাত্রার জন্যে, বিজ্ঞান প্রযুক্তির এবং উন্নয়নের জন্যে ব্যয়ের অংশ বিশেষ। এটাকে সম্পূর্ণ ব্যয় থেকে আলাদা করা যায় না। আমাদের পুরো জীবনটাই হচ্ছে আধুনিক জীবন। এ জীবন বিজ্ঞান প্রযুক্তিরই সৃষ্টি। যেমন আপনি বেঁচে আছেন, আমি বেঁচে আছি, আমি মরেও

যেতে পারতাম। বিজ্ঞান আমাদের জীবনের সঙ্গে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণ মানুষ এটা বোঝেন না। প্রশ্ন করে এটা কি বিজ্ঞান ওটা কি বিজ্ঞানের অবদান? প্রতিটি পৃথক বস্তুই বিজ্ঞানের অবদান। বিজ্ঞান উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজে লাগে, বিজ্ঞান মানুষের দুর্ভোগ কমাতে ব্যবহৃত হয়। যেখানেই বড় কোন জিনিস পাওয়া যায় আমরা তাই নিতেই প্রস্তুত। যেখানেই আমি যাই সেখানেই লোকে বলে আপনিতো বৈজ্ঞানিক, আপনি কেন এত কথা বলেন? পাকিস্তান বা বাংলাদেশের সঙ্গে উন্নত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকরণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী দেশগুলির তফাৎ এখানেই। উন্নত দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিজ্ঞানীরাই। সেসব দেশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কার্যকরণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী বা অবিজ্ঞানীদের মধ্যে তফাৎ করা হয় না। চীনের কথাই ধরুন-সুইডেন ফ্রান্স এসব দেশের কথা বাদই দিন—সেখানে এই দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে দারুন সহযোগিতা রয়েছে। একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে বৃটেন। এখানে বৈজ্ঞানিক এবং অবিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ পার্থক্য রয়েছে। ফলে তারা কাজে উত্তরণ ঘটাতে পারছে না। আমি বৃটেনে আছি বলেই এ কথা বলতে পারছি।

প্রশ্নঃ বলা হয় আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা তাত্ত্বিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। ব্যবহারিক বা প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্রয়োগ নেই। এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তরঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং প্রযুক্তির মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে। শীর্ষস্থানীয় গবেষণাকারীরা—আমি যাদের প্রতিনিধিত্ব করি তাঁরা মৌলিক বিজ্ঞানের চর্চা করছে। এছাড়া অন্যসব বিজ্ঞানীরা রয়েছেন যারা প্রযুক্তির গবেষণা করছেন। যেমন আমি চট্টগ্রামে দেখেছি সৌরশক্তির ব্যবহার সম্পর্কে গবেষণা চলছে। এতে দেখা যায় বিভিন্ন শ্রেণীর সমন্বয়। সৌরশক্তির গবেষণার তিনটি দিক আছে। যেমন বিশেষ গবেষণা, চুল্লি নির্মাণ এবং সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন যেখানে সৌরশক্তিকে বিরাট আকারের যন্ত্রে সংগ্রহ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এটা সৌরশক্তিকে বিপুলভাবে সমন্বিত করা এবং প্রয়োগের কৌশল। এটা হচ্ছে এমন এক ক্ষেত্র যেখানে সম্ভবতঃ আমাদের প্রকৌশলীরাই কাজ করতে পারেন। এতে প্রচুর অর্থ ব্যয়ও সংযুক্ত। এরপর আসে বিজ্ঞানীর অবদানের বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞানীর গবেষণার ক্ষেত্র। সে হচ্ছে খাটোভোল্টেজ। খাটোভোল্টেজের প্রযুক্তি জাপান আমেরিকা এবং ইউরোপে আবিষ্কার ও প্রয়োগ করা হয়। এখন আমাদের যেমন বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং এরূপ অন্যান্য দেশের উচিত এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করা। দ্বিতীয়তঃ আমরা এই প্রযুক্তির উন্নয়নও করতে পারি। যেমন আপনাদের দেশে এবং পাকিস্তানে কিছু বিশেষ ধরনের অসুবিধা এবং বৈশিষ্ট রয়েছে। এগুলোর সমাধান ইউরোপের কেউই করে দেবে-না—কেউই করবেনা। এজন্যই আপনার প্রয়োজন এর সমাধান। তখন এদেশেরই পদার্থ বিজ্ঞানীদের এটা সমাধান করতে হবে। তার পরবর্তী পর্যায় হলো সৌর বিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের সমন্বয়। সেটাই আসল জিনিষ সেজন্য মানবজাতি আগ্রহী। সে হচ্ছে জীবদেহের মেম-ব্রেন দিয়ে পানিকে বিশ্লেষণ করে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন তৈরী করা। হাইড্রোজেন দিয়ে অনেক জিনিষই তৈরী করা যেতে পারে। এখন একমাত্র কাজ হচ্ছে কেবল সেই প্রযুক্তির উন্নয়ন। পশ্চিমা দেশগুলোতে এটা এখনও হয়নি। কিন্তু অনেকে এর উপর কাজ করছেন এবং এর খরচও খুব বেশী নয়। কিন্তু এজন্য যে মেধার প্রয়োগ করা হচ্ছে তা বেশ উল্লেখযোগ্য সেখানেই বৈজ্ঞানিকের ভূমিকার প্রমান পাওয়া যায়। এতেই বৈজ্ঞানিক প্রকৌশলী এবং নির্মাতার কাজের সমন্বয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। এতেই বোঝা যায় পদার্থ বিজ্ঞানী, রসায়নবিদ জীববিজ্ঞানীর কাজের সমন্বয়। এ হচ্ছে এক অবিরাম প্রক্রিয়া। নিজ কাজের ক্ষেত্র বিবেচনা করেই নিজ নিজ ভূমিকা নির্ধারণ করতে হবে।

প্রশ্নঃ পাকিস্তানের বর্তমান অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি এবং পারমাণবিক বোমা তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তরঃ মন্তব্য নেই। বিজ্ঞানী হিসেবে তা আমার ব্যাপার নয়।

প্রশ্নঃ আপনার জীবনের সাফল্য ও ব্যর্থতা কি?

উত্তরঃ আমার সাফল্যর ব্যাপারে..... সম্ভবত..... আমার কি বলা উচিত..... আমি যা ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি গত কদিন ধরে।

ধরা যেতে পারে এই তত্ত্বের কথা যা আমি এখানে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছি।

ব্যর্থতা হচ্ছে আমাদের নিজেদের লোকদের বিজ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছি।

প্রশ্নঃ আপনার মৌলিক পরিচয় কি? একজন মুসলমান না একজন বিজ্ঞানী?

উত্তরঃ আমি একজন মুসলমান, একজন বিজ্ঞানীও। এবং আমি যা আমি তাই।

প্রশ্নঃ এর মধ্যে কোনটি প্রধান?

উত্তরঃ এটা কেমন্য করে বলবো? কান বড় না নাক বড়;.....কি বলবো কান না নাক, কোনটি প্রধান?.....এটা কি বললো আপনি আমার চোখ নেবেন কান ছেড়ে দেবেন। আমি কি বলতে পারি(.....হা হাহা হা)। যাই হোক ইসলাম আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। একই সঙ্গে জ্ঞানার্জনের গবেষণাও আমার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশে আপনার কেমন লেগেছে?

উত্তরঃ আমাকে যে ভালোবাসা ও মমত্ব দেখানো হয়েছে তাতে আমি অভিভূত হয়েছি। স্থানীয় বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। আমাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা চর্চার দৃঢ় আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

বিচিত্রা ৯ বর্ষ ৩২ সংখ্যার সৌজন্যে

বিচিত্রা—২৬

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত কতিপয় নিদর্শন

—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

আল্লাহ্‌তা'লা আলেমুল গায়েব । তিনি প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয় সম্বন্ধে সম্যক অবহিত । মনোনীতগণের নিকট তিনি তাঁর গুপ্ত রহস্যাবলী প্রকাশ করেন— ওহী- ইলহাম, কাশ্‌ফ- ইল্‌কা এবং রূইয়া- সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে । নবী রসূলগণের উপর তাঁর এই নেয়ামত বহুলাকারে প্রকাশিত হয় । কখনও তাঁদের দোয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে, আর কখনও আল্লাহ্‌তা'লার মহান নিদর্শন প্রকাশার্থে । আল্লাহ্ কর্তৃক ইহা স্বাভাবিক এবং চিরাচরিত বিধিবদ্ধ নিয়ম । তাই পাক কুরআনে আল্লাহ্‌তা'লা বলেন— عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ۝ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۝ অর্থাৎ "তিনিই অদৃশ্য বিষয়ের পরিজ্ঞাতা, অতএব তিনি কারও উপর অদৃশ্য বিষয়াদি বহুল পরিমাণে প্রকাশ করেন না, কিন্তু এমন রসূল ছাড়া যাকে তিনি মনোনীত করেন"----। (সূরা জিন্ন ঃ ২৭-২৮ আয়াত)

আল্লাহ্‌তা'লার মনোনীতগণের মাধ্যমে দুই প্রকার ঐশী নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে থাকে, কতকের সম্পর্ক নৈসর্গিক জগতের সঙ্গে এবং কতকের সম্পর্ক আত্মিক বা ধর্মীয় জগতের সঙ্গে । হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর মাধ্যমে এই উভয় প্রকার নিদর্শনই প্রকাশিত হয়েছিল । মহান আল্লাহ্‌তালা তাঁকে দশ হাজারেরও অধিক ঐশী নিদর্শন লাভের সৌভাগ্য দান করেছিলেন । এ নিদর্শন কতক তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণ হয়েছে এবং কতক তাঁর মৃত্যুর পর পূর্ণ হয়েছে এবং অন্য কতক প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে । এর কয়েকটি বিশেষ বিশেষ নিদর্শন নিম্নে আলোচনা করছি ।

(১) আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ) তাঁর মাহ্‌দীর সত্যতার নিদর্শন স্বরূপ বলেছিলেন— "আমাদের মাহ্‌দীর জন্যে দু'টি নিদর্শন আছে । যদবধি আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এ রকম নিদর্শন কোন দাবীকারকের জন্যে প্রকাশিত হয়নি । এ নিদর্শন দু'টি হলো, একই রমযান মাসে (চন্দ্র-গ্রহণের তারিখগুলোর মধ্যে) প্রথম তারিখে চন্দ্র-গ্রহণ (অর্থাৎ ১৩ তারিখে) এবং (সূর্য-গ্রহণের তারিখগুলোর মধ্যে) মধ্যম তারিখে (অর্থাৎ ২৮ তারিখে) সূর্য-গ্রহণ হবে" (দার-কুৎনী, ১৮৮ পৃষ্ঠা, রেওয়ায়াতকারীঃ হযরত ইমাম বাকের-রহঃ)। হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ) ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের মে-জুন মাসের দিকে ইমাম মাহ্‌দী হওয়ার দাবী করলে ওলামায়ে কেরাম চন্দ্র-গ্রহণ সূর্য-গ্রহণের নিদর্শনের দাবী উত্থাপন করেন।হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবগত হয়ে ঘোষণা করেন যে, অচিরেই সেই নিদর্শন দেখানো হবে । আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধের মানুষ এই নিদর্শন প্রত্যক্ষ করলঃ ১৩১১ হিজরীর রমযান মাস মোতাবেক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিলে চন্দ্র-গ্রহণ এবং ২১শে এপ্রিলে সূর্য-গ্রহণ (পাইওনিয়ার ও সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট, ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দ)। অনুরূপভাবে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম গোলার্ধের জন্যেও এই গ্রহণদ্বয় প্রদর্শিত হয়ে তাদের জন্যে হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয় । কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সময়ে 'চন্দ্র দিখণ্ডিত' হওয়ার নিদর্শনের মত বিরুদ্ধবাদীগণ এত বড় একটা নিদর্শনকেও অস্বীকার করল নানা টাল বাহানায় । এ নিদর্শনের মধ্যে হযরত মির্যা সাহেবের (আঃ) কোন হাত ছিল না এবং এ নিদর্শনকে সামনে রেখে আজ পর্যন্ত অন্য কোন মাহ্‌দীর দাবীকারকও হয়নি । সুতরাং এ নিদর্শন যে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর সত্য মাহ্‌দীর জন্য প্রদর্শন করেছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।

(২) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইলহাম হয়— "পহেলে বাঙ্গালা কি নিসবৎ জো হুকুম জারী কেয়া গেয়া থা আব উন কি দিলজোয়ী হোগী"–অর্থাৎ "প্রথমে বাংলা সম্বন্ধে যে আদেশ জারী করা হয়েছিল এখন তাদের অন্তর জয় করা হবে" (বদর পত্রিকার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

১৯০৫ সনে বৃটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জন তদানিন্তন বঙ্গদেশকে "পূর্ব বাংলা" এবং "পশ্চিম বাংলা" এই দুই দেশে বিভক্ত করেন । যেহেতু এই আদেশ দ্বারা হিন্দুদের স্বার্থ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছিল তাই তারা এই আদেশ রহিত করার জন্যে খুব আন্দোলন করল, কিন্তু ফল হলো না । ১৯১১ সনে রাজা পঞ্চম জর্জ তাঁর অভিষেক উপলক্ষ্যে ভারত সফরে আসেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাঙ্গালীদের মন জয় করার জন্যে বঙ্গভঙ্গ আদেশ রহিত করেন । এইভাবে মহান

আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতার নিদর্শন হিসাবে অসম্ভব ঘটনাকে সম্ভব করে দেখালেন যা তিনি পূর্বাহ্নেই তাঁর প্রিয় মাহ্‌দীকে অবহিত করেছিলেন । এখানে উল্লেখ থাকে যে, রহিতাদেশের মধ্যে 'দিল জোয়ী' কথাটারও উল্লেখ ছিল ।

(৩) হাদীস শরীফে প্রতিশ্রুত মসীহ্ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল ঃ 'ইয়াতাযাওয়াজু ওয়া ইউলাদু লাহ' অর্থাৎ তিনি বিয়ে করবেন এবং তাঁর সন্তান হবে (মেশকাত, বাবু নুযুলে ঈসা-আঃ)। বিয়ে করা এবং সন্তান হওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার । নিছক এ অর্থে ভবিষ্যদ্বাণী করা অর্থহীন । সুতরাং বুযুর্গান এর অর্থ নিয়েছেন যে, তিনি এক বিশেষ বিয়ে করবেন এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর এক বিশেষ সন্তান হবে যার মাধ্যমে ইসলামের শান ও শওকত বৃদ্ধি পাবে ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশ মোতাবেক দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত মীর পরিবারের হযরত সাইয়েদা নুসরৎ জাঁহা বেগম সাহেবাকে বিয়ে করেন । আল্লাহ্‌তা'লা হুযূর (আঃ)-কে এই স্ত্রীর গর্ভে ১২ই জানুয়ারী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এক মহান পুত্র সন্তান দান করেন যার নাম হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ)। এখানে প্রকাশ থাকে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে এক ইশ্‌তেহার মারফত ঘোষণা করেন তাঁর এই প্রতিশ্রুত পুত্রের কথা (তাযকেরা, ১৪১ পৃষ্ঠা, প্রথম সংস্করণ)। প্রবন্ধের কলেবর যাতে বৃদ্ধি না হয় সেজন্যে মূল ভবিষ্যদ্বাণী উদ্ধৃত করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হলাম । হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহ্‌মুদ আহমদ (রাঃ) ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী প্রথম নিজেকে 'মুসলেহ মাওউদ' অর্থাৎ সেই প্রতিশ্রুত মহান সংস্কারক বলে ঘোষণা করেন । তাঁর বিরাট কর্মময় জীবন এবং ইসলামের জন্যে শান-শওকতপূর্ণ খেদমত দেখে একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মহানপুত্র যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁর জন্মের অনেক পূর্বেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে খবর দিয়েছিলেন ।

(৪) পেশওয়ার নিবাসী পণ্ডিত লেখরাম আর্য সমাজীদের একজন বিশিষ্ট নেতা । সে সর্বদা নবী-সম্রাট হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)-কে অপমান ও অপদস্থ করতে চেষ্টা করত এবং তাঁকে গাল-মন্দ করত । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাকে বহুবার বুঝালেন এবং এ থেকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন । এ উপদেশে তার চেতনার উদয় হলো না । পরিশেষে তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী দু'টি ফার্শী বয়াতের মাধ্যমে তাকে সর্তক করে দেন ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবহিত হয়ে 'তবলীগে রেসালতের' ৩য় খণ্ডে লেখেন— "আজ ১৮৯৩ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী হতে ৬ বৎসরের মধ্যে এ ব্যক্তি তার মন্দ ভাষা প্রয়োগ এবং আঁ-হযরত (সাঃ) সম্পর্কে সে যে সকল বেয়াদবী করেছে তার শাস্তি স্বরূপ ভীষণ আযাবে পতিত হবে ।" কিন্তু এই সতর্কবাণী থেকেও সে উপকৃত হলো না । সে তার মন্দ কাজে লিপ্ত থাকলো এবং আরও এক পা অগ্রসর হলো । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ২রা এপ্রিল ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এক ইশ্‌তেহার মারফত তাঁর এক কাশ্‌ফ ঘোষণা করেন যে, লেখরামের শাস্তি আসন্ন।১৮৯৩ সনে তাঁর লেখা "কেরামাতুস সাদেকীন" গ্রন্থে লেখরামের মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর উপর নাযেলকৃত আর একটা আরবী ইলহাম মারফত জানানো হয়, যার অর্থ–"শীঘ্রই তুমি সেই ঈদের দিনের পরিচয় লাভ করবে এবং প্রকৃত ঈদের দিনও সেই ঈদের নিকটবর্তী হবে' ।

পণ্ডিত লেখরাম এই সতর্ক বাণীরও কোন পরওয়া না করে তার 'তাকযিবে বরাহীনে আহ্‌মদীয়া' নামক গ্রন্থের ৩১১ পৃষ্ঠায় এক পাল্টা ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং বলে— 'এ ব্যক্তি (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ) ৩ বছরের মধ্যে ওলাউঠা রোগে মৃত্যুবরণ করবে,কারণ সে ঘোর মিথ্যাবাদী' । সে আরও বলে যে, তার ভগবান তাকে জানিয়েছেন যে, তিন বৎসরের মধ্যে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং তার সন্তানদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না ।

কিন্তু আল্লাহ্‌তা'লার প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ঈদুল ফেতরের দিবস সংলগ্ন পর দিবস ৬ই মার্চ শনিবারে মানব মূর্তিধারী এক ফিরিশ্‌তার হাতে অলৌকিকভাবে লেখরাম মৃত্যুমুখে পতিত হয় । অতঃপর লেখরামের মৃত্যু নিয়ে তুমুল হৈচৈ হয় । হযরত মির্যা সাহেব (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা হয় । কিন্তু আজ পর্যন্ত লেখরামের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে কেউ কিছু বের করতে সক্ষম হয়নি । আর কোন দিন সক্ষম হবেও না ।

(৫) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী এক কাশ্‌ফে দেখেন— খোদাতা'লার ফিরিশ্‌তাগণ পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে কাল রঙ্গের গাছ লাগাচ্ছেন এবং ঐ গাছগুলো দেখতে ছিল কদাকার, বিশ্রী, কৃষ্ণ বর্ণের, ভয়ঙ্কর এবং ক্ষুদ্রাকৃতির" (তাযকেরা, ৩১৯ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় সংস্করণ)। এরপর হুযুর (আঃ) বলেন "আমি রোপণকারীগণের

নিকট জিজ্ঞেস করলাম, "কি গাছ ?" তারা বললেন, "ইহা প্লেগের গাছ যা অদূর ভবিষ্যতে দেশে ছড়িয়ে পড়বে" (তাযকেরা ৩১৯ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় সংস্করণ)।

তিনি ঐদিনই ইশ্‌তেহার মারফত সকলকে এ সংবাদ জানিয়ে দিলেন এবং এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে দেশবাসীকে নানা প্রকার পরামর্শ ও উপদেশ দিলেন । কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা এ নিয়ে হাসি-ঠাট্টা এবং হৈ চৈ শুরু করে দিল । এমনকি "পয়সা আখবারের" মত পত্রিকা লিখল—'মির্যা এভাবে লোকদেরকে ভয় দেখাচ্ছে। দেখবে, তার নিজেরই প্লেগ হবে ।'

পরিশেষে হযূর (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক কয়েক মাসের মধ্যেই পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়ল । ১৯০১ সনের ১৮ই মার্চ তারিখে দেশবাসীর প্রতি সহানুভূতি স্বরূপ তিনি আরও একটা ইশ্‌তেহার প্রকাশ করেন । তিনি তাদেরকে খোদার দিকে প্রত্যাবর্তন করার এবং এক পবিত্র পবিবেশ সৃষ্টি করার অনুরোধ জানান । তিনি তাদেরকে হাসি-ঠাট্টা করা থেকেও বিরত থাকার পরামর্শ দেন । খোদাকে ভয় করার জন্যও অনুরোধ করেন তিনি । কিন্তু অতীতের বিরুদ্ধবাদীদের মত পাঞ্জাবের লোকেরাও তাদের হিতাকাঙ্খীকে অবহেলা করল এবং (নাউযুবিল্লাহ্) মিথ্যাবাদী ও দাজ্জাল বলে তাঁকে অস্বীকার করল । সুতরাং চার বৎসরের মধ্যে সারাদেশে প্লেগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ল এবং হাজার হাজার লোক মরতে লাগল । এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌তা'লা তাঁকে ইলহাম মারফত জানালেন— "ইন্নি উহাফেযু কুল্লু মান ফিদ্দারে ওয়া উহাফেযুকা খাস্‌সাতান" অর্থাৎ যারা তোমার ঘরের চার প্রাচীরের মধ্যে থাকবে তাদের হেফাযত করব এবং বিশেষভাবে তোমাকে হেফাযত করব । (তাযকেরা, ১৯৭৯ সংস্করণের ৪২৮-৪২৯ পৃষ্ঠা)।

এই ইলহামের প্রেক্ষিতে তিনি "কিশ্‌তিয়ে নূহ" নামক একখানা বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে, যারা তাঁর শিক্ষার ওপর পুরাপুরিভাবে আমল করবে তারাই তাঁর চার প্রাচীরের মধ্যের লোক এবং তাদের হেফাযত করা হবে । এ প্লেগ থেকে জামা'তের লোক এবং বিশেষ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিজ পরিবারের লোক কিভাবে রক্ষা পেয়েছিল এবং অন্যান্য লোক কিভাবে মারা গিয়েছিল, তদানিন্তন সরকারী দলীল-পত্রে এবং পত্র-পত্রিকা পাঠ করলে পাঠক সে সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবেন । তিনি যে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে সত্য মা'মূর ছিলেন প্লেগের ঘটনা থেকে তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় ।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আরও বহু ঐশী নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে । যেমন আব্দুল্লাহ্ আথম, আমেরিকার আলেকজাণ্ডার ডুই ও আহমদ বেগের মৃত্যু, প্রচণ্ড ভূমিকম্প, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ, রাশিয়ার জারের পতন ইত্যাদি । আরো বহু ঐশী নিদর্শন পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে, যেমন— তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ, রাশিয়ায় ইসলামের প্রসারতা, ইসলামের বিশ্ব-বিজয় ইত্যাদি । প্রবন্ধের কলেবর বাড়ানোর অবকাশ নেই বলে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ থেকে বিরত থাকলাম । তবে ইদানিং কালের একটি ঐশী নিদর্শন বর্ণনা করার লোভ শামলাতে পারলাম না । হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকট ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী ইলহাম হলো— 'দেখো মেরে দোস্তো ! আখবার শায়া হো গিয়া' (তাযকেরা, ৫৮৯ পৃষ্ঠা)। এ ইলহামের অর্থ কি তখনও জানা যায়নি, তাযকেরার পৃষ্ঠায় তা সংরক্ষিত হয়ে থাকল । 'আল ফযল' আহ্‌মদীয়া জামা'তের একটি উর্দু দৈনিক পত্রিকা যা রাবওয়া থেকে বের হয় । প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের অর্ডিনেন্স মোতাবেক এ পত্রিকার প্রকাশনাকে বন্ধ করে দেয়া হয় । দীর্ঘ ৪ বৎসর পরে ১৯৮৮ সনের ২৮শে নভেম্বর এ পত্রিকার প্রকাশনা পুনরায় আরম্ভ হয় এবং ৮৬ বছর পূর্বের হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর উপরোক্ত ইলহাম সত্যে পরিণত হলো ।

এখনও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর বহু ওহী-ইলহাম লিপিবদ্ধ রয়েছে তাযকেরার মধ্যে যা সময়ে পূর্ণ হয়ে তাঁর সত্যতাকে যুগে যুগে প্রমাণিত করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ । কিন্তু এর থেকে উপকৃত তারাই হয় যাদের খোদা-ভীতি এবং অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে । আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে সত্য বুঝার তৌফিক দান করুন । আমিন ।

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-এর ইন্তেকাল উপলক্ষ্যে এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও খ্যাতনামা মুসলিম ও অমুসলিম চিন্তাবিদগণের অভিমত

সংকলনঃ মৌলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

(১)

পাঞ্জাবের 'উকীল' পত্রিকায় প্রকাশিত মৌলানা আবুল কালাম আযাদের অভিমত ঃ—

"তিনি এক অতি মহান ব্যক্তি ছিলেন । তাঁহার লিখা এবং কথার মধ্যে যাদু ছিল । তাঁহার মস্তিষ্ক মূর্তিমান বিস্ময় ছিল । তাঁহার দৃষ্টি ছিল প্রলয় স্বরূপ এবং কণ্ঠস্বর কিয়ামত সদৃশ। তাঁহার অঙ্গুলি সংকেতে বিপ্লব উপস্থিত হইত । তাঁহার দুইটি মুষ্ঠি বিজলীর ব্যাটারীর মত ছিল । তিনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ ধর্মজগতে ভূমিকম্প ও তুফানের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন । তিনি প্রলয়-বিষাণ হইয়া নিদ্রিতগণকে জাগ্রত করিতেন । তিনি দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন ।"

"ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় তিনি একজন বিজয়ী জেনারেলের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন— তাঁহার এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আমাদের উক্ত অনুভূতি প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে বাধ্য করিতেছে । খৃষ্টান ও আর্য-সমাজীদের বিরুদ্ধে মির্যা সাহেব যে সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাহা সর্বসাধারণের সমাদর লাভ করিয়াছে এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি কোন পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নহেন । আজ যখন তাঁহার এই মহান লিটারেচার স্বীয় কার্যকারিতা পূর্ণ করিয়াছে তখন ইহার মর্যাদা ও মাহাত্ম্যকে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে আমাদের স্বীকার করিতে হয় । ....হিন্দুস্থানের ধর্মীয় জগতে ভবিষ্যতে আর এরূপ শান ও মর্যাদা সম্পন্ন মহাপুরুষ জন্ম লাভ করিবেন বলিয়া আশা করা যায় না।

তাঁহার সেই মহান আন্দোলন যাহা আমাদের শত্রুগণকে দীর্ঘকাল যাবৎ বিপর্যস্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহা যেন ভবিষ্যতেও জারী থাকে—ইহাই আমাদের আশা ও আকাঙ্খা ।"

(অমৃতসর হইতে প্রকাশিত 'উকিল' পত্রিকা, ২০শে জুন ১৯০৮ইং)

(২)

দিল্লীর 'কার্জন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ঃ

"আর্যসমাজী ও খৃষ্টানগণের মোকাবেলায় মরহুম (হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ) যে ইসলামী খেদমত করিয়াছেন, উহা বস্তুতঃই অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য । তিনি মোনাযেরার (ধর্মীয় বাকতর্কের) রূপকে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া দিয়াছিলেন এবং হিন্দুস্থানে এক নূতন সাহিত্যের বুনিয়াদ কায়েম করিয়াছেন । একজন মুসলমান হিসাবে এবং গবেষণাকারীরূপে আমি স্বীকার করিতেছি যে, কোন বড় হইতে বড় আর্যসমাজী অথবা পাদ্রীর এ ক্ষমতা ছিল না যে, মরহুমের মোকাবেলায় তাহার মুখ খুলে । যদিও মরহুম পাঞ্জাবী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কলমে এরূপ অপূর্ব শক্তি ছিল যে, আজ সারা পাঞ্জাবে নয়, বরং সমগ্র হিন্দুস্তানে তাঁহার পর্যায়ে শক্তিশালী লেখক নাই । তাঁহার রচনা নিজ শাণে সম্পূর্ণ অপূর্ব এবং বস্তুতঃ তাঁহার কোন কোন লেখা পড়িলে আত্মবিভোর হইতে হয় । তিনি কঠোর বিরুদ্ধাচরণ এবং কুট সমালোচনার অগ্নিসাগর পার হইয়া আপন পথ পরিষ্কার করিয়াছিলেন এবং উন্নতির উচ্চমার্গে উপনীত হইয়া ছিলেন ।" ('কার্জন গেজেট', দিল্লী, ১লা জুন ১৯০৮)

(৩)

এলাহাবাদ হইতে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 'পাইওনিয়ার' পত্রিকা নিম্নরূপ অভিমত প্রকাশ করে ঃ

"স্বীয় দাবীর ক্ষেত্রে মির্যা সাহেবের কখনও সামান্যতম সন্দেহ ছিল না এবং তিনি পূর্ণ সততা ও নিষ্ঠার সহিত দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতন যে, তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র বাণী নাযেল হয় এবং তাঁহাকে এক অসাধারণ অলৌকিক শক্তি দান করা হইয়াছে । একবার তিনি তাঁহার মোকাবেলার নিদর্শন দেখাইবার জন্য বিশপকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়াছিলেন ।

ইহাতে বিশপ হতভম্ভ হইয়া গিয়াছিল । পক্ষান্তরে মির্যা সাহেব স্বয়ং নিদর্শন দেখাইতে প্রস্তুত ছিলেন"(পাইওনিয়ার, ৩০শে মে ১৯০৮ইং)

(৪)

অল ইণ্ডিয়া ক্রীশ্চেন এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ ওয়াল্টার, এম, এ, তাঁহার প্রণীত পুস্তক 'আহ্‌মদীয়া মুভমেন্ট'-এ লিখিয়াছেন ঃ

"ইহা সর্বতোভাবে প্রমাণিত যে, মির্যা সাহেব স্বীয় স্বভাব গুণে সরল ও উদার এবং মহানুভব ছিলেন । তেমনি তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ হইতে পরিচালিত কঠোর বিরোধিতা ও নির্যাতনের মোকাবেলায় তিনি যে তাঁহার নৈতিক বল ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা সন্দেহাতীতরূপে প্রশংসনীয় । একমাত্র আকর্ষণীয় চুম্বকশক্তি ও আকর্ষণীয় চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিই সেই সকল লোকের বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্ততা অর্জনে সক্ষম হয়, যেরূপ কমপক্ষেও তাঁহার মান্যকারী দুই ব্যক্তি আফগানিস্তানে নিজেদের আকীদার উপরে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন — তথাপি মির্যা সাহেবের অঞ্চল পরিত্যাগ করেন নাই । আমি প্রবীণ আহ্‌মদীদের কয়েকজনকেই তাহাদের আহ্‌মদী হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের বেশীর ভাগই মির্যা সাহেবের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক প্রভাব ও আকর্ষণ শক্তি এবং চুম্বক-সুলভ ব্যক্তিত্বকেই উহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

মির্যা সাহেবের মৃত্যুর আট বৎসর পরে ১৯১৬ইং সনে আমি কাদিয়ানে গিয়া এরূপ এক জামা'ত দেখিতে পাই, যাহাদের মধ্যে ধর্মের জন্য সত্যিকার ও শক্তিশালী উদ্যম ও উদ্দীপনা বিরাজমান, যাহা হিন্দুস্থানের অন্যান্য সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে আজ পরিলক্ষিত হয় না । কাদিয়ানে যাইয়াই মানুষ ইহা উপলব্ধি করিতে পারে যে, একজন মুসলমান ঈমান ও মহব্বতের যে রূহ্ সাধারণ মুসলমানগণের মধ্যে বৃথা তালাশ করে,উহা সে একমাত্র আহ্‌মদের জামা'তের মধ্যে পর্যাপ্ত ও বিপুল পরিমাণে পাইবে ।"

(৫)

"মাশরিক" পত্রিকার সম্পাদক আহ্‌মদীয়া জামা'তের ঘোর বিরোধী হওয়া সত্বেও তিনি তাঁহার সম্পাদকীয় নিবন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন ঃ

"আমরা ইহা পূর্বেই লিখিয়াছি এবং এখনও নিঃসঙ্কোচ ও দ্বিধাহীনভাবে বলিতে পারি যে, বর্তমানে আহ্‌মদীগণ যেভাবে ইসলামের সত্যিকার খেদমত করিতেছেন, তাহা হইতে উৎকৃষ্টতম খেদমত অপর কোন ফের্‌কা বা দল কর্তৃক সাধিত হইতেছে না । সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে । আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্তব্য বটে, কিন্তু কেবল আহ্‌মদীয়া জামা'তই উহার কার্য-ক্ষেত্রে সফলকাম হইতেছে ।" (গোরক্ষপুর হইতে প্রকাশিত পত্রিকা 'মাশরিক', ৮ই জুলাই ১৯২৭ইং)

(৬)

লায়েলপুর (পাকিস্তান) হইতে প্রকাশিত আহ্‌মদীয়াতের ঘোর বিরোধী সাপ্তাহিক 'আল্-মিম্বার',-এর সম্পাদক সাহেব তাঁহার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

"কাদিয়ানী মতবাদের মধ্যে হিতকর কাজে যে নিপুণতা রহিয়াছে, ইহার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল তাহাদের সেই মহান প্রচেষ্টা, যাহা তাহারা ইসলামের নামে যে প্রচারকার্য বহির্দেশে পরিচালনা করিতেছে । তাহারা বিভিন্ন বৈদেশিক ভাষায় কোরআন শরীফ তরজমা করিয়া বিশ্ববাসীর সম্মুখে পেশ করিতেছে, ত্রিত্ববাদের মতবাদ খণ্ডন করিতেছে ও বিদেশে মসজিদ নির্মাণ করিতেছে এবং যে-স্থানেই সম্ভব ইসলামকে শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্মরূপে উপস্থাপিত করিতেছে ।" [লায়েলপুর হইতে প্রকাশিত পত্রিকা 'আল্-মিম্বার', ১০ই আগষ্ট ১৯৫৬ইং]

(৭)

আহ্‌মদীয়া মতবাদের ঘোর বিরোধী মিশরীয় পত্রিকা "আল্ ফাতাহ্"-এর সম্পাদক সাহেব তাঁহার সম্পাদকীয়তে লিখিয়াছিলেন ঃ

"আমি যখন সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করিলাম, তখন কাদিয়ানীদিগের আন্দোনলটিকে বিস্ময়কর পাইলাম । তাহারা বক্তৃতা ও লেখনীর সাহায্যে বিভিন্ন ভাষায় তাহাদের আওয়াজ উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে ।"

অতঃপর এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা এবং আফ্রিকায় আহ্‌মদীয়া জামা'ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত প্রচার-কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে প্রশংসামূলক বক্তব্য রাখিয়া তিনি বলেন— "আহ্‌মদীরা খৃষ্টান পাদ্রীগণ অপেক্ষা অধিকতর সফলকাম, কেননা তাহাদের কাছে ইসলামের সত্য ও সূক্ষ্মতত্ত্বাবলী রহিয়াছে ।"

"যে ব্যক্তিই তাহাদের (আহ্‌মদীদের) আশ্চর্যজনক কার্যাবলী অবলোকন করিবে সে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না যে, কিভাবে এই ক্ষুদ্র জামা'তটি এত বড় মহান জেহাদ করিতেছে, যাহা কোটি কোটি মুসলমানগণও করিতে পারে নাই ।" (কায়রো হইতে প্রকাশিত পত্রিকা 'আল্‌-ফাতাহ্‌', জমাদিয়ুস-সানি, ১৩৬১ হিজরী)

(৮)

ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর S. G. Williamson তাহার 'Christ of Muhammad' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন ঃ

"ঘানার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষভাবে উপকুলবর্তী এলাকায় আহ্‌মদীয়া মতবাদ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বিস্তার লাভ করিতেছে । শীঘ্রই গোল্ডকোষ্টের (ঘানার) সকল অধিবাসীদের খৃষ্ট-ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আশা নিরাশায় পর্যবসিত হইবে । এই বিপদ চিন্তাতীত রূপে বড়, যেহেতু শিক্ষিত যুবকদের একটি উল্লেখযোগ্য দল আহ্‌মদীয়াতের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে এবং নিশ্চয় ইহা খৃষ্ট-ধর্মের জন্য এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ । ইহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, ক্রুশ অথবা হেলাল-আফ্রিকাকে কে শাসন করিবে ?"

(৯)

হল্যাণ্ডের হেগ নগরীর মসজিদের উদ্বোধনের সময় তথাকার একটি বহুল প্রচারিত পত্রিকায় মসজিদটির ছবি প্রকাশিত হয় এবং এই মন্তব্য করা হয় যে "এই মসজিদটি কায়রো বা করাচীর নহে, বরং হেগ নগরীর ।" অতঃপর নিম্নোক্ত বক্তব্য জনসাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরে ঃ

"ইসলাম ইউরোপের উপর দুই বার আক্রমণ চালাইয়াছিল । প্রথমবার খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে যখন তাহারা স্পেনের শাসক ছিল । দ্বিতীয়বার তুর্কিগণ ১৬শ শতাব্দীতে ইউরোপের উপর আক্রমণ চালায় এবং ওয়ারসা পর্যন্ত ধাবিত হয় । কিন্তু উভয় বারই আমরা স্বীয় বাহুবলে মুসলমানদিগের মোকাবিলা করিয়া ইউরোপ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলাম । কিন্তু এইবার যে আক্রমণ ইউরোপের উপর করা হইয়াছে, উহা আধ্যাত্মিক এবং ইহা মানব হৃদয়ের উপর আক্রমণ, জাগতিক আক্রমণ, নহে । বর্তমানে খৃষ্ট-ধর্মের মধ্যে কি এতখানি আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, যদ্দারা উহার মোকাবিলা করিতে পারে ?"

(১০)

বাংলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও চিন্তাবিদ প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ লিখিত 'বাতায়ন' গ্রন্থ হইতে ঃ

"নাটোরের খান বাহাদুর আবুল হাসেম খান চৌধুরী ঢাকার স্কুল ইন্সপেক্টর । তাঁকে আমার এক খণ্ড কামাল পাশা, পাঠিয়ে দিলাম । লিখে পাঠালেন— ঢাকায় এলে আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করবেন, জরুরী আলাপ আছে । ভাবলাম করটিয়ার স্কুল কলেজ মাদ্রাসার কোনটি সম্বন্ধে আলাপ করবেন । দেখা করলাম, বললেন, 'কামাল পাশা' পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি, ইসলামের জন্য আপনার আগ্রহ কত তীব্র ।"

"সামান্য খাদেমের মত আমি কিছু করতে চাই, এইমাত্র ।"

"আপনার বিনয় । আর আসলেও তো আমরা সামান্যই করতে পারি । খাঁ সাহেব! তবে খেদমতের জন্য প্রশস্ত রাস্তা চাই ।"

বলুন ।

'এই জামানায় সেই রাস্তা বাতলিয়েছেন কাদিয়ানের মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেব ।'

'তাঁর নাম শুনেছি ।'

'তিনি অদ্ভুত লোক ছিলেন । তাঁর প্রভাবে যারা ইসলামের সেবা-ব্রতে নেমেছিলেন, আজ তাঁরাই দিকে দিকে তবলীগ করে বেড়াচ্ছেন । মালয়ে তাঁরা, মাদাগাস্কারে তাঁরা, আফ্রিকার জঙ্গলে তাঁরা, আবার ইউরোপ-আমেরিকার মত সুসভ্য দেশেও তাঁরাই ইসলামের পাতাকা তুলে ধরেছেন ।'

'হ্যাঁ, তাঁরা নিতান্ত মূল্যবান কাজ করছেন তা শুনেছি ।'

'তবে আপনিও এই পথে আসুন । পুথি-পত্রে ইসলামের কথা বলার মূল্য আছে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক ফায়দা ইসলামকে জীবনে রূপায়িত করে তাই নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়া। জীবনে ইসলামকে রূপায়িত করার মহিমাকে আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি ।'

'তবে আমাদের পথে আসুন ।'
নিতান্ত ভাল মানুষ ছিলেন এই চৌধুরী সাহেব; ধর্মোৎসাহ ছিল তাঁর অফুরন্ত; অন্তরের নির্মলতা দীপ্তি লাভ করেছিল তাঁর সুন্দর চেহারায়; পরম আদরে, পরম আগ্রহে তিনি আমাকে ডেকেছিলেন । যেতে পারি নাই । কিন্তু তাঁর সে আহ্বানের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সমরণ করি ।"

(১১)

মৌলভী জাফর আলী খান সম্পাদক জমিদার পত্রিকা লিখেছেন ঃ
"আহ্মদীয়া জামা'ত এক বিরাট মহামহীরূপে পরিণত হতে চলেছে । উহার শাখা-প্রশাখা সমূহ একদিকে সুদূর চীন দেশে, অপর দিকে ইউরোপেও প্রসার লাভ করেছে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়েছি । কারণ বড় বড় গ্রাজুয়েট, অ্যাডভোকেট,অধ্যাপক ও ডাক্তার প্রভৃতির মধ্যেও এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা কাউন্ট ডেকার্ড এবং হ্যায়তোলের মত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিকদের দর্শনকেও ভ্রুক্ষেপ করেন নি । এমন সব বুদ্ধিজীবীগণও আজ মির্যা গোলাম আহ্মদ কাদিয়ানীর বাজে সংলাপের উপর যেন চক্ষু বন্ধ করে ঈমান আনয়ন করছে ।"(জমিদার পত্রিকা - ২রা অক্টোবর ১৯৩২ইং)

(১২)

জনাব সৈয়দ মমতাজ আলী সাহেব সম্পাদক "তাহযিবে নেসওয়া" লিখেছেন ঃ
"মির্যা সাহেব মরহুম অত্যন্ত পবিত্র এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বুযূর্গ ছিলেন । তাঁর নেকীতে এত শক্তি ছিল যে, অত্যন্ত কঠিন হৃদয়কে কোমল করে দিত । তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী আলেম, শক্তিশালী সংস্কারক এবং তাঁহার পবিত্র জীবনাদর্শ ছিল । আমরা তাঁকে "মসীহে মাওউদ" মানি না, কিন্তু তাঁর হেদায়াত ও পথনির্দেশ মৃত আত্মাসমূহের জন্য প্রকৃত পক্ষে মসীহা ছিল ।" (দেখুন তাহযিবে নেসওয়া, লাহোর, ১৯০৮ইং)

(১৩)

মৌলভী জাফরআলী খান পাক-ভারতের একজন নামকরা মুসলমান নেতা এবং "জমিদার পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । তাঁহার পিতা মৌলভী সিরাজুদ্দীন সাহেব হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

"মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে জেলা শিয়ালকোর্টে চাকুরীরত ছিলেন । তখন তাঁহার বয়স ২২/২৩ বৎসর হবে । আমি স্বচক্ষে দেখে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি যৌবনে একজন খুবই সালেহ এবং মুত্তাকী বুযূর্গ ছিলেন ।"(দেখুন জমিদার পত্রিকা ৮ জুন, ১৯০৮)

(১৪)

মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী একজন বিশিষ্ট আলেম এবং আহ্মদীয়াত–বিরোধী নেতা ছিলেন । তিনি লিখেছেন ঃ
"বারাহীনে আহ্মদীয়ার লেখক আমাদের স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় সকলের অভিজ্ঞতা অনুসারে শরীয়াতে মোহাম্মদীয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পরহেজগার ও ন্যায়-পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন ।" (দেখুনঃ এশয়াতুশ সল্লাহ্ ৭ম খণ্ড, ৯ সংখ্যা)

(১৫)

লাহোর ফোরম্যান খৃষ্টান কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মিষ্টার লোকাস সাহেব বলেন ঃ
"ভুলবশতঃ খৃষ্টানজগত এইরূপ চিন্তা-ভাবনা করে থাকেন যে, মিশরের কায়রো অথবা অন্য কোন মুসলমান দেশে ইসলামের সংগে খৃষ্টানদের মোকাবেলা হবে; তাদের এইরূপ ধারণা সম্পূর্ণরূপে অলীক ও ভিত্তিহীন । কেননা সবেমাত্র এমন ধরণের একটি ক্ষুদ্র ও নগণ্য গ্রাম হতে আমি ভ্রমণ করে এসেছি যেখানে না আছে কোন রেল, না টেলি-যোগাযোগ, আর না আছে কোন আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা । কিন্তু সরেযমীনে আমার স্বচক্ষে সেখানে যা কিছু অবলোকন করতে পেরেছি, তার পরে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, ভবিষ্যতে বিশ্বধর্ম বলতে 'খৃষ্টানিটি হবে না ইসলাম হবে' —উহার চূড়ান্ত মিমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য মিশর, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন বা অন্য কোন মুসলিমদেশের কোথাও কোন ধর্মীয় সংগ্রাম সংগঠিত হবে না । বরং এতদ্বিষয়ে চরম ফয়সালা একমাত্র সেই গণ্ডগ্রাম কাদিয়ানেই সংঘটিত হবে ।"(দেখুনঃ১৯৫৬ইং সিভিল এন্ড মিলিটারী গেজেট লাহোর ; দৈনিক আল্ ফযল রাবওয়াহ্ '১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ইং)।

আহ্‌মদীয়া জামা'তের সদস্যদের উপর আক্রমণ, তাহাদের মসজিদ জবর দখল ইত্যাদি বিষয়ে কতিপয় সংবাদপত্রের কাটিং

সাপ্তাহিক
একতা

আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতনের অভিযোগ

একতা রিপোর্টার

দেশের বিভিন্ন স্থানে কাদিয়ানী (আহমদিয়া) মুসলিমদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের নির্যাতন চলছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদিয়ার জেনারেল সেক্রেটারি মকবুল আহমেদ খান স্বাক্ষরিত একটি দীর্ঘ অভিযোগপত্রে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, টাঙ্গাইল, আখাউড়া, নাটোর ইত্যাদি স্থানে

পৃষ্ঠা ১ থেকে

আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর জুলুম, অত্যাচারের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

এ ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ভূমিকা সম্পর্কে অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, তাদের ভূমিকা 'কোথাও সাক্ষিগোপাল, কোথাও পরোক্ষ মদদদার'।

অভিযোগে বলা হয়েছে, এক দল ধর্মান্ধ ব্যক্তি আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করার জন্য তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করছে। তাদের উপর মানসিক ও শারীরিক উৎপীড়ন চালানো হচ্ছে।

আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদ জবরদখল করা হচ্ছে, বাড়িতে গিয়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করা হচ্ছে, সম্পদ লুট করা হচ্ছে, মাঠের ফসল কাটতে দেওয়া হচ্ছে না এবং রাস্তাঘাটে মারপিট, গালিগালাজসহ নানাভাবে হয়রান করা হচ্ছে।

অভিযোগে বলা হয়েছে, ন্যূনতম নাগরিক অধিকার ও মানবিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হচ্ছে।

সাম্প্রদায়িক উৎপীড়ন দমনের ব্যাপারে স্থানীয় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ সত্য হলে তা খুবই দুঃখজনক। □

The Bangladesh Times

Dhaka Tuesday April 28 1987

15 police injured in clash over prayer at B'baria

From Our Correspondent

BRAHMANBARIA, April 27: Police teargassed and then opened fire on a large section of musallis who tried to offer johr prayer at Kadiyani mosque at Kanmrpara today. At least 15 policemen including ASP Circle and OC of Brahmanbaria were injured in the melee.

One Idris, 15 received bullet injury and admitted to the Brahmanbaria Hospital.

Police took 25 people into their custody for their security according to official sources.

দৈনিক
ইত্তেফাক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গোলযোগ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২রা মে সংবাদদাতা)—গত ২৭শে মে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কান্দিপাড়া আহমাদিয়া মসজিদে আজান দেওয়া লইয়া দুইদল লোকের মধ্যে এক সংঘর্ষে পুলিশকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। গোলযোগে কয়েকজন আহত হয়।

পরিস্থিতি এখন শান্ত বলিয়া জেলা প্রশাসক জানান।

আজাদ

জোহরনামাজআদায়কে কেন্দ্র করিয়া সংঘর্ষ: ১৬জন আহত

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৭শে এপ্রিল।—মসজিদে জোহর নামাজ আদায়কে কেন্দ্র করিয়া গত সোমবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কান্দিরপাড়ে দুই দল মুসল্লীর সংঘর্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সার্কেল এর এ এস পিসহ ১৫ জন পুলিশ ও একজন যুবক আহত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এসপি'র সহিত যোগাযোগ করা হইলে তিনি জানান, বিক্ষুব্ধ জনতাকে নিরস্ত্র করিতে পুলিশ ১৬ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ও ১০ রাউণ্ড গুলী ছোড়ে। মোঃ ইদ্রিস নামে এক তরুণ গুলীর আঘাত পাইয়াছে। ইহাছাড়া অপর ১৫জন পুলিশ আহত হয়। আহত ইদ্রিসকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হইয়াছে। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী ঘটনাস্থল হইতে ২৫ ব্যক্তিকে তাহাদের নিরাপত্তার কারণে হেফাজতে আনা হইয়াছে। স্থানীয় সংসদ সদস্য, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা চেয়ারম্যান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে।

HOLIDAY

DHAKA, OCTOBER 2, 1987

Ahmadiyyas complain

By Our Staff Correspondent

Members of the Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya, popularly known as "Qadiani", have demanded social security against persecution and oppression by some other Muslim sections.

Last week leaders of the Ahmadiyya community in Bangladesh told Holiday that some of their religious critics had recently adopted the practice of inflicting physical, mental and economic torture on the members of the Ahmadiyya community without provocation.

They said that such incidents of harassment had been increasing and consequently the life of the members of the Ahmadiyya sect had become insecure.

Citing some examples they said that in April this year the students of a madrassa in Brahmanbaria forcibly occupied the Ahmadiyya congregational mosque in the presence of the administrative authorities. The mosque was still under their occupation.

The following month the students organized a procession and attacked a number of shops.

They alleged of similar incidents in Tangail and Natore during the last few months.

The Ahmadiyya leaders said that on various occasions they had met the President, the minister and secretary of the Ministry of Religious Affairs and the local district administration where the incidents took place. But this has not yielded any positive result.

They added that the President and the Religious Affairs Minister had earlier given commitments to take adequate measures so that the Ahmadiyya community can live in peace. But till now the government machinery was maintaining silence on the issue.

বাংলার বাণী

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পুলিশ জনতা সংঘর্ষে ৩২ জন আহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ৬ই মে (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— মসজিদে মাইক ব্যবহারকে কেন্দ্র করে এক সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে ইদ্রিস নামে জনৈক যুবক আহত হয়। পুলিশসহ ১৭ ব্যক্তি আহত হয়। শহরের আহমদিয়া মসজিদে মাইক ব্যবহারকে কেন্দ্র করে এ ঘটনার সূত্রপাত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসার আলেমরা দু'মাস আগে আহমদিয়া মসজিদে মাইক ব্যবহার বন্ধ রাখে। কিন্তু গত ২৭শে এপ্রিল সকালে পুনরায় আহমদিয়া মসজিদে মাইক ব্যবহার করায় জনতা মাইক ব্যবহার বন্ধ করতে আহমদিয়া মসজিদে গেলে সেখানে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ ১০ রাউণ্ড ফাঁকা গুলী বর্ষণ করে। পুলিশের গুলীতে ইদ্রিস নামে (১৬) শহরের যুবক গুরুতরভাবে আহত হয়। জনতার ইট-পাটকেল নিক্ষেপে ১৫ জন পুলিশ আহত হয়।

দৈনিক বাংলা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সংঘর্ষ: ফাঁকা গুলি

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের কান্দিরপাড়া আহমাদিয়া মসজিদে মাইকে আজান দেয়াকে কেন্দ্র করে আহমাদিয়া সম্প্রদায় ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে এক সংঘর্ষ হয়।

পাকিস্তানে ইসলাম সেবার নামে আহ্‌মদীয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর অকথ্য নির্যাতন, মসজিদ, ঘর-বাড়ী ভাংগচুর ইত্যাদির কয়েকটি দৃশ্য

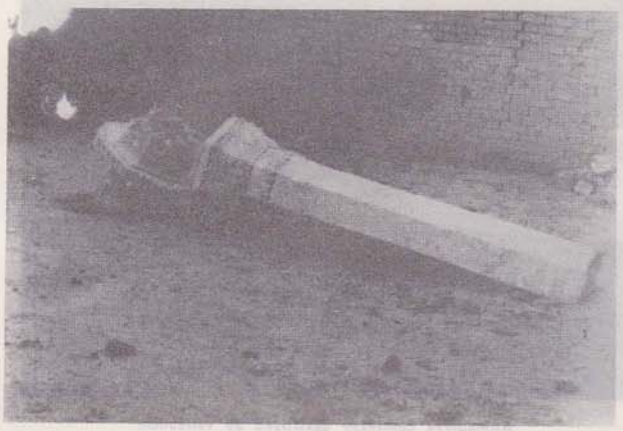

A minaret of an Ahmadiyya Mosque demolished by rioters

AHMADIYYA MOSQUE, DARULNASAR, RABWAH POLICE PARTY AFTER THEY PAINTED OVER KALIMA INSCRIPTION.

Ahmadi houses on fire

Ahmadi houses on fire

Ahmadi houses looted and demolished

Ahmadiyya shops besieged by a mob

KALIMA BEING ERASED FROM AHMADIYYA MOSQUE GUJRANWALA BY POLICE

Ahmadiyya cemetery destroyed by vandalism

Ahmadi houses on fire

Dwellings of Ahmadis completely destroyed by mobs

Ahmadiyya shops in flames while a custodian of the law looks on smilingly

Arson caused serious damage to Ahmadiyya property

মুসলমান

—মৌঃ মোহাম্মাদ ছলিমউল্লাহ্

আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান,
খেলাফতের রজ্জু ধরেছি, যায় যাবে যাক প্রাণ,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান ।
বিশ্বের মাঝে, মুসলিম জাতি, একতা হারিয়ে আজি
ভ্রাতৃ-ঘাতী, যুদ্ধেতে মাতি, নিজে নিজে গাজী সাজি,
অভিশপ্ত ইহুদীর হাতে হইতেছে অপমান ।
আহ্‌মদী মোরা খেলাফত ধরে রেখেছি সবার মান,
এস এস ভাই, শান্তি-নীড়ে কেন কর অভিমান,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান ।

জামা'ত মোদের হইয়াছে খাড়া পৃথিবীর কোণে কোণে,
যেখানেই আছি, উঠি বসি মোরা, খলীফার বাণী শুনে,
বন্ধন এযে বড়ই মধুর যেন সে গুলিস্তান,
সারি বেঁধে মোরা মানিয়া চলেছি খলীফার ফরমান ।
মোদেরে দেখিয়া ত্রিত্ববাদীরা সকলে কম্পমান,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান ।

খলীফার পরে সকল দেশেই আমীর বিদ্যমান,
জামা'তে জামা'তে প্রেসিডেন্ট আছে, মানিতেছে ফরমান,
বিশ্ব-জুড়িয়া কাতার বাঁধিয়া, হইতেছি আগুয়ান,
আপন স্বার্থ ত্যাগিয়া পেয়েছি একতার সম্মান ।
এক সুরে মোরা ধরিয়াছি তান সকলে মুসলমান,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান ।

দিকে দিকে আজি শান্তির বাণী, আমরা করেছি দান,
মুখে সারি গান "লা শরীক প্রভু, আল্লাহ্ রহ্‌মান" ।
সর্ব জাতির মানুষ মিলিয়া হয়ে গেছি ভাই ভাই,
ভালবাসা আছে সকলের তরে দুশমনী কারো নাই ।
প্রীতির বাঁধন ভাঙ্গিতে আজি পারিবে না শয়তান,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান ।
মানবতা আজি ডুক্‌রিয়া কাঁদে, সন্ত্রাস সব খানে,
শুভ্র পতাকা আমাদের হাতে, মধুর শান্তি আনে ।
সাদা-কালো আর ছোট-বড় সব ভেদাভেদ অবসান,
'ইনসানিয়াৎ' যিন্দাবাদ— খলীফার আহ্বান ।
বিচ্ছিন্নতা ছাড়িয়া দিয়াছি, যায় যাবে গর্দান,
আমরা মুসলমান, আমরা আহ্‌মদী, আমরা মুসলমান ।

এক গৌরবময় শতাব্দীর ইতিকথা

—মোহাম্মদ আখতারুজ্জান

ইসলামের মহাবিজয়ের সকল আয়োজন যখন
সম্পন্ন বিশ্ব-নবীর প্রতিচ্ছায়া ইমাম মাহ্‌দী
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ কাদিয়ানী (আঃ)
ওহী-ইলহাম ও সুস্পষ্ট ঐশী নির্দেশে
দৃঢ় কণ্ঠে করলেন ঘোষণা বজ্র নিনাদে—
প্রেরিত হয়েছি আমি মুক্তিদূত জগতের তরে,
আহ্‌মদীয়াত এ যুগে ইসলামের জামালী রূপ
রহ্‌মান খোদার স্বহস্তে রোপিত বৃক্ষ,
ফুলে-ফলে, পত্র-পল্লবে সুশোভিত হবে প্রতিদিন
হেন শক্তি নেই রুধিতে ইসলামের এ নব অভিযান ।
বিশ্ব প্রকম্পিত, আলোড়িত, দিকে দিকে পড়ে সাড়া,
অন্ধরা বলে ষড়যন্ত্র, যাদুকর, ফেৎনা ভয়ানক,
শশী-কলা সম দিনে দিনে পূর্ণ হয়ে খোদার অঙ্গীকার
বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে মাহ্‌দীর আহবান
অজানা-অচেনা অখ্যাত কাদিয়ান স্বনামে বিখ্যাত বিশ্বব্যাপীয়া
লক্ষ লক্ষ মো'মেন-মুত্তাকী, সালেহীন, প্রেমিক দেওয়ানা
সুশিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী, রাজা-বাদশাহ ও বিজ্ঞানী
মাহ্‌দীর আহবানে এক জামা'তে হলো দণ্ডায়মান,
জান-মাল ও ইজ্জতের বিনিময়ে সদা প্রস্তুত সবে
ছড়িয়ে দিতে বিশ্বময় ইসলামের অমৃত বাণী ।
আহ্‌মদীয়া জামা'ত কুরবানীর ময়দানে আগুয়ান
খোদার সেই প্রতিশ্রুত রজ্জু বরকতময় খেলাফত
হলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত, রূহানী জগতের বাদশাহী অনুপম !
কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী, তাই
প্লেগ মহামারী ভূমিকম্প বিশ্ব-যুদ্ধ নূহের প্লাবন
ক্রমাগত হানে মরণ আঘাত জাগাতে জাহেল হৃদয়,
কত হতভাগ্য নাদান নালায়েক হল ধ্বংস ঐশী কোপানলে
আথম লেখরাম ডুই বাটালভী ভুট্টো জিয়া নব্য ফেরাউন !
১৮৮৯ থেকে ১৯৮৯ এক শতাব্দীর সোনালী ইতিহাস
শত ঝড়-ঝঞ্জা বিদ্রূপ লাঞ্ছনা ষড়যন্ত্র ব্যর্থ আজি
এলাহী পরিকল্পনা পূর্ণতার পানে চলছে ক্রমাগত,
যুগ-খলীফা ঐশী ইশারায় করলেন ঘোষণা-
চূড়ান্ত ফয়সালা হবে এবার সত্য ও মিথ্যার,
মুবাহালার শানিত অস্ত্রে কতল হবে যত ফেরাউন-
নমরুদ, আবু জাহল, আবরাহা সম হতভাগ্য যারা,
ভীত-সন্ত্রস্ত সবে পালাবার পথ নাহি সম্মুখে আর
ঐশী তকদীর পূর্ণ হবেই ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের তরে,
ইহাই সত্য, রূহানী বিপ্লবের এক শতাব্দীর ইতিকথা !

জয়ধ্বনি

—কে, এম, মাহমুদুল হাসান

গতির ঘোড়ায় চেপে সময়ের অনন্ত যাত্রায়
কে আজ টানলো এ যতি ?
কালের কঠিন শীতে বিবর্ণ যে জনপদ
কুয়াশার চাদরে ছিল ঢাকা—
কনকনে দীর্ঘ মেরু-রাত্রির শেষে
কে দিলো হঠাৎ তাতে উষার ঝলক ?
জীবনের শীর্ণ নদীতে
কে আজ আনলো এ উদ্দাম জোয়ার ?

এ কোন বসন্তের হাওয়া
করেছে মাতাল আজ নিষ্প্রাণ প্রান্তরকে ?
নির্জীব বৃক্ষের প্রতি ডালে ডালে
প্রাণের এ শিহরণ এলো কার যাদু স্পর্শে ?
দিকে দিকে মুক্তির এ কোন দুরন্ত উচ্ছাস ?
দিগন্তের প্রান্ত ছুঁয়ে
এ কোন আলোর বন্যা এলো আজ ?
উত্তর থেকে দক্ষিণে ?
পূর্ব থেকে পশ্চিমে ?
প্রতি কোণে কোণে ?

সে এক বিপ্লবের নাম—
যাত্রা যার জাগরণে।
সে এক উচ্ছাসের নাম—
অস্তিত্ব যার জীবনের স্পন্দনে ।
সে এক উদ্যমের নাম—
উপস্থিতি যার বিশ্বাসীর বিশ্বাসে।
সে এক তরঙ্গের নাম—
সৃষ্টি যার আলোড়ণের আশ্বাসে।
আজ—
বাতাসে তাই জীবনের এ উচ্ছাস
তরঙ্গে তাই আলোড়ণের এ ব্যাকুলতা
বিপ্লবে তাই জাগরণের এ আকুলতা.....
আর—
আকাশে তাই এ মন্দ্রিত উচ্চারণ—
"আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ মোহাম্মদের (সাঃ) দাস
মির্যা গোলাম আহ্‌মদের জয় হোক" ।

পাঁচটি কথা ঃ

কোন এক বুযুর্গ বলেছেন যে, আমি পাঁচ বৎসরে পাঁচ হাজার পুস্তক অধ্যায়ন করে মাত্র পাঁচটি কথা আমার মনের মত পেয়েছি । কথাগুলো হলোঃ

(১) হে আমার নফস ! খোদাতা'লার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছ তাতেই সন্তুষ্ট থাক, নতুবা অন্য কোন মালিক খুঁজে নাও যিনি তোমাকে আরও বেশী দান করবেন ।

(২) হে আমার নফস ! খোদাতা'লা যে সমস্ত বিষয়ে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাক, নতুবা তাঁর রাজত্বের বাইরে অন্য কোথাও চলে যাও ।

(৩) হে আমার নফস ! তুমি তোমার 'রিয্‌কদাতা' খোদাতা'লার ইবাদত করতে থাক, নতুবা তাঁর দেওয়া জীবিকা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাক ।

(৪) হে আমার নফস ! যদি তুমি গুনাহ্‌ করতে চাও, তবে এমন একটি স্থান খুঁজে বের কর যেথায় খোদাতা'লার দৃষ্টি পৌছায় না, নতুবা গুনাহ্‌ হতে বিরত থাক ।

(৫) হে আমার নফস ! খোদাতা'লার সৃষ্ট জীবের সাথে উত্তম আচরণ, মহব্বত ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার কর, নতুবা নিজের জিহ্বাকে বেঁধে রাখ।

মূলঃ আখবারে আহ্‌মদীয়া, (১৯৮৮) সুইডেন হতে সংগৃহীত
অনুবাদ ঃ কাওসার আহ্‌মদ

বিজয়ের পদধ্বনী

—এস, এম, তৌহিদুল ইসলাম

আবার হয়েছে উদিত ইসলামের পূর্ন সূর্য
হাজার বছরের কুস্কংস্কার কেটে
অন্ধকারের অমানিশা টুটে
সত্যের জয়গান গেয়ে
ভালবাসা আর আদর্শ নিয়ে ।
দিগন্তের লালরেখা ছাড়িয়ে চলে গেছে বহদূর
ইসলামের ঝলকানী আলো
সত্যের শাশ্বত বানী
ন্যায়ের গান তাঁর কণ্ঠে
একত্বের বাঁশী বাজিয়ে ।

কেন যেন পারছেনা মানুষ তুলে নিতে তাঁকে
বিরোধিতার বাণ ছুঁড়ে
হিংসার বোম মেরে
রক্তপিপাসু হয়ে ওঠে-
করতে তাঁকে স্তব্ধ ।
যে বাঁশী বেজেছিল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মুখে
সেই সুরেরই পুনরাবৃত্তি
সেই ভালবাসার ঝলক !
শুধু ব্যবধান.....
তেরশতটি বছর ।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্'—
এইতালে, এই ধ্যানে
ছিল যারা মগ্ন
তাঁদের আশার আলো
আমরাই জ্বালব ।
খেলাফতকে ধ্বংস করে রক্তের কত বন্যা !
আজও বাজে সেই সুর—
সেই করুণ কান্না ।
শুধু মুখে ইসলাম
এ নহে মোদের আহ্বান !
যে নরপিশাচদের হাতের থাবায় লুণ্ঠিত ইসলাম,
তারাই আজ দল বেঁধে বলে---
খেদমতগার-এ-ইসলাম !
ওরে সত্যের অনসন্ধিৎসু !
মুছে ফেল কলঙ্কের দাগ।
ঐ চেয়ে দেখ কারা যেন গাইছে সত্যের গান—
বিশ্ব-ধর্ম ইসলাম

নয়রে কোন জোর-জুলুম
নয়রে এবার বাগাওয়াতী
নয়রে মুনাফেকী ।

আহ্‌মদী মুসলিম ওরা, প্রবল বেগে বাড়ছে ওদের গতি
নতুন নতুন আশার আলো—
জ্বলছে নতুন জ্যোতি ।
দ্বীন-ইসলামের বিজয়-নিশান
উড়াতে হবে, হও আগুয়ান ।
শতবছরের ত্যাগের মাঝেই গড়ে উঠেছে সেই রূপ
যে রূপ শুধু পেয়েছিল
ইসলামের প্রথম যুগ।
মোহাজের আর আনসার
সেই ইসলামের শরীকদার ।

দিকে দিকে আজ জ্বলে উঠেছে দ্বীন-ইসলামের দ্বীপশিখা
যত মিথ্যা, যত ভাওতা
হয়ে যাবে সব ধূলিস্যাৎ !
নয়রে আর পিছু পায়ে চলা,
আয়রে সবার আগে যাই—
ঐ সত্যের পতাকার তলে মোরা সবে আজ মিশে যাই ।
কেন আজও ভাবছ বসে ?
'ইসলাম' নাম নয়রে মিছে
বিজয় আজ এসে গেছে
পৃথিবীর দিকে দিকে ।

ভালবাসা সকলের তরে ঘৃণা নয় কারো জন্যে

মূল ইংরেজীতে নাফিস আহ্‌মদ হামিদ
অনুবাদ-মোহাম্মদ আহ্‌মদ (তপু)

যদি "ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয় কারো জন্যে"
আমাদের নীতিকথা হয়

এবং শুধু ভালবাসায় ছেয়ে যায় সমগ্র বিশ্ব
তখন হবে পৃথিবীর পুনর্জন্ম।

তখন খাঁটি মানুষগুলো সব দ্বিগুণ গর্বের সাথে
সেই নতুন পৃথিবীতে বসবাস করবে

যখন ঘৃণার সমস্ত নর্দমাগুলো শুকিয়ে যাবে ।
তখন শয়তানকে কাঁদতে হবে

সব অশুভ খারাপ বিবর্জিত হবে
সেই ক্ষণে প্রতি হৃদয় ধাবিত হবে প্রেম পথে।

সুতরাং ধূয়ে মুছে যাক সব রাগ ও ক্রোধ
ভালবাসা প্রতিস্থাপিত হোক আজ ক্রোধের স্থলে ।

তোমাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাক
"ভালোবাসা-সকলের-তরে-ঘৃণা-নয়-কারো-জন্যে"—এর দ্বারা

আহ ! কতই না মহৎ সেই বাক্য
যা আমাদেরকে সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হতে মুক্তি দেয় ।
সুতরাং এসো সকলে মিলে আজ এই শপথ লই
শুধু ভালই বাসবো, আমরা ঘৃণা করবো না কখনোই ।

মোবারক যমানা

—বেগম মোসলেমা সালাম

মোবারক মোবারক মাহ্‌দীর যমানা,
চল ছুটে নওজোয়ান কারো কথা শুনোনা ।
খলীফার হাতে আজ ইসলামের ঝাণ্ডা,
নাস্তিকতা চিরতরে হবে এবার ঠাণ্ডা ।
ভয় নেই, ভয় নেই, চল ছুটে নওজোয়ান,
ইতিহাস বদলে যাক, মোস্‌লেমের সন্তান ।
শোণিতের ধারা দিয়ে লিখে দাও ইতিহাস,
পিছে যেন কেহ এসে নাহি করে পরিহাস।
ডেকেছেন খলীফা, নওজোয়ান ছুটে আয় ।
"বেহেশ্‌তের" দ্বারগুলি ঐ বুঝি বন্ধ হয় !
মোবারক খলীফা মোবারক মাহ্‌দী
আহ্‌মদী নওজোয়ান, চল ছুটে জল্‌দী ।

মসীহ্‌র বিজয়

—ওয়াসিম-উস্‌-সালাম

এসেছে মসীহা
হবে আল্লাহ্‌র বিজয়
গড়েছে আল্লাহ্‌র জামা'ত
নাম তার আহ্‌মদীয়া ।
করব মোরা জয়—
এইত মোদের পণ।
তাইতো মোরা হব আগুয়ান ।
মোরা মুসলিম
অন্য কোন জাতি নহি ।
মসীহ্‌র নিশান রূপে এসেছে
দাজ্জাল ও ইয়া'জুজ-মা'জুজ
এসেছে নূহের যুগ,
এসেছে কত বন্যা, বান
ভাসিয়ে নিয়েছে কত শহর, গ্রাম, প্রাণ।
এইত মসীহ্‌ ও মাহ্‌দীর যুগের নিশান ।
মরেছে যুগের ফেরাউন
খুঁজে পায়নি কেউ তার কারণ।
করেছে ফেরাউন মোদের কত যুলুম-অত্যাচার
মযলুম হয়েও হয়েছি মোরা আগুয়ান ।
দিয়েছি জান আল্লাহ্‌র রাহে
তাইতো মোরা এত আগুয়ান ।
নেই দেরি, নেই দেরি হে,
মাহ্‌দীর বিজয় আসবে যখন,
আসবে সকলে কলেমার পতাকা তলে
আসিতেছে নতুন শতাব্দী,
আসিতেছে মসীহ্‌র বিজয়
আসিতেছে লোক দলে দলে
মসীহ্‌ ও মাহ্‌দীর পতাকা তলে ।

HAZRAT KHALIFATUL MASIH IV WITH MR. DAUDA K. JAWARA, PRESIDENT OF GAMBIA.

HAZRAT KHALIFATUL MASIH IV WITH THE GHANIAN HEAD OF THE STATE AND CHAIRMAN OF THE P.N.D.C GOVERNMENT, FTL. LT J.J. RAWLINGS

HAZRAT KHALIFATUL MASIH IV ADDRESSING THE ANNUAL GATHERING OF AHMADIYYA MUSLIM ASSOCIATION U.K. AT ISLAMABAD, TILFORD, SURREY.

HAZRAT KHALIFATUL MASH-IV ADDRESSING NEWLY FORMED JAMAAT IN HARTLE POOL. U.K.

THE PRIME MINISTER OF MAURITIUS SIR ANEEROOD JUGNAUTH PRAISING AHMADIYYA SERVICES.

HUZOOR TALKING TO THE MAYOR OF THE TOWN OF QUATRE-BORNES AND THE BISHOP REX DONAT, THE HEAD OF THE ANGLICAN CHURCH IN MAURITIUS.

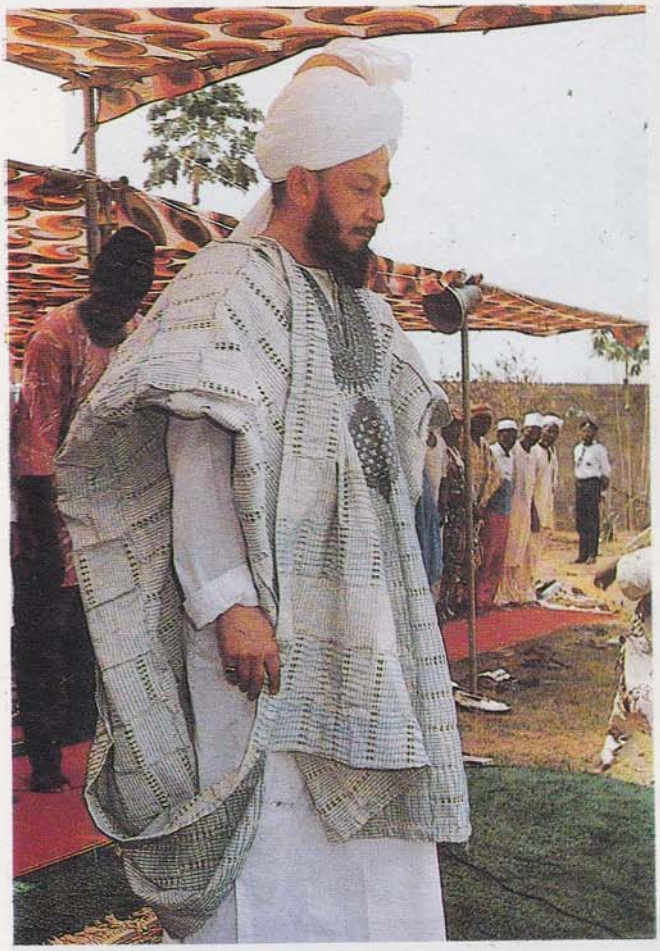

HAZRAT KHALIFATUL MASIH IV LEADING THE JUMMA PRAYER WEARING THE TRADITIONAL AFRICAN DRESS

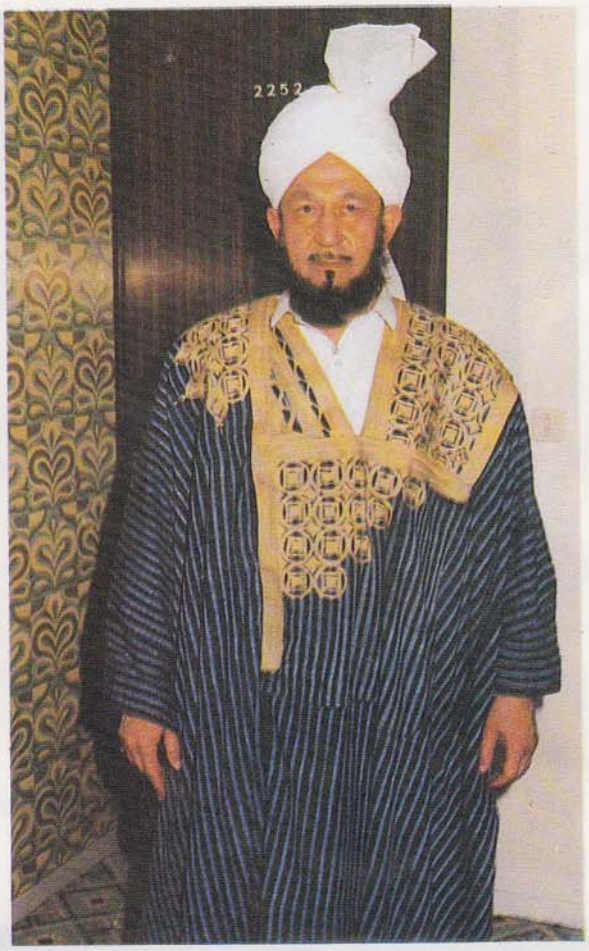

HAZRAT KHALIFATUL MASIH IV IN A TRADITIONAL AFRICAN DRESS.

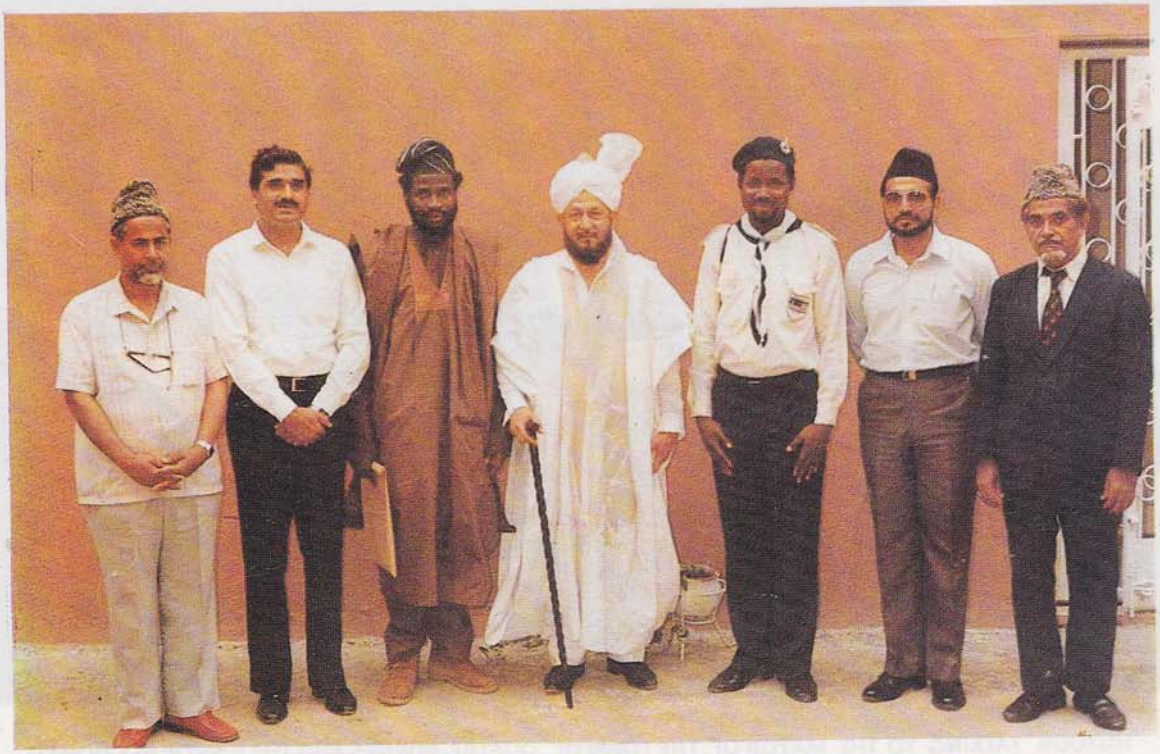

AHMADI DOCTORS SERVING THE AILING HUMANITY IN NIGERIA, WITH HAZRAT KHALIFATUL MASIH IV

HAZRAT KHALIFATUL MASIH IV WITH AHMADIYYA MISSIONARIES
FROM VARIOUS COUNTRIES OF THE WORLD.

HAZRAT KHALIFATUL MASIH IV WITH THE STAFF AND STUDENTS OF JAMIA AHMADIYYA ILARO-ONE
OF THE SEVERAL MISSIONARY TRAINING CENTRES AROUND THE WORLD.

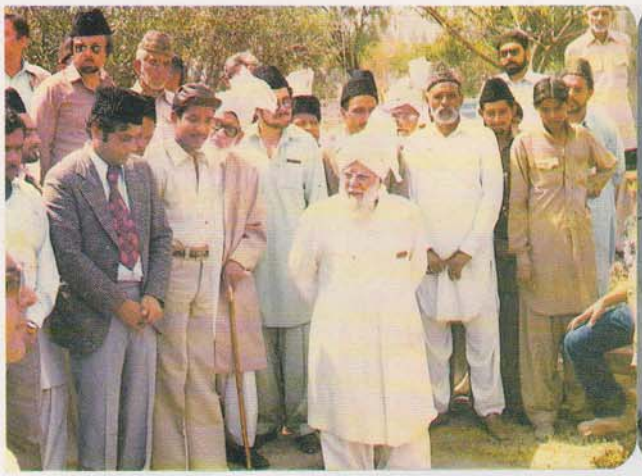

INAUGURATING THE CONSTRUCTION OF "THE CENTENARY JUBILLEE OFFICE BUILDING (1982) BY HAZRAT KHALFATUL MASIH III

HAZRAT KHALIFATUL MASIH IV ADDRESSING THE GATHERING IMMEDIATELY AFTER HE WAS BLESSED WITH THE CHARGE OF KHILAFAT

HAZRAT KHALIFATUL MASIH IV HOSTED A GARDEN PARTY IN HIS OWN LAND. FOREIGN STUDENTS STUDYING IN RABWAH WERE INVITED (1983)

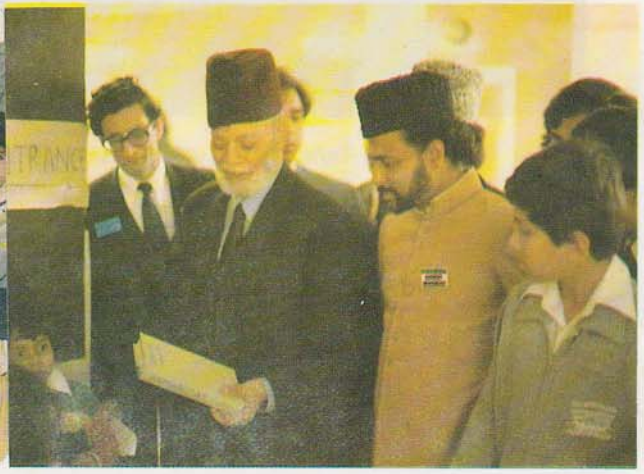

CHOWDHURY SIR MOHAMMAD ZAFRULLAH KHAN DURING IJTEMA (1979) IN ENGLAND. CENTRAL MISSIONARY MR. ANISUR RAHMAN LOOKS ON

Two innocent Ahmadi muslims implicated in false case

দু'জন নিরীহ আহ্‌মদী মুসলমান যাঁদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করা হয়েছিল ।

HONOURABLE O. RANSOME-KUTI. MINISTER OF HEALTH FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA PERFORMING THE OPENING CEREMONY OF AHMADIYYA HOSPITAL

SOME BANGLADESHI STUDENTS OF JAMIA AHMADIYYA WITH THEIR LEADER

THE STUDENTS AND SOME TEACHER'S OF MUALLIM TRAINING CLASS, BANGLADESH. SESSION, 1988-89.

MUSLIM CEMETERY QADIAN, INDIA

SOME MEMBERS OF THE EXECUTIVE BODY OF BANGLADESH ANJUMAN AHMADIYYA.

THE MEMBERS OF THE EXECUTIVE BODY OF BANGLADESH MAJLIS ANSARULLAH

CENTENARY MESSAGE

by

Hazrat Mirza Tahir Ahmad

Head of the world-wide Ahamadiyya Muslim Community

One hundred years ago today, an amazing event took place in an obscure and tiny hamlet (Qadian), in the province of the Punjab, India. It was an event which was destined to change the course of history.

There appeared a religious leader specifically commissioned by God to lead mankind as the Promised Reformer of the latter days. His name was Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), the Founder of the world-wide Ahmadiyya Muslim Community. He laid the basis for the unification of mankind in a unique manner. He resolved the conflicts and paradoxes prevailing in the religious world regarding the advent of a global Reformer.

The followers of all great religions–Jews, Christians, Muslims, Hindus, Buddhists, Zoroastrians, and the followers of Confucius- all anxiously awaited the advent of a Promised Reformer, as predicted in their holy scriptures.

The Jews expected the Messiah would rejuventate Judaism; the Christians claimed that the second advent of Jesus would bring nigh the Kingdom of heaven; the Muslims believed that the Messiah and Mahdi would join forces to bring about the final renaissance of Islam; the Hindus awaited the coming of God himself in the form of Krishna; and, the Buddhists were hopefully waiting for the reincarnation of Buddha.

How could God send different Messengers simultaneously-each calling to the same God in his own diverse way, inviting mankind unto divergent paths and conflicting ideologies ? That was the perplexing question addressed by Mirza Ghulam Ahmad of Qadian under divine guidance and revelation.

It was revealed to him that all the prophecies regarding the advent of various reformers were no doubt true. They, however, infact implied that only a single claiment would be raised, who would combine in his person the qualities, role and spiritual powers of all the great world reformers whose advent had been promised. Indeed, he would be a soldier from God wearing the garb of different prophets. He also proclaimed that the religion chosen by Almighty God for the universal and final manifestation of His Unity was Islam.

Thus, in accordance with the divine command, Mirza Ghulam Ahmad claimed to be that global Reformer who was destined to be raised in Islam in complete subordination to Prophet Muhammad–the last law-bearing prophet–may peace and blessings of Allah be upon him.

This was an astonishing claim. It was even more astonishing that this solitary voice, raised from a small unknown village, insignificant as it seemed to the world at large, was heeded at all. Some responded to this call with complete faith and devotin. There were many others who raised a storm of hostility, the like of which has seldom been witnessed in the history of mankind.

His followeres were subjected to extreme persecution. They were deprived of religious freedom and fundamental human rights. Even laws were enacted in some countries to render them liable to severe punishment and prosecution for the mere act of professing and practising their faith. Yet all this phenomenal opposition utterly failed to arrest the progress of Ahmadiyyat, which is marching forward even faster today than ever before. All the efforts of hostile fanatics, be they individuals, groups or governments, have totally failed in their purported objective of exterminating Ahmadiyyat from the face of the earth.

God stood by His servant, Mirza Ghulam Ahmad, fulfilled all His promises and, as prophesied in 1898, 'caused his message to reach the corners of the earth'. Today Ahmadiyyat stands established in 120 countries and the pace of its gorwth is destined to engulf the whole of mankind. God saved his followers (Ahmadis), protected them from all evil designs and showered His innumerable blessings upon them.

It is, therefore, to extol the name of Allah and sing His praises for His innumerable bounties that Jama'at Ahmadiyya is celebrating the year 1989 as the Thanksgiving Centenary Year.

On this auspicious occasion, I most humbly and sincerely invite all my fellow human beings to study the Ahmadiyya Movement in Islam seriously and to join its fold.

I call upon God, who is All-Knowing and Ever-Present, as my witness, that the message of Ahmadiyyat is nothing but Truth; It is Islam in its pristine purity.

The salvation of mankind depends on accepting this religion of peace. Islam is the religion which does away with all discriminations between man and man, and demolishes all barriers of race, colour and creed which divide humanity.

Islam liberates man from the bondage of sin and strengthens his ties with his Creator. It is a religion so simple, yet so highly organised to meet the demands and challenges of the changing world.

Islam permits no exploitation–be it social, political, economic or religious. The political philosphy of Islam has no room for false or deceptive diplomacy. It believes in absolute morality and enjoins justice and fairness to friends or foes alike, in every sphere of human interest.

Islam neither permits coercion for the spread of its own message nor gives licence to other religions to do so. Indulgence in terrorism even in the name of the noblest objectives is entierly incompatible with the teachings of Islam.

It is the firm belief of Jama'at Ahmadiyya that Islam is the panacea for all maladies and ailments of suffering humanity today. Islam teaches us that unless man learns to live at peace with himself and his fellow human beings he cannot live at peace with God.

It is to this Islam that I invite mankind.

I am fully aware that in the eyes of many cursory observers, Ahmadiyyat has not as yet emerged as a potent force to bring about a global moral and spiritual revolution.

Yet our trust is in God. Weak and humble though we are, God has graciously chosen us as His instruments to usher in a new era of global peace and unification of mankind.

Listen to what the Promised Messiah proclaimed towards the close of the last century, in the light of divine revelation received by him:

"The time is near when I should attain a magnificent victory, because in support of what I state, there is another voice which speaks; and in support of my hand there is another hand which operates. Yet, the world cannot perceive it, but I behold it. There is a heavenly spirit which speaks in me and grants a new life to every word and every letter of mine. A commotion and upsurge has erupted in the heaven which has caused this earthly body to stand up at God's behest. Every such person who has not been denied forgiveness and salvation shall soon see for himself that I do not make these claims on my own. Can they be seeing eyes which fail to recognise a man of truth ? Can he be deemed alive who has no awareness of this Heavenly call ?"

It is likely that many will turn a sceptical ear to what I say, wondering at the certitude and firmness of my faith in the glorious future of Ahmadiyyat. The weak and oppressed proponents of Christianity, at the end of the first century of the Christian era, must have felt some what like as I feel today. They were looked down upon, jeered and mocked at by the people of that age. Yet, I have no doubt whatsoever that a day will dawn before the end of the next century when people of that age will look back with no less an amazement at the incertitude and disbelief of the people of today.

In the end, let me invite you once again with all my heart to accept the call of the Promised Reformer. Herein shall you find peace and contentment of heart which can only be acquired by submission to the will of God.

May Allah bless you all.

Mirza Tahir Ahmad
SUPREME HEAD OF THE AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY

The Promised Messiah And Imam Mahdi Has come

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), the Founder of the Ahmadiyya Movement, belonged to a noble Muslim family of Qadian (India). He was a pious man and on receiving divine revelations he proclaimed in 1891 that he was the Promised Messiah and Mahdi whose advent had been foretold by the Holy Prophet of Islam, Muhammad, and in the scriptures of other faiths. His claim constitutes the basis of Ahmadiyya Movement in Islam and his followers believe that as the advent of Elijah was fulfilled in the person of John the Baptist, the second coming of Christ has been fulfilled, in the spiritual sense, through the advent of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Since the second coming of Christ has been awaited by the Christians and the Muslims alike, the Ahmadiyya Movement provides a common bond to the followers of the two faiths.

Love for the Holy Prophet & Islam

A deep study of the Holy Quran, a passionate devotion to the Holy Prophet of Islam (peace be on him) and a constant pre-occupation with divine worship and prayer became the pattern of his life. He was much distressed at observing the indifference of the Muslims towards the moral and spiritual values inclucated by the Holy Quran and was deeply pained by the attacks of non-Muslim propagandists against the doctrines and teachings of Islam.

Vindication of Islam

He found that the Christian missionaries of the time put themselves in the vanguard of those elements which were hostile to Islam. After deep and prolonged reflection over this painful situation he was moved to undertake a vindication of Islam from every point of view. This took the shape of his epoch-making production entitled the Braheen Ahmadiyya, the publication of the very first part of which endeared him to the hearts of all sincere Muslims as an outstanding champion of Islam.

By that time he had become a recipient of revelation. The successive parts of Braheen Ahamadiyya set forth many of his dreams and visions and the verbal revelations received by him. It became obvious to the readers of Braheen Ahmadiyya that he was destined to be a great force in Islam.

Foudation of Jamat Laid

In 1889 he laid the foundation of the Ahmadiyya Movement and sent forth a call for the righteous to enter into a covenant of spiritual allegiance to him as a Reformer within the spiritual body of Islam. His call was responded to by several people who covenanted to be his helpers and to obey him in all matters of moral and spiritual import. His call also aroused a certain degree of opposition among the Muslims which in the course of time took on the character of bitter hostility in which certain sections of the non-Muslims also joined.

The Divine Call

Under divine direction Hazrat Mirza Ghulam Ahmad claimed to be the Messiah and the Mahdi whose advent had been foretold by the Holy Prophet of Islam, peace be on him (Bukhari, Muslim & Masnad Ahmad-bin Hambal Vol. 2 p. 411).

The gravamen of the charge made against him by the Muslim divines was that he claimed to be a prophet contrary to the directive contained in the Holy Quran to the effect: Muhammad is not the father of any of your men, but he is the Messenger of Allah and Seal of the Prophets (Khatam-an-Nabiyyeen) Allah has full knowledge of all things (Al-Ahzab:-41).

Khataman Nabiyyeen Explained

In answer to this Hazrat Mirza Ghulam Ahmad explained that he most sincerely and whole-heartedly believed that the Holy Prophet, peace be on him, was Khataman Nabiyyeen in the fullest and most exalted connotation of the experssion. He believed that the Holy Prophet was most richly endowed by Allah with all the excellences of prophethood at the highest level. He affirmed that by the advent of the Holy Prophet the prophethood of all previous prophets which was current and binding upon their respective peoples had come to an end and that thereafter the only prophethood that was to be current was the prophethood of the Holy Prophet and no other prophethood. The spiritual status of Prophet would there-after be conferred only upon one who would be the most sincere and most faithful follower of the Holy Prophet and whose light would be a reflection of the light of the Holy Prophet, peace be on him, and would be wholly derived from him. Such a person should be spiritually at one with the Holy Prophet and would have no separate independent spiritual identity of his own. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad claimed to be a prophet only in that sense and he claimed that in his advent were fulfilled the prophecies concerning the advent of the Messiah and the Mahdi. He rejected as false and derogatory of the dignity of the Holy Prophet, peace be on him, as Khataman Nabiyyeen, the notion that Jesus, a prophet in Israel, would come back from heaven to carry out the revival of Islam.

Holy Quran, Totality of Divine Guidance

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad affirmed that the Holy Quran comprehends the totality of divine guidance needed for the whole of mankind for all time, and that it cannot be added to or subtracted from in the least degree. He rejected as unfounded the false notion entertained by the bulk of his Muslim opponents that a number of verses of the Holy Quran had been abrogated. He taught that every directive set out in the Holy Quran was binding for all time according to its true import.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad affirmed that his claim to prophethood, as explanied by him, was in accord with the Holy Quran and the true Hadith. He set forth in support of his claim: Children of Adam, if Messengers come to you from among yourselves rehearsing My commandments, unto you, then whoso is mindful of his duty to Allah and acts righteously, on such shall come no fear nor shall they grieve. But those who reject Our Signs and turn away from them in disdain, these shall be the inmates of the Fire; therein shall they abide. (Al-A' raf 36-37).

Advent Foretold

He also pointed out that the Holy Prophet, on whom be peace, speaking of the advent of the Promised Messiah had described him as a prophet of Allah, (Muslim, Chapter Anti-Christ) and on the death of his son Ibrahim he had said that had he lived he would have been a true prophet. (Ibne Majah, Vol. 1 Kitabul Janaiz) Concerning Abu Bakr he had said: Abu Bakr is the most exalted person among my people except one who might be a Prophet. (Jame'us Saghir p. 5 Kanzul Ummal pp. 137-138) He also drew attention to an admonition of Hazrat Ayisha, wife of the Holy Prophet, to the effect: Call him Khatam-an-Nabiyyeen but do not say that there will be no Prophet after him (Durri Mansur, Vol. 5, Takmilan-Majmail Bihar p, 85).

Criterion of Truthfulness

Attention might in this context be drawn to a criterion laid down in the Holy Quran wherein it is affirmed: If he the Holy Prophet had fabricated any saying and attributed it to

The Promised Messiah And Imam Mahdi Has come

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908), the Founder of the Ahmadiyya Movement, belonged to a noble Muslim family of Qadian (India). He was a pious man and on receiving divine revelations he proclaimed in 1891 that he was the Promised Messiah and Mahdi whose advent had been foretold by the Holy Prophet of Islam, Muhammad, and in the scriptures of other faiths. His claim constitutes the basis of Ahmadiyya Movement in Islam and his followers believe that as the advent of Elijah was fulfilled in the person of John the Baptist, the second coming of Christ has been fulfilled, in the spiritual sense, through the advent of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Since the second coming of Christ has been awaited by the Christians and the Muslims alike, the Ahmadiyya Movement provides a common bond to the followers of the two faiths.

Love for the Holy Prophet & Islam

A deep study of the Holy Quran, a passionate devotion to the Holy Prophet of Islam (peace be on him) and a constant pre-occupation with divine worship and prayer became the pattern of his life. He was much distressed at observing the indifference of the Muslims towards the moral and spiritual values inclucated by the Holy Quran and was deeply pained by the attacks of non-Muslim propagandists against the doctrines and teachings of Islam.

Vindication of Islam

He found that the Christian missionaries of the time put themselves in the vanguard of those elements which were hostile to Islam. After deep and prolonged reflection over this painful situation he was moved to undertake a vindication of Islam from every point of view. This took the shape of his epoch-making production entitled the Braheen Ahmadiyya, the publication of the very first part of which endeared him to the hearts of all sincere Muslims as an outstanding champion of Islam.

By that time he had become a recipient of revelation. The successive parts of Braheen Ahamadiyya set forth many of his dreams and visions and the verbal revelations received by him. It became obvious to the readers of Braheen Ahmadiyya that he was destined to be a great force in Islam.

Foudation of Jamat Laid

In 1889 he laid the foundation of the Ahmadiyya Movement and sent forth a call for the righteous to enter into a covenant of spiritual allegiance to him as a Reformer within the spiritual body of Islam. His call was responded to by several people who covenanted to be his helpers and to obey him in all matters of moral and spiritual import. His call also aroused a certain degree of opposition among the Muslims which in the course of time took on the character of bitter hostility in which certain sections of the non-Muslims also joined.

The Divine Call

Under divine direction Hazrat Mirza Ghulam Ahmad claimed to be the Messiah and the Mahdi whose advent had been foretold by the Holy Prophet of Islam, peace be on him (Bukhari, Muslim & Masnad Ahmad-bin Hambal Vol. 2 p. 411).

The gravamen of the charge made against him by the Muslim divines was that he claimed to be a prophet contrary to the directive contained in the Holy Quran to the effect: Muhammad is not the father of any of your men, but he is the Messenger of Allah and Seal of the Prophets (Khatam-an-Nabiyyeen) Allah has full knowledge of all things (Al-Ahzab:-41).

Us, We would surely have seized him by the right hand, and then surely We would have severed his large artery, and not one of you could have kept Us from it. (Al-Haqqah: 45-48).

Divines and commentators are agreed that these verses furnish an irrefutable test of the truth of a claimant of the receipt of divine revelation. If such a claimant persists in his claim and survives for a period of twenty three years, his claim must be accepted as true. The principle deduced from these verses is that God will not permit one who falsely claims to be a recipient of divine revelation to flourish at all and such a claimant would not survive for a period equal to that of the Prophethood of the Holy Prophet, peace be on him. It is a well Known fact fully publicised that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad maintained his claim of being a recipient of Divine revelation for more than 30 years right till the time of his death.

The whole life of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad was exemplary in every sense and there can be no doubt that since his early childhood he was being prepared to be a vehicle of the divine will.

Divine Revelation, Bounty of Allah

The grant of revelation is a pure bounty of Allah. It is not the choice of a recipient however righteous and exalted he might be. There is a widespread notion in the west that revelation is an upsurge of the mind of a righteous human being. The Quran rejects that notion. For instance, it says : His are the most exalted attributes, He is the Lord of the throne. He causes His Word to descend on Whomsover of His servants He pleases that He may warn people of the Day of Meeting. (Al-Mumin : 16)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad began to receive divine revelation from God at the age of 40 and continued to receive it in unbroken succession until he died at the age of 73.
In 1891 he annonced that God had appointed him the Messiah and the Mahdi mentioned in the Prophecies of the Bible (John 14:26, the Holy Quaran, Al-Saff : 7) and Hadis of the Holy Prophet on whom be peace (Bhukhari p. 49 & Muslim p. 202-203).

Purpose of His Advent

About the purpose of his advent Hazrat Mirza Ghulam Ahmad said he has been sent to rejuvenate Islam and to establish the Quranic Shariah. He further said :
'When Almighty God saw that the world has steeped in inequities, transgressions and errors, He raised me to preach the truth and reclaim the world from the evils into which it had fallen. So, exactly at the time when the thirteenth century of the Hirja had come to close and the world had entered upon the froteenth century, I announced my mission in obedience to the "Divine Commandment" and made it Known to the people through my words and writings that I was the "REFORMER", promised to appear at the commencement of the forteenth century for the formation of faith, so that I should re-establish upon the earth the faith which had vanished from its face, and that being strengthened by God, I might draw the world by the powerful attraction of his hand to true virtue, piety and righteousness and remove the prevailing errors in doctrine and practice.

"The Lord of heaven and earth has sent me to bring the world back to God and His word and His Prophet Muhammad, peace be on him, whom they have forsaken, and to preach His word to the nations and to lead them back into His kingdom and to bring back those

that had become separated from Him; and to give faith to the faithless, eyes to the blind and ears to the deaf; and to heal those whose bodies have been corrupted by leprosy; and to raise the dead; and so awaken those that slumber; and to conciliate those that are disaffected; and to reform those that are corrupted; and to raise those that are fallen; and to look after those who are helpless, and to open the gates of kingdom of heaven unto those that are rejected." (Review of Religions)

At the time of his death the number of his followers did not exceed half a million and few of them lived outside India.

Today, no more than a little over 75 years after his death. the membership of the Movement exceeds ten million. Its branches are strung around the globe in all the continents. It is accounted the most dynamic missionary Movement in Islam. Its members have set a unique example of upholding Moral and Spiritual values of Islam,
This is not the doing of man, it is a manifestation of the grace of Allah, the Super, me.

Future of Ahmadiyyat

Regarding future of Ahmadiyyat or the true Islam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad prophesied :

"I have been sent to sow the seed and the seed has been sown by my hand. It will now grow and flourish and no one will be able to hinder it." (Tazkirah-tus-Shahadatain p.66).

THE AHMADIYYA COMMUNITY

— *NASEEM SAIFI*

THOUGH WEAK AND POOR WE DO NOT MIND.
OUR HEARTS ARE WELL CONTENTED.
WE KNOW WHO MAKES STRONG AND RICH;
WITH HIM WE ARE CEMENTED.
SOME PEOPLE SEE THE TREE IN SEED;
THEY KNOW WHO MAKES IT GROW.
SOME DO NOT KNOW A BIT OF IT;
WITH DOUBTING MINDS THEY GO.
WE READ THE BOOKS AND KNOW THE TRUTH.
WHAT HAPPENED TO PROPHETS OF YORE.
LET LEARNED PEOPLE WHO DIFFER WITH US
THIS KIND OF THINGS EXPLORE.
IN EVERY CASE THE START WAS HUMBLE.
BUT FUTURE, MIGHTY GREAT.
IS IT UNFAIR TO ASK THE PEOPLE
TO GIVE US TIME AND WAIT.
BUT IF THEY DON'T THEN LET THEM KNOW
THAT GOD HAS SO DECIDED.
THAT THEY SHOULD BE DEPRIVED OF MEANS.
AND WE SHOULD BE PROVIDED.

ISLAM, THE TRUE AND LIVING FAITH

—Hazrat Mirza Gholam Ahmad,
Promised Masih and Mahdi

Islam means losing oneself for the sake of God and surrendering one's own pleasure for the pleasure of God.

I perceive that through believing in Islam fountains of light are coursing through me.

The true purpose of adopting a faith is that one should acquire such certainty concerning God, Who is the fountainhead of salvation, as if one can see Him with one's eyes. The wicked spirit of sin seeks to destroy a man and a person cannot escape the fatal poison of sin till he believes with full certainty in the Perfect and Living God and till he knows for certain that God exists, Who punishes the offender and bestows upon a righteous one every lasting joy. It is a common experience that when one believes in the fatal effects os anything one does not have recourse to it. For instance, no one swallows poison consciously. No one deliberately stands in front of a wild tiger. No one deliberately thrusts his hand into the hole of a serpent. Then why does a person commit sin deliberatedly ? The reason is that he has not that certainty in this matter as he has in other matters of the kind that we have mentioned. The first duty of a person, therefore, is to acquire certainty with regard to the existence of God, and to adopt a religion through which this certainty can be acquired so that he should fear God and shun sin. How can such certainty be acquired ? It cannot be acquired through mere stories. It cannot be acquired through mere arguments. The only way of acquiring certainty is to experience God repeatedly through converse with Him or through witnessing his extraordinary signs, or by keeping company with so me one who has that experience *(Naseem-e-Dawat,* PP. 81—82).

The purpose of religion is that man should obtain deliverance from his passions and should develop personal love for God Almighty through certain faith in His existence and His perfect attributes. Such of God is the paradise which will appear in diverse shapes in the hereafter. To be unaware of the true God and to keep away from Him and not to have any love for Him is the hell which will appear in diverse shapes in the hereafter. Thus the true purpose is to have full faith in Him Now the question is which religion and which book can fill this need. The Bible tells us that the door of converse with God is closed and that the ways of obtaining certainty are sealed. Whatever was to happen, happened in the past and there is nothing in the future..... Of what use then is a religion which is dead ? What benefit can we derive form a book that is dead ? What grace can be bestowed by a god who is dead ? *(Chashma Masihi,* PP, 20-23).

The purpose of accepting a religion is that God, Who is Self-Sufficient and is in no need of His creation or its worship, may be pleased with us, and that we should experience such grace and mercy as should wipe out our inner stains and rusts so that our breasts may be filled with certainty and understanding. This is not possible for a man to achieve through his own devices. Therefore, God the Glorious, keeping hidden mainly His own Being and the wonders of His creation, for instance, souls and bodies, angels, heaven, hell, resurrection and messengership etc. and yet disclosing them partially through reason, appointed his servants to believe in all these mysteries *(Surmah Chashma Arya,* P. *33).*

In order to recognize a true religion it is necessary to look at three matters. In the first place, one must see what is the teaching of a religion concerning God. That is to say, what does a religion state with regard to the Unity, power, knowledge, perfection, greatness, punishment, mercy and other attributes of the Divine.....

Secondly, it is necessary that a seeker after truth should inquire what does a religion teach with regard to his own self and with regard to human conduct. Is there anything in its teaching which would disrupt human relationships, or would draw a person into courses which are inconsistent with modesty and honour, or would be contrary to the law of nature, or would be impossible to conform to or carry out, or make it dangerous to do so. It would also be necessary to see whether some important teaching needed to control disorderliness has been left out. It would also be necessary to discover whether a religion persents God as a Great Benefactor with Whom a relationship of personal love should be established and whether it lays down commandments which lead from darkness into light and from heedlessness to remembrance.

Thirdly, it is necessary for a seeker after truth to satisfy himself that the God presented by a religion should not be one Who is believed in on the basis of tales and stories and resembles a dead being. To believe in a God who resembles a dead being, belief in whom is not by virtue of His having manifested Himself but is due to one's own good faith, would be to put Him under an obligation. It is useless to believe in a God whose powers are not felt and who does not Himself make manifest the signs of His own existence and life *(Naseem-e-Dawat,* PP.12,13).

* * * * * *

The religion that claims to be from God must show Signs of being from God and should bear the seal of God which should attest the fact that it is from God. Islam is such a religion. That God Who is hidden is known through this religion and manifests Himself to the true followers of this religion. A true religion is supported by the hand of God, and through such religion God manifests Himself that He exists. The religions that depend entirely upon stories are only a form of idol worship. Such religions do not possess the spirit of truth. If God is alive as He was, and speaks and hears as He did, there is no reason why He should continue silent as if He does not exist. If He does not speak in this age, then equally and certainly He does not hear either. In other words, He is now nothing. That religion alone is true which demonstrates that God hears and speaks in this age also. In a true religion, God attests His existence through His speaking. Search for God is a difficult matter. It is not an affair of worldly philosophers and wise men. Observation of the heavens and earth only leads to the conclusion that although orderliness indicates that the universe should have a Creator yet it is not proof that such Creator in fact exists. There is a deal of difference between ought to be and is. The Holy Quran is the only book which sets forth His existence as a fact and not only urges the seeking of God but makes Him manifest. There is no other book which makes manifest the Hidden Being *(Chashma Masihi,* PP. *19-20).*

* * * * * *

If anyone should have a question that there are hundreds of false religions which have flourished through thousands of years, though they must have originated in some imposture, the answer is as follows. According to us, imposture means that a person should himeslf fashion deliberately a few sentences, or should invent a book claiming that it has been revealed to him by God Almighty whereas nothing of the kind has been revealed to him. We can affirm on the basis of full research that such imposture has never been able to flourish in any age. The Book of God bears clear testimony that those who were guilty of imposture against God Almighty were soon destroyed. We have already stated that the same testimony is borne by the Torah, the Gospel, and the Holy Quran. The false religions

that we observe in the world today like that of the Hindus and the Parsees, do not represent the dispensations of false Prophets. The truth is that their followers through their own mistakes have fallen into accepting their current doctrines. You cannot point to any book which claims clearly that it is a Divine book while in truth it might be an imposture and a whole people might have held it in honour throughout. It is, however, possible that a Divine book might have been misinterpreted. A political government seizes jealously a person who falsely claims to be a govenment official. Then, why would God, Who is jealous of His glory and His kingdom, not seize a false claimant *(Anjam Atham*, P. 63, footnote)

[Translated by Choudhury Zafarullah Khan, quoted from 'Essence of Islam']

LIST OF 54 LANGUAGES IN WHICH THE HOLY QURAN HAS BEEN COMPLETELY TRANSLATED BY AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY

1.	Asami	2.	Albanian	3.	Bangla	4.	Bulgarian
5.	Burmese	6.	Czech	7.	Chinese	8.	Dutch
9.	Danish	10.	English	11.	Espranto	12.	French
13.	fijian	14.	Fanti	15.	German	16.	Greek
17.	Gujrati	18.	Gurumukhi	19.	Hindi	20.	Housa
21.	Hungarian	22.	Indonesian	23.	Italian	24.	Japanese
25.	Korean	26.	Kikuyu	27.	Kuntri	28.	Karomo
29.	Kurdi	30.	Logunda	31.	Malayee	32.	Malyalum
33.	Manday	34.	Marathi	35.	Norvegian	36.	Orria
37.	Ooee Ghur	38.	Portugese	39.	Persian	40.	Polish
41.	Punjabi	42.	Pushto	43.	Russian	44.	Swahili
45.	Spanish	46.	Swedish	47.	Sindhi	48.	Saraeki
49.	Tuvalu	50.	Turkish	51.	Talegu	52.	Urdu
53.	Veitnamese	54.	Yoruba				

SOME TRANSLATIONS ARE AS FOLLOWS :

Espranto اسپرنٹو

Capitro 14 Ibr:him (Abraham)* 13-a parto

سورة ابرهيم مكية

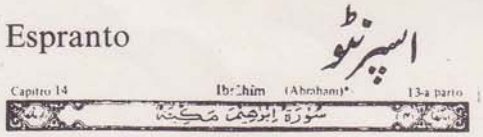

revelaciita en Mekko

1. Je la nomo de Allah, la Donema, la Pardonema.

2. Alef Lām R-**. Libro, kiun Ni sendis al vi, por ke vi konduku la homaron for de la mallumo al la lumo per la dekreto de ilia Sinjoro sur la vojon de la Ciopova, de la Laŭdegenda.

بسم الله الرحمن الرحيم

الر كتب انزلنه اليك لتخرج الناس من الظلمت

الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد

الله الذي له ما في السموت وما في الارض وويل

Logunda لوگنڈی

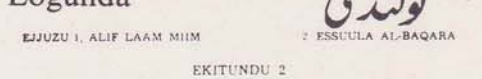

EJJUZU 1. ALIF LAAM MIIM 2 ESSUULA AL-BAQARA

EKITUNDU 2

9. Era mu bantu mulimu abalala abagamba nti: tukkiriza Katonda n'olunaku lw'enkomerero, songa sibakkiriza.

10. Baagala okulimba Katonda n'abakkiriza, naye tebalimba

ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر

وما هم بمؤمنين

يخدعون الله والذين امنوا وما يخدعون

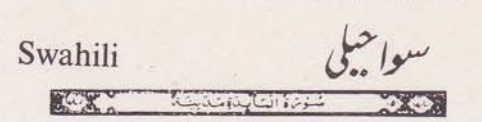

Swahili سواحیلی

سورة المائدة مدنية

5. SURA AL-MAAIDA

Imeteremshwa Madina

Ina mafungu 16 na Aya 121 pamoja na Bismillahi

1. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema, Mwingi wa ukarimu.

2. Enyi mlioamini! tekelezeni wajibu (wenu) Mmehalalishiwa wanyama wenye miguu minne, ila wale mnaosomewa, bila kuhalalisha mawindo mkiwa katika Haji. Hakika Mwe-

بسم الله الرحمن الرحيم

يايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم

بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد

وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد

German جرمن

Sura 4 AL-NISA 4. Teil

سورة النساء مدنية

(Offenbart nach der Hidschra)

1. Im Namen Allahs, des Gnadigen, des Barmherzigen.

2. O ihr Menschen, furchtet euren Herrn, Der euch aus einem einzigen Wesen erschaffen hat; aus diesem erschuf Er ihm die Gefährtin, und aus beiden ließ Er viele Männer und Frauen sich vermehren. Fürchtet Allah, in Dessen Namen ihr einander bittet, und

بسم الله الرحمن الرحيم

يايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا

ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام

Indonesian انڈونیشین

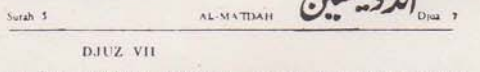

Surah 5 AL-MA'IDAH Djuz 7

DJUZ VII

84. Dan apabila mereka mendengar apa jang diturunkan kepada Rasul ini, engkau lihat mata mereka mentjutjurkan air mata,[788] disebabkan mereka telah mengenal kebenaran itu.

واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم

تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون

ربنا امنا فاكتبنا مع الشهدين

Dutch ڈچ

HOOFDSTUK 9 ATTAUBAH DEEL X

سورة التوبة مدنية

(Geopenbaard nà de Hidjrah)

1. Dit is de verklaring van ontheffing door Allah en zijn boodschapper tegenover degenen der afgodendienaren met wie gij een verdrag hebt gesloten.

2. Gaat daarom in het land rond voor vier maanden en weet, dat gij Allah niet kunt ontsnappen en dat Allah de ongelovigen zal vernederen.

3. En dit is een verklaring van Allah en Zijn boodschapper aan de mensen op de dag van de grote bedevaart, dat Allah alsmede Zijn boodschapper niets uitstaande

براءة من الله ورسوله الى الذين عهدتم من

المشركين

فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم

غير معجزي الله وان الله مخزي الكفرين

واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج

الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله

PROOFS OF THE CLAIM OF IMAM MAHDI (A)

—Mohammad Khalilur Rahman

ONE HUNDRED YEARS AGO THE AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY was established by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (A) in 1889 on the basis of Divine revelation. He claimed that he has been commissioned by God to be the Reformer of the Age, the 'Promised Messiah' (Masih Maud) and 'Imam Mahdi' (Divinely guided Imam) who was to appear in the 'latter days' to begin the prophesied spiritual unification of the world as foretold in various religious scriptures. The writings of the Founder, his spiritual successors and his followers abound in giving various proofs in support of his claim. In order to give an outline of the proofs of the claim of Masih Maud and Imam Mahdi (A) we would enumerate a few of these proofs at glance, keeping in view the references to the Holy Quran in particular, under the following five aspects relating to the subject :—

1— Has the claimant come with sacred missions and teachings ?

2— Has he appeared with manifest Divine signs in his time ?

3— How far the prophecies apply to the claimant and how are they fulfilled ?

4— How far the signs and symptoms of his Age justify his claim ?

5— How far his personal character and righteousness entitle him to hold the exalted spiritual office ?

The Promised Messiah delcared : "The Holy Quran has mentioned these five aspects which are generally used to verify the truth of any spiritually commissioned claimant and that any one who thinks it important to believe may test me with these five matters." (Al-Hakam).

NOTE : Our references to the Holy Quran start with the name of the Quranic Chapter along with number of the verse (with the verse containing 'Bismillah' as the first verse).

1. PROOF OF HAVING APPEARED WITH SACRED TEACHINGS

1.1 Sura Jumuah: 3 explains four principal objectives of the coming of the Holy Prophet Mohammad (SA) and the verse-4 mentions about the spiritual second coming of the Holy Prophet which has been interpreted as the coming of a Divine Reformer in the latter days with the same four objectives. The Founder of the Ahmadiyya community has clearly stated that he has no other missions but to re-establish those four objectives in the present age.

1.2 Sura Saff:7 indicates the later-day Reformer would be called 'Ahmad' which corroborates with the prophecy of the Hadis to the effect that Imam Mahdi's name will be after the name of the Holy Prophet (SA). This name has also been fulfilled in the sense of 'one who praises' and in the sense of 'one through whom are manifested the beauties of character and attributes of Hazrat Mohammad (SA).'

1.3 The Books of Hadis have prophesied that he would appear as 'Imam Mahdi' and 'Promised Masih' (Ibne Majah, Kanjul Ummal), as 'Ibne Maryam' (Bokhari), as 'Issa Ibne Maryam' (Muslim), 'Imam Mahdi' (Abu Dawud), etc.

1.4 Some of the specific functions have been mentioned as :— (a) to deliver right judgement, (b) to uproot Trinity- based Christianity, (c) to kill the swine i.e. swine-like bad nature, (d) to banish war in the name of religion and use peaceful means to win people's hearts.

Hazrat Mirza Saheb has demonstrated to the world through his claim, his activities, writings, spiritual discoveries and Khilafat-based organisation that these prophecies have been amply fulfilled through him.

1.5 Sura Baqara: 257 and other verses of the Holy Quran and ideals of the Holy Prophet (SA) have deeply upheld the doctrine of freedom of conscience in the matter of religious faith. In pursuance of the Divine teachings the Promised Messiah has declared : "I have done the work of sword with the pen". He has been called by God 'Sultanul Qalam' (King of the Pen). He has pronounced : "Five pillars of Islam constitute our creed." (Malfuzat, Vol-8).

1.6 The Ahmadiyya Muslims have accepted the Masih Maud and Imam Mahdi in accordance with the direction of the Holy Prophet Mohammad (SA) who has clearly stated that the Muslims are required to give allegiance ('Baiat') when they hear of the advent of Mahdi (Ibne Majah, Kanzul Ummal, Abu Daud).

2. PROOFS RELATING TO DIVINE SIGNS

2.1 Sura Qiamah : 9-10 and Takwir:2 vis-a-vis a prophecy mentioned in 'Darqutni Hadis' point towards the heppening of a special type of eclipse during the time of the Promised Mahdi in support of the claim. And it happend so in the time of Hazrat Mirza Saheb in 1894 in the Eastern Hemisphere and in 1895 in the Western Hemisphere. The other religious books also refer to this sort of unusual phenomenon as the proof of the coming of the Promised One (e.g. Mathew 24 : 29-30, Revelations 6:1, Bhagabat Puran : 13 Skanda).

2.2 Sura Haqqah: 45-48 and Jinn : 27-28 verses lay down the critera to the effect that someone forging lie in the name of Allah will be surely punished and no one can save him from Divine wrath in this world and that God reveals to HIs chosen servant knowledge about the unseen as He pleases. Hazrat Mirza Saheb (A) received several revelations from God about many signs and future events. In the Books of Hadis it is said that the Promised Masih will be vouchsafed revelations (Muslim Hadis).

2.3 Sura Baqara:90, Al-Imran:62 and Jumuah:7 verses relate to the process of prayer-contest called 'Mubahala'. This is exemplified by Hazrat Muhammad (SA) while he ultimately challenged the Christian deputation of Najran who visited Medina and discussed the doctrine of socalled divinity of Jesus. The Promised Messiah also resorted to Mubahala inviting the bitterest opponents in a bid to seek Divine wrath on those who are liars. A lot of such opponents as Pandit Lekhram, Padri Abdullah Atham of India, Dr. Dowie of USA etc. had to accept accursed death as consequence of the 'Mubahala'.

2.4 Some Special Signs for the Christians

- Padri Abdullah Atham of Amritsar entered into a lecture-duel for 15 days (1883 AD) while the Promised Messiah foretold about his death on being informed by God and the Padri died as per conditions laid down in the prophecy.
- Padri Henry Martin Clark sued against the Promised Messiah on charge of fabricated murder case, but in fulfilment of Divine prophecy Mirza Saheb (A) came out victorious while the opponents were utterly humiliated.
- Anglican Bishop Rev. Lefroy of Lahore was invited to accept challenge of the Promised Messiah, but the former did not have the courage to respond (1900).
- Many other Divine signs were manifested through the Promised Messiah. One of the greatest signs was the declaration of the existence of the tomb of Jesus Christ in Srinagar (Kashmir) and thus uprooting the concept of Godhead, Trinity, etc. of the Christian faith and ennobling the real status of Jesus Christ as one of the so many prophets of God (and not God or son of God himself). He proved that Jesus died a natural death and challenged that no body can bring out any proof of his bodily ascension to the sky and living there with worldy body.

- 'Masih in India' and many other books written against the Christian doctrines.

2.5 Some Special Signs for the Hindus

- Prophecy about Pandit Lekhram Peshwari, bitterest opponent of Islam and Ahmadiyat. He died a miserable death (1897) as foretold.
- Pandit Bhagobat Ram, Pandit Ishsher Chandra and Somraj died in fulfilment of prophecies about them. Pandit Indermohon Muradabadi first accepted challenge but later retreated (1885).
- Many other signs were shown in the Indian subcontinent in particular and the world in general.

2.6 Some Special Signs for the Sikhs

- Hazarat Mirza Saheb (A) visited a place called 'Dera Baba Nanak' and discovered various proofs to the effect that 'Baba Nanak' was actually a Muslim. He also wrote a book on this point styled as 'Satbachan' (1895).
- His prophecy about Sikh Prince Dilip Singh was fulflled despite extremely unfavourable conditions.

2.7 Some Special Signs for the Opponent Contemporaries

- Prophecy about Mirza Ahmed Beg of Hosiarpur and his daughter Mohammadi Begum and death of Mirza Ahmed Beg as foretold.
- One Karamdin sued against Hazrat Mirza Saheb (A) in the criminal court of Jhelum, but ultimately the case was dismissed as per prophecy and many people accepted 'Baiat' during his visit to Jhelum. Prophecy about 'the Wall' constructed by the opponents on the way to 'Masjid Mubarak' at Qadian and the court decreed against the opponents as per prophecy.
- Prophecy about Sadullah of Ludhiana, Gholam Dastogir of Kasur, Chirag Din of Jammu, Fakir Mirza of Dulmial and Abdul Hakim of Patial fulfilled.
- Prophecy about Sanullah of Amritsar fulfilled in the manner desired by him later.

2.8 Some Special Signs for Indian Sub-continent

- Appearance of plague as epidemic in the Panjab and the Ahmadis were saved under Divine help as foretold.
- 'All Religions Conference' at Lahore (1897) in which the essay on Islam prepared by Hazrat Mirza Saheb (A) was unanimously applauded with victory over all other dissertations as foretold beforehand.
- Prophecies about devastating earthquakes were fulfilled (earth-quake of 1905 in Kangra valley in North-West India, Biher earth-quake of 1934. Quetta earth-quake of 1935 and several others in different parts of the world.
- Prophecy about the annulment of the bifurcation order of Bengal fulfilled (1911)
- Prophecy about migration out of Qadian and establishment in a place later called Pakistan.
- Prophecy about bitter opposition to the Community and disastrous fate of Z.A. Bhutto and Ziaul Huq of Pakistan.
- Prophecies about flood etc. and other signs.

2.9 Special Signs for Iran

- Prophecy about the trembling condition of the Persian throne fulfilled a number of times.

2.10 Special signs for Afghanistan

- Sahebjada Syed Abdul Latif and Maulvi Abdur Rahman of Afghanistan were martyred by the Kabul rulers on the instigation of the fanatical groups. As a consequence the Afghan rulers and the people have to go through blood-bath and sufferings.

2.11 Special Signs for Amercia, Europe and Russia

- Dr. Alexander Dowie, an imposter from USA (Zion city established by him) died as a result of prayer-contest with Hazrat Mirza Saheb (A).
- Prophecy about Rev. Smith Piggot of England and tragic end of his life.
- Tragic end of the Czar of Russia and Czarist rule as foretold. Prophecy about Russian people accepting Islam in the course of time.
- Effect of the appearance of Gog and Magog and 'Dajjal' (Antichrist) and spiritual means to save mankind from the onslaughts and machinations of these races and their harmful concepts.
- Prophecy about the First and Second World Wars and pen-picture of their both short-term and long-term effects, materialistic progress vis-a-vis moral degradation and how man may be saved from these disasters in the real sense.
- Prophecy about Third World War hanging over the fate of mankind.
- Prophecy about the western people becoming attracted to Islam in the course of time being fulfilled in phases.

2.12 Some Special Signs for the Arabs and Middle-East

- 'Khutba Ilhamia'— Revealed Sermon in Arabic was special sign for the Arabic-speaking people as well as for all people in general.
- Specialisation in Arabic language being taught 40,000 Arabic roots in one night through Divine mercy and writing of 20 books in Arabic about Islam and Ahmadiyyat.
- Prophecy about Turkish Sultan conveyed through Turkish consul who visited Qadian in 1897 and about the consul himself fulfilled.
- Glad tidings to the literate people of Arab, Syria, Iraq and Khorasan through books such as 'Lujjatun Nur' etc. to accept the Promised Messiah as prophesied by the Holy Prophet (SA) and 'Al-Istefta' addressed to Arab world.
- Prophecy about the present-day Pharaohs and Haman fulfilled.

2.13 Some Signs of General Nature

- Sprittual meeting with the Holy Prophet (SA) in 'Kashf' (1864 AD).
- Indication of being commissioned as the Promised Reformer (1882), rising of special star, falling of meotors, elc.
- Prophecy about five great signs of universal catastrophy (of which the two world wars have already shaken the world and the third may start anytime).
- Various incidents relating to acceptance of prayer.
- Miracle of 'RED DROPS' on the mantle and turban.
- Prophecy about 'Mosleh Maud' and members of his family rendering special services to the community and humanity at large.
- Expansion of the Jamaat and its financial position.
- Prophecy about establishment of the institution of Khilafat and continuity of its blessings.
- Prophecy about the preaching success and peaceful propagation of Islam all over the world.

- Prophecy about the whole world accepting Islam through Ahmadiyyat within three centuries since his appearance.
- Many other prophecies are being fulfilled and signs shown.

3. PROPHECIES OF THE RELIGIOUS BOOKS FULFILLED

3.1 Al-Quran and Books of 'Hadis' –Prophecies Fulfilled

(a) Sura Jumuah: 4 and 'Bokhari Hadis' relate to the apperance of a great Reformer in the latter days who will be the 'reflection' of the Holy prophet Muhammad (SA).

(b) Sura Nur:56, Muzzamel: 16, Meshkat (and other books of Hadis) indicate that the institution of Khalifat will take pulpable form specially in the early days of Islamic history and also in the later days when the Promised Messiah will appear in the likeness of Isralite Messiah.

(c) Divine protection has been promised for the Holy Quran (Al-Hijr: 10) and 'Mujaddid' (Restorer) will be raised at the head of every century (Abu-Daud, Vol-2). Hazrat Ahmad is the only claimant in the 14th Hijri century.

(d) The Messiah will rise in the East (Ibne Majah), be of Persian descent (Bokhari), birth-place named 'Qada' (Juwahirul Asrar) and called 'Prophet of God' (Muslim, Vol-2).

(e) Sura Sajdah: 6 states that the Divine Ordinance shall go up in a period of one thousand years. On the other hand books of Hadis such as 'Nissai', 'Miskhat' etc. mention that the first three centuries of Islamic history are the best centuries and that certain signs will begin to appear in the world after 200 years following one thousand years. It is mentioned in Hadis that 'Imam Mahdi' and 'Promised Messiah' will be the one and the same person (Masnad Ahmad' and Jbne Maja). These two qualitative names mean two distinctive responsibilities —the first title applying for the Muslims and the second for the Christians in particular. These along with (a) & (b) above indicate that the 'Promised Messiah' and Awaited Mahdi' should appear by the end of 13th or beginning of the 14th Hijri century.

(f) Sura Saff: 10, Fath: 29-30 and some other verses of the Holy Quran as well as a number of references in the books of Hadis indicate that the coming of the 'Promised Messiah' and 'Awaited Mahdi' will herald the dawn of the Islamic conquest of the world through peaceful means and preaching facilities.

(g) Sura Saff: 7, Yasin: 21-26, Anam: 29 and relevent references available in the books of Hadis give indication about his name, place of appearance and family linkages etc. which have been fulfilled.(There are some references in certain books of Hadis contradicting with one another and as such some of them have to be rejected or interpreted in the spiritual and metaphorical sense).

3.2 Other Religious Books –Prophecies Fulfilled

- **Hinduism and Buddhism :** It has been prophesied that in the latter days a 'Rishi' named 'AHMAD' will appear with the ideals of his spiritual father (Atharvo-Veda, Sukta-97). Various signs have been mentioned in 'Mahavarat-Banparbo', 'Bhogobat Puran (13 Skanda) and in 'Gita' (Chapter-11) and reference has been made about the world-manifestation of 'Krishna' or 'Neha Kalank Avater'. Buddhist book called 'Anagato Vabishya' has referred to the Promised Person as 'Mattaya' (the one who will establish world-wide friendship and alliance) and signs of the appointed time foretold in the Buddhist book, 'Mahasupin Jatak' have been fulfilled.
- **Zoroastrianism :** In 'Zend-Avesta' the Promised One has been called 'AHMAD' and also termed as 'Mesio Darbahmi' (Sustnam Sasan Panjam).
- **Judaism & Christianity :** In the Jewish book 'Talmud' it has been prophesied that the

'Messiah's Kingdom will descend to his son and grandson. The Christian books such as Mathew (24:27), Revelations' (16:2-21) John 14:26 and others have references to the coming of the Promised Messiah in a number for places along with allusions of the signs and symbols of the Appointed Age.

- **Sikhism :** It has been foretold that the Promised One will appear in 'Batala' of the Punjab in Zaminder family and that he will be called 'Reshad' (meaning beloved one of God) and 'Mahdi-Mir' who will be applauded far and wide, etc. (Guru-Granth Saheb, Rag Talang; Bhaibala Janamsakhi; Guru Govindo Sing-10th Grantha-24 Avatar).

4. SPECIAL SIGNS OF THE APPOINTED TIME

4.1 Sura Qiamah : 9-10, Takwir, Infitar, Zilzal, Buruj, Qariah, etc. and a large number of references in the books of Hadis relate to certain signs about the earth and the heavens, about special socio-political upheavals, etc. which have actually taken place in this Age.

4.2 Sura Ambia : 96-98, Kahf : 5-6 and 95-96 and relevant references in the Hadis point to the fact that Gog and Magog and Dajjal (referred in Hadis only) will appear in the time of the Promised Messiah. From the signs and symbols and characterstic manifestations described in connection with these entities it becomes clear that Gog and Magog represent the socio-political groups such as Russia and its allies on the one side and the western block with USA and its allies on the other side. Similarly on the religious side the Christian doctrine of Trinity has spread over the world as Dajjal during the last few centuries and created deep impresson on the world affairs hitherto unknown and unrealised with such magnitnde.

4.3 Sura Bani Israel:105, Ambia:98 & 106 and some references in the books of Hadis indicate that the latter days will be symbolised by a special historical incident in the form of re-unification of the Jews in a place after wandaring and being scattered for about 2000 years. This has happened through creation of the state of 'Israel' in 1949.

4.5 The books of Hadis abound in various descriptions about the signs and symbols of the latter days when the Promised Messiah and Mahdi was to come. Some of the signs relate to the following :—

— Camels will be discarded as beast of burden and as carriers.
— Religious knowledge and practice will fade away and worldliness will increase.
— Quarrels and disputes will increase and religion will be kept behind.
— Earthquakes, epidemics, wars etc. will take new shapes and shake the world.
— Songs and singers, musical instruments etc. will be extremely popular.
— Islam will be in name only and the Holy Quran in words only, mosques will be very decorative and beautiful in outward shapes but devoid of actual guidance, the religious scholars will be worst under the sky and they will be delving into quarrels with one another and be spoiled thereby.
— Even the camel-driver will construct big buildings and feel extremely proud.
— Muslims will be divided into 73 sects all of which will be in the fire except one.
— Fornication, adultery and sex crimes will engulf the society.
— Interest-based economic system will be widespread in business, reigious values will be looked down and wars will spread like fire.
—Most people in power will be oppressive and conceited in nature and the leaders will be arrogant and rebelious type.

It is needless to say that all these prophecies have seen their fullest manifestation in this Age when the Promised Messiah has come to save mankind and re-establish Islam as foretold by

the Holy Prophet. Muhammad (SA). He has succeeded in establishing a community whose avowed motto is :

"I SHALL PREFER FAITH OVER EVERY WORLDLY CONCERN."

5. PROOF OF RIGHTEOUS CHARACTER

5.1 Sura Yunus : 17 lays down the basic principle that the claimant's life must bear ample evidence to his truthfulness and righteous nature before his claim. The Founder of the Movement has an unblemished and righteous life althrough and declared war on every type of vice and impurity.

5.2 Out of so many evidences available in the contemporary history, journals, etc. we refer to two of them below as examples :–

- Maulvi Mohammad Hossain Batalabi who bacame very much antagonistic and inimical to the Promised Messiah wrote : "Mirza Shaheb is firmly established on 'Muhammadi Shariat' and he is very pious and righteous". ('Ishaatus Sunnah' 6th year, 9th issue).
- One of the contemporary journals wrote : 'From the view point of character Mirza Saheb's whole life is found to be unstained to the fullest degree. He has lived an extremly sacred and righteous life". ('Ukil' published from Amirtsar, 31 May 1908).

5.3 The Promised Messiah has requested the people to test the truth of his claim through heartfelt 'Istekhara' prayer (Nishan-e-Asmani' and other books). Many people have been guided by this earnest prayer and they have accepted his allegiance.

5.4 Mirza Saheb (A) has challenged : 'Who is there to find any fault in my life ?' ('Tajkeratush Shahadatine').

5.4 He has been vouchsafed Divine revlations to the effect : "All good belongs to the Holy Quran" and "All blessing emanate from Mahammed Sallallahu Alaihe Wassalam". He has proclaimed that: "Gist of my teachings is : "There is no god but Allah and Muhammad is the Messenger of Allah."

OUR LAST WORDS ARE : ALL PRAISE BELONGS TO ALLAH– THE LORD OF THE WORLDS !

Abraham's 'Fruitful' Posterity

— **Mazharul Haque**

Prophet Abraham (on whom be peace) was 75 years old and wife Sarah 10 years his junior when they moved to Canaan under God's command. Sarah was barren but God promised Abraham : "Unto thy seed I will give this land" (Genesis 12:7). But despite God's assurance Abraham at the age of 86 was still childless. So he intensely prayed :

"Lord God, what wilt thou give me seeing I go childless and the stewart of my house is this Elizar ofDemascus. Behold, to me thou hast given no seed : lo, one born in my house is mine heir. And behold, the word of the Lord came unto him saying : This shall not be thine heir, but he that shall comeforth out of thy own bowels, shall be thine heir. Look now towards the heaven and tell the stars it thou be able to number them, and God said unto him. so shall thy seed be." (Genesis 15:2-5).

The above verses in the Bible promised three things to Abraham. First, despite being an octogenarian Abraham shall not go childless. Second, His seed shall be countless as the stars of the heaven. And third, it is his seed that shall be his heir— spiritual heir, for Prophets of God are far from worldly interests. One more thing; Abraham already knew that the very first child born to him, shall be his spiritual heir. His confident claim : 'Lo, one born in my house is mine heir' indicated this. Abraham, being a Prophet of God could not have asserted this of his own, without being assured of it by God beforehand.

Sarah was still barren and Abraham was desperate for an heir son. She therefore, probably out of the fear that Abraham might abandon her and take another wife for a son 'herself prayed to her husband to marry her hand-maid Hajerah (Hagar in the Bible) and Abraham harkend'. And " Sarah took Hagar and gave her to her husband Abraham to be his wife" (Gen. 16:1-2). Ismail was born.

According to Genesis 15:2-5 (above) Ismail was Abraham's first born of Hajerah; of Promise, that God had first made with Abraham and later with his wife Hajerah (Gen. 16 :11) following Abraham's incessant supplications for granting him 'seed' and that Promised seed was Ismail. Because after the birth of Ismail God had told Abraham : "I will make of Ismail a great nation for he is thy seed" (Gen. 21:13). That Ismail was born to Abraham in accepatance of his prayers to God is also indicated in the very name of the child; as in Hebrew and Arabic both, Ismail means 'God heard'. It is composed of two separate words : 'Samia' (Heard) and 'El' (God) Ismail (God heard). The Bible also gave the same meaning of Ismail : "Call his name Ishmael, because the Lord hath heard they afflictions" (Gen. 16:11).

The lsraelites have always been inherently averse to their brethren the Ismaelites. They always looked down upon them with contempt because they considered themselves to be God's only chosen people "the children of promise, born of a free woman" and the Ismaelites: "born of flesh of a bond women" (Galatian 4:28-30). Naturally therefore, the Bible compilers of post Mosaic period, out of malice tried to undermine the position of Ismail through interpolation and perversion of the Hebrew Scriptures. The Christian scholars also did not lag behind. They also have had their share through further interpolation and perversion of the Bible from time to time. This is not mere allegation without base. Interpolation has really taken place in the Bible even recently in the 1966 Catholic Edition that undermines Ismail's position vis a vis Isaac. Out of the many, we cite only one instance here :

In Genesis 15:2-5 (above) for instance, we have seen that God had promised Abraham of an heir son and gave him Ismail with the explicit assurance to make him 'fruitful' (Gen. 17:20). There is nothing indeed in the whole Bible that goes against Ismail. Naturally therefore, through Ismail, Abraham expected to perpituate divine blessings in his dynasty. Now, when Ismail grew up to be of 13 years exactly according to the Bible, God informed Abraham : "As for Sarah thy wife I will bless her and give thee a son also of her" (Gen. 17:16.) It was but natural for Abraham to think of his first born Ismail at that very moment, and he did plead with God then and there, seeking His blessings for Ismail in a manner only befitting to a Prophet of God. He fell down in prostration immediately and beseeched : "O that Ismail might live before thee", pleaded Abraham. These few moving words

form the heart of a loving father for his first born vividly speak of his great expectations that Abraham had visualised in Ismail and which infact, were related with him as a Promised son of a Prophet of God for fulfilment of which he has been praying to God for a long time. And it is here, at this juncture, that the Revised Standard Version of the Bible published by the Catholic Truth Society of London in 1966 has been scrupulously interpolated by inserting a "No" at the beginning of verse 19 of the Book of Genesis, Chapter 17, to deny Ismail of his rightful position and to humiliate him. Hereunder, we reproduce the same verse of Gensis 17:19 from two different editions of the Bible :

1611 Edition	1966 Edition
"And Abraham said to God, O that Ismail might live in thy sight. God said, 'but Sarah your wife shall bear you a son and you shall call his name Isaac." (Verse 18.19)	"And Abraham said to God. 'O that Ismail might live in thy sight. God said, "No, but Sarah your wife shall bear you a son and you shall call his name Isaac." (Verse 18.19)

Above in the new edition of the Bible the word "No" in verse 19 has been added later on. It is not there in the original text of 1611 A.D. edition of King James Version. What a pity ! The Bible had clearly warned its adherents: "Add thou not unto his words, lest he reprove thee and thou be found a liar" (Proverb 30:6). Yet, they forgot this teaching. But unfortunately for them however, it would not serve their purpose anyway. Because the next verse (Verse 20) rejected it. The truth however is, when Abraham beseeched God saying : "Oh that Ismail might live in thy sight" right came His reaffirmation :

"Behold, I have blessed him, and will make him fruitful; and will multiply him exceedingly; twelve princes shall he beget, and I will make him a great nation." (Genesis 17:20)

In the above verse God reaffirmed His no less than five great Benedictions with which he had graced Ismail !

First, "Behold, I have blessed him." To be blessed of God is a great honour for any person to be really proud of, espacially when God Himself promised it about someone. And here about Ismail, God did not say 'I will bless him' but said : "I have (already) blessed him" and this is a great honour. And here in the same very edition the compliers of the Bible again interfared with. They have replaced the word "I have" with "I will" (Verse-20). In another place God said about Ismail : "He was with the lad" (Gen. 21:20). To be with God is also a great honour indeed. It is also a matter of great satisfaction for him with whom is God himself, for it ensured peace, protection and security from God Almighty.

Second, "I will make him fruitful". Someone to be made fruitful by God Himself ensure two things : (1) It will always bear fruits in season for nourishment of mankind and (2) It would never wither-away, because He that has promised to make one fruitful would also ensure that he continued to remain fruitful. This is also a great honour and previlage for Abraham and his son Ismail alone, for before Ismail, Abraham was also promised by God: "I will make thee exceedingly fruitful" (17:6) and for that matter Ismail was made fruitful. There is no such promise for anybody else in the whole Bible. Although God said to Jacob also: "be fruitful and muliply" (Gen. 35:11). But this is not a promise. God just bade Jacob to be fruitful. "I will make Ismail fruitful" is a promise. It is an undertaking. It is a pledge of God. This word (fruitful) has been mentioned no less than 34 times in the Bible including the New Testament. Go through the whole of them pages after pages but never to find one similar promise by God for anybody else. Not even for Isaac. Rather, there are prophecies in the Bible that are against his being fruitful in his later generation. But we do not grudge him for this, nor Isaac is to be blamed for it any way either. But it is there recorded in the Bible. The story runs as follows :

Jesus is reported to have said : "The tree that bringeth not good fruits is hewn down and cast into the fire. "(Matthew 7:19). How true Jesus is ! A tree that bears no fruits or bears rotten ones is worthless. It would only spoil the whole body system. But the tree that bear good fruits is nourishing and productive. And this is possible only when God Himself is the gardener. There is mention of a vision of Jesus in the New Testament which St. Matthew has reported in his Gospel. It says: 'Jesus was hungry. He saw a fig tree from a distance covered with leaves. But when he came to the tree to

satisfy his hunger, to his utter disappointment he found it fruitless. Jesus was outraged and he cursed the fig tree: "Let no fruit grow on thee henceforward. and presently the treee withered away." (Matt. 21:18-19). The Rev. Willium Barclay remarked in his commentary on this verse: "Jesus curse to the fruitless fig tree was due to punishment to Israel that sealed their fate for ever as that tree." Jesus also prophesied: "The kingdom of God shall be taken from you and given to a nation bringing forth the fruits thereof." (Matt. 21:42-43). Ismail is that 'fruitful' tree and the 'corner stone' which the builders of the Kingdom of God had rejected (Gen. 21 : 10)

Third, 'I will multiply him exceedingly." To multiply anything good is a blessing. But to multiply 'exceedingly' is highly significant. It means: to excel; to surpass in comparision with others. And when comparision is under divine promise, espacially when there were competitors, it would then mean domination or ultimate domination over others. History of religion bears witness that Ismail's spiritual progeny dominated the world particularly in the fifth and sixth century A.D. after the advent of Islam. Thereafter, according to prophecy of the Holy Quarn and of the Holy prophet (Sm.) there was decline, because lethargy crept in Muslims that began in the eighteth century A.D. Again, according to yet another prophecy of the Holy Prophet (Sm.) about the renaissance of Islam, they are destined to regain their lost glory in due course of time, Inshallah, the signs of which have already begun.

Forth, "Twelve princes shall he beget." The people of Arab according to their old custom named their descendants after their ancesters. Even countries and tribes were named after them. Genesis 25:13-16 in the Bible, named the 12 sons of Ismail, whose descendats were spread over throughout the Arab Peninsula. Territories were named after Ismail's progeny. The present populace of Arab countries are descendants of Ismail. They claim this. There is no counter claim of being Ismaelite by any other nation or reace anywhere in the world. Amongst the Arabs there have been many princes in the past as there are even today.

Fifth, "I will make him a great nation." It is needless to emphesise that the Arabs are Ismaelite in origin. After the advent of Islam they became Muslims. Their religion is Abraham's religion—Islam. Islam or for that matter the Arabs have given so much to the world in the fields of Religion and Ethics; Science and Art; Medicine and Surgery; Culture and Civilization; Law and Jurisprudance, History and Geography, that mankind would remain grateful and indebeted to them. Indeed, it is these noble qualities that make a nation really great. The Ismaelite, the Arabs and for that matter the Muslims all over the world who trace their spiritual heritage to Abraham are a great nation indeed !

Before we conclude, a few words about Isaac will not be out of place here. God's promise about Isaac were almost the same as for Ismail. Except however, that Ismail was to be 'fruitful' like his father was. While there is no such promise about Isaac in particular. Another thing is, according to the biblical prophecy Ismail will dominate over all others, ultimately. Because God has promised to 'multiply him exceeedingly.' When this would happen we do not know, but it will certainly happen some day, sooner or later. Probably after the promised renaissance of Islam through God's righteous people as He has prophesied in the Bible. "The righteous shall inherit the land and dwell therein for ever..... because they trust in him" (Psalms 37:29-40)

What actually we have in the Bible specifically about Isaac are verses like "I will establish my covenant with Isaac for an everlasting covenant" and "But my covenant will I establish with Isaac which Sarah shall bear unto thee" etc. (Gen. 17:19 & 21), which erefers to the circumcision of the foreskin of the flesh (Gen. 17:10-14). But this is said of Ismail also (Gen.17:9-10 & 21:13). Moreover, mere establishment of a covenant or an everlasting covenant by God with some one is not a guarantee of God's bounty in itself, let alone he proud of it. It is rather a great trial for the people with whom God established His covenant, as it involved serious punishment for those who break it, which is mentined there at the same place: "And the uncircumcised child whose flesh of his foresking is not circumcised, that soul shall be cut off from His people, he hath broken my covenant" (Gen. 17:14).

Let the descendats of Isaac ponder over whether or not they have broken God's covenant in letter and in spirit that He had established with them through Abraham and after him through Isaac.

THE SUPREME HEAD OF THE AHMADIYYA MUSLIM ASSOCIATION,
HAZRAT MIRZA TAHIR AHMAD KHALIFA-TUL-MASIH IV.

MINARA-TUL-MASIH AT QADIAN

TA HA MOSQUE IN SINGAPORE

TOMB OF JESUS IN SRINAGAR, KASHMIR

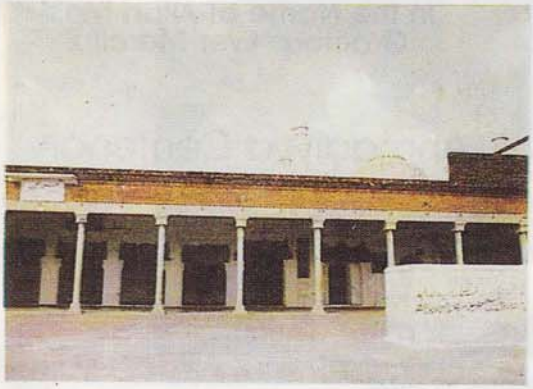

THE AQSA MOSQUE, QADIAN

THE MUBARAK MOSQUE, QADIAN

AWANE-KHIDMAT, QADIAN

AHMADIYYA HOSPITAL & DENTAL SURGERY IN
THE GAMBIA, WEST AFRICA

HAZRAT MIRZA NASIR AHMAD AND PROCEEDINGS FOR THE LAYING
DOWN OF THE FOUNDATION STONE OF THE FIRST MOSQUE IN
SPAIN FOR NEARLY 700 YEARS AT PEDROABAD IN 1980

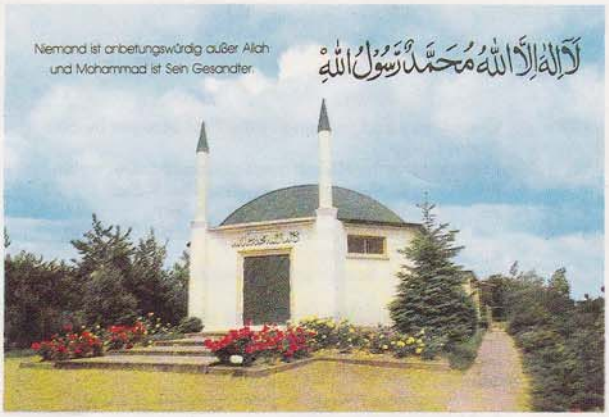

NOOR MOSQUE, FRANKFURT, WEST GERMANY

FAZLE UMAR MOSQUE, HAMBURG, WEST GERMANY

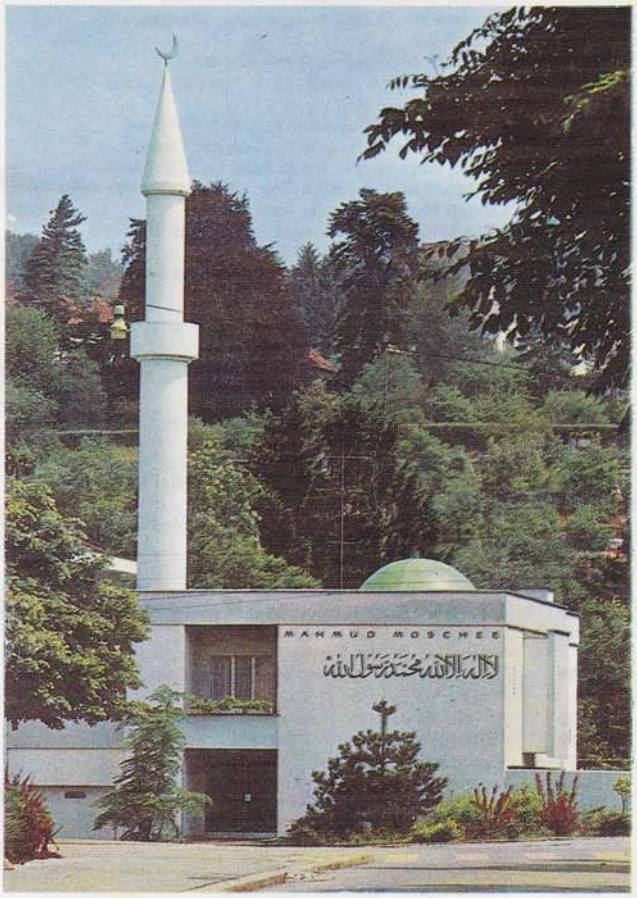

MAHMUD MOSQUE, ZURICH, SWITZERLAND

FAZAL MOSQUE, LONDON ESTD. 1924

100 Years of Ahmadiyyat

The chart below indicates some of the major events of the Ahmadiyya Muslim Association that took place during the 100 years of its history.

1889 First initiation into the Association at Ludhiana on 23rd March

1890 Claim of being the Messiah

1891 Claim of being the Mahdi
First Annual Gathering on 27th December at Qadian

1892 First Mobahilla issued on 10th December 1892

1893 Huzur is taught 40,000 roots of Arabic in one night by Allah
Announcement of prophecy about Lekh Ram on 20th December

1894 Eclipse of the sun and the moon during Ramazan takes place as prophesied by the Holy Prophet
Jange-Muqaddas Public Debate with Christians led by Abdulla Athim in Amritsar

1895 Library and the Zia-ul-Islam Press established at Qadian
Promised Messiah visits Dera Baba Nanak, relic of alleged founder of Sikhism

1896 Great Conference of Religions. . . an address later published under the title 'Philosophy of the Teachings of Islam'

1897 First newspaper issued under the title Al-Hakm
Fulfilment of the prophecy about Lekh Ram

1898 Foundation of Talim-ul-Islam School

1899 Compilation of the book Jesus in India

1900 Name Ahmadiyya first appropriated on 4th November

1901 First Ahmadi by the name of Maulvi Abdur Rehman martyred in Afghanistan

1902 Publication of the first English magazine under the name Review of Religions

1903 Martyrdom of Sahibzada Abdul Latif on 14th July
Spread of plague in the Punjab as prophesied

1904 Claim of fulfilling the second coming of Krishna

1905 'Al-Wasiyyat' (The Will) published introducing the concept of a heavenly graveyard

1906 Formation of the Sadr Anjamun on 29th January
Publication of the Tasheezul Azhan on 1st March

1907 Death of Dowie in accordance with the prophecy of the Promised Messiah on 9th March
Formal scheme started of enrolling members for the dedication of their lives in the cause of Ahmadiyyat

1908 Promised Messiah passes away on 26th May and Hazrat Maulvi Noorud-Din becomes the first successor to the Promised Messiah

1909 Establishment of Madrissa Ahmadiyya on 1st March

1910 Foundation of the boarding section of the Talim-ul-Islam High School

1911 Ansarullah established

1912/13 First Missionary to the U.K., Chaudrey Fateh Mohammed Sayaal

1913 First publication of the Al-Fazl on 19th June

1914 Hazrat Khalifa-tul-Masih I passes away and Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmud Ahmad becomes the second successor to the Promised Messiah

1915 Missions established in Ceylon and Mauritius

1916 Completion of Minaratul-Masih in December

1917 Foundation and opening of the Noor Hospital in Qadian

1918 Rs5000 donated towards the education of the children of Muslim World War I veterans

1919 Nazirs (Officials) appointed for the Sadr Anjamun

1920 First Mission established in USA by Mufti Mohammed Sadiq

1921 Maulana Abdul Rahim Nayyar becomes the first missionary to West Africa

1922 Establishment of Lajna Imaullah on 25th December
First meeting of the Majlis-e-Shoora (Consultative body)

1923 Malik Ghulam Farid is sent to Berlin for the opening of a mission in Germany

1924 Laying of the foundation stone of the Fazl Mosque on 19th October
Huzur's address at the World Conference of Religions in London on 23rd September
Maulana Zahoor Hussain becomes the first missionary to the USSR on 10th December

1925 Beginning of the Qadha (Judicial department) of the Association
Missions established in Syria by Maulana Jalal-ud-din Shams and Valiullah Shah Sahib
Foundation of a school for ladies

1926 Completion and opening of the Fazl Mosque by Sir Abdul Qadir
Publication of the Misbah magazine on 15th December
Beginning of the annual gatherings for ladies

1927 Amatul Hayy Library opened at Qadian

1928 Jamia Ahmadiyya (training centre for missionaries) opened on 20th May
Beginning of Seerat-un-Nabi conferences on 17th June

1929 Huzur's special letter distributed to Hindu leaders at the meeting of the Congress

1930 Ladies given the opportunity to participate in the proceedings of Majlis-e-Shoora

1931 Khalifa-tul-Masih II appointed President of the All India Kashmir Committee

1932 First installation of the telephone in some of the central offices at Qadian
First tabligh day held on 8th October

1933 Mohammed Ali Jinah makes a speech at the London Mosque
First mosque established in Palestine on 3rd December

1934 Ahrar attacks on Ahmadis
Launch of the Tehrik-e-Jadid Scheme
Mission established in Nigeria on 27th November

1935 Al-Fazl becomes a daily journal
Ahmadiyya Missions established in Burma, Hong Kong, Japan and Singapore
The Tadhkira incorporating the revelations and dreams of the Promised Messiah printed

1936 Missions established in Argentina, Hungary and Yugoslavia

1937 Mission established in Sierra Leone

1938 Establishment of Khuddam-ul-Ahmadiyya and Atfal-ul-Ahmadiyya

1939 Nasiratul-Ahmadiyya established in February
Religious Founders Day held on 3rd December
Flag of Ahmadiyyat first hoisted on 28th December

1940 Introduction of the Hijra Calendar based on the solar year
Central Majlis Ansarulla established
Foundation laid of Mosque in Srinager, Kashmir

1941 Foundation stone laid of the mosque in Quetta

1942 Warnings against the potential adverse influences of radio and cinema issued

1943 Translation of Holy Quran into Swahili
Foundation of Lagos Mosque

1944 Announcement of the fulfilment of the prophecy of the Promised Son in the person of Hazrat Khalifa-tul-Masih II

1945 The publication of the first Khuddam magazine under the name of Tariq
Missionaries sent to European and other countries

1946 The Holy Quran translated into a further 8 different languages
Fazle-Umar Research Institute established
Missions established in France, South Africa, Spain and Switzerland

1947 Hijrat (Migration) from Qadian to Pakistan

1948 Establishment of Rabwah as the headquarters of the Association on 20th September
Mission established in Jordan

1949 First mission established in West Germany at Hamburg
Mission established in Muscat Lebanon

1950 The Muslim Herald published in June

1951 Mission established in Trinidad

1952 First publication of the Khalid in October

1953 Further attacks on Ahmadis
Mission established in Burma

1954 Assassination attempt on the life of Hazrat Khalifa-tul-Masih II

1955 Missions established in Malta and the Hague

1956 Mission established in Copenhagen
Khuddam pledge finalised

1957 Tafseer-e-Sagheer (shorter commentary of the Holy Quran) printed
Introduction of the Waqfe-Jadid Scheme

1958 An Ahmadi by the name of Sir Chaudrey Zafrulla Khan appointed Vice-President of the International Court of Justice

100 Years of Ahmadiyyat cont.

1959	Opening of the mosque in Frankfurt on 12th. Sept Printing of the 2nd edition of the German translation of the Holy Quran
1960	Missions established in Fiji and Guyana
1961	The Holy Quran translated into 6 further languages
1962	Publication of the English translation of the Holy Quran with exhaustive commentary Sir Chaudrey Zafrulla Khan becomes President of the 17th Session of the General Assembly of the U N
1963	Opening of the Mosque in Zurich
1964	Sir Chaudrey Zafrulla Khan appointed Judge of the International Court of Justice
1965	Hazrat Khalifat-ul-Masih II passes away and Hazrat Mirza Nasir Ahmad becomes the third successor to the Promised Messiah
1966	Introduction of the Taalimul-Quran Scheme Introduction of the Waqfe-Aarzi scheme on 18th March
1967	An historic address delivered by Huzur at the Wandsworth Town Hall and later published under the title 'A Message of Peace & A Word of Warning'
1968	Formal establishment of the Association in Canada
1969	Opening of the Khuddam-ul-Ahmadiyya Library in Awan-e-Mahmud at Rabwah
1970	First African tour by a Khalifa Launch of the Nusrat Jehan Scheme for Africa
1971	Several health centres and schools established in West Africa under the auspices of the Nusrat Jehan Scheme
1972	Opening of the Aqsa Mosque in Rabwah
1973	Launch of the Jubillee Scheme for the preparation of the thanksgiving celebrations on the completion of 100 years of the Association
1974	Amendment passed by the National Assembly of Pakistan declaring Ahmadi Muslims to be 'non-Muslims'
1975	Building of Mosque in Gottenburg Mission opened in Surinam
1976	Instructions given for the compilation of the beliefs and practices (fiqh) subscribed by the Ahmadi Muslims
1977	Presentation of the Holy Quran to Queen Elizabeth II on the occasion of her Silver Jubilee
1978	International Conference on Jesus' Survival from the Cross
1979	An Ahmadi (Dr Abdus Salaam) becomes the first Pakistani to win the Nobel Prize on 5th October
1980	Laying of the foundation stone of the first mosque in Spain for nearly 700 years
1981	Introduction of the 14 point star of Ahmadiyyat
1982	Hazrat Khalifa-tul-Masih III passes away and Hazrat Mirza Tahir Ahmad becomes the fourth successor to the Promised Messiah
1983	Opening of the first mosque in Australia
1984	Promulgation of the infamous Ordinance that restricted the activities of the Association and compelled the Khalifa to leave Pakistan
1985	Sir Chaudrey Zafrulla Khan passes away First Annual Gathering at Islamabad in April
1986	Syedna Bilal Fund inaugurated for the assistance of the families of the victims of the Pakistani regime
1987	Last member of the immediate family of the Promised Messiah in the person of Nawab Amatul Hafeez Begum passes away
1988	Invitation to Mubahilla and its chief results . . . the miraculous re-appearance of Aslam Qureshi and the destruction of Zia-ul-Haq

AMEERS OF BANGLADESH AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY

— Chaudhury Abdul Matin

MAULANA SYED ABDUL WAHED SAHEB (1916-1920)

Bangladesh is reconstituted country out of East Pakistan which was formerly Eastern Bengal. It looks agape at the Bay of Bengal to the South and its North-East and North-West are bounded by the walls of Indian hills. It is a Riverine and Agricultural country lying between its Mountain ranges of Chittagong and Sylhet, profusely rich with flowers and fruits and grains. Its enervating atmosphere causes human nature cool-tempered and religiously inclined.

Hazrat Mirza Gholam Ahmad Qadiani claimed to be the Imam Mahdi, the Promised Messiah and the world Reformer. Divinely inspired as he was, he stood resolved to guide the hole humanity to the Truth of Islam and thus to make peace prevail in the world at large. With a view to actuating the Divine Design, he set up "The Ahmadiyya Movement" in Qadian in the year 1889 AD. Just after twenty two years, its effulgent light up-shooted across fourteen hundred miles and was reflected on the plains of East Bengal and particularly spotted the town of Brahmanbaria. The news of Imam Mahdi's appearance was ordained to be conveyed not through human agency but through Divine plan. Hazrat Masih Maud (P) had received "the Revelation detecting the smell of Faith (Iman) coming from the East." The revelation was literally fullfilled by a leaflet carrying the message of Imam Mahdi's advent in Qadian, inserted into a parcel of medicine sent from Lahore to Brahmanbaria. In Brahmanbaria, a symbolic town of conglomeration of rites of all Religions, the rituals of Hindus, Muslims, Brahmyas and others go on free. Mosque and Durgas, Pagodas and temples, Pujas, Urosh, Kirtan look side by side. Haply in latter days there arose an out-cry of the Awaited Imam Mahdi who will soon appear to crush down one-eyed Dajjal on his queer Donkey who is avowed to rob all Muslims of their faith. Hindus also began to sing mournful songs in dancing and clapping their foreheads with

crying-call for arrival of "Kalki Avater" to redeem them from their condemned state of existence. On the other side the Christian Clergies took advantage of their helplessness and converted thousands of Hindus and lot of Muslims into Christianity. At this critical hour of Religious chaos Maulana Syed Abdul Wahed got the news of Ahmadiyyat in 1901 and later on received the corroborated message of Imam Mahdi's appearance in Qadian, (Punjab) in 1903. Henceforth he started correspondence and exchange of ideas most seriously with the Founder of the Ahmadiyya Movement. Such postal communications continued till Hazrat Mirza Saheb's departure from this world in 1908. All the detailed questions and answers were simultaneously recorded in Hazrat Masih Maud's book 'Barahin-e-Ahmadyya' (Vol-V). Then again the Maulana began exchanging his viewpoints with the First Khalifatul Massih Hazrat Maulana Nooruddin (R). Al last he visited Qadian in 1912 and took 'Bayet' (oath of Allegiance) in the hand of Hazrat Khalifatul Masih Awal (R). and came back to Brahmanbaria in the same year.

Henceforth in and around Brahmanbaria waves of controversies began to dash against Ahmadiyyat but only to consolidate it and Maulana Syed Abdul Wahed was left forsaken by his thousands of followers – yesterday's staunch associates became today's tallest antagonists. But they did not know what was going on in the heaven. Highly–stationed intellectuals hurried to the door of the Maulana from four corners of Bengal. Soon he bound seven Jewels :— (1) K.B. Abul Hashem Khan chowdhury, (2) Mr. Mohammad Yaseen. (3) Mr. Abdus Sobhan, (4) Mr. Mubarak Ali, (5) Dy. Hussamuddin Hyder. (6) Professor Abdul Latif, (7) Mir Ausaf Ali Wakil. Also came from neigbouriug villages stalwards like Munshi Jahan Baksh, Munshi Shafatullah Sikder, Mr. Wayezuddin, Mr. Emdad Ali, Munshi Saber Ali Chowdhury, Meer Sekander Ali, Munshi Doulat Khan Wakil, Munshi Suraj Mian and so many strog personalities.

Allama Zillur Rahman of 'Kasait' in Brahmanbaria worked for expansion of the Jamat in Calcutta, Punjab and Malkana with tremendous succees. His teatise on 'Hadis-ul-Mahdi' is a memorable record of his effective method of Tabligh. His brother Sufi Mutiur Rahaman Bangale M.A. under directions of Hazrat Khalifaful Masih II worked continuously for eighteen years in U.S.A. with his scholarly articles published in the 'Muslim Sunrise'. He was succeded by another Bangalee Massionary Mr. Abdur Rahman Khan B.A. B.L. Bed. who came out of a strongly opponent Khan family of Brahmanbaria. Another outstanding enthusiast Mr. Muzaffaruddin chowdhury, B.A. of Akhaura went to Qadian, married there, acted as Editor of the 'Review of Religions', became Private secretary to Hazrat Khalifatul Massih II . He passed to the other world survived by his brilliant sons and daughters. Mvi. Ghulam Samdani Khadem, B.L., Mr. Dowlat Ahmed Khan Khadem, Mvi Khalilur Rahman Khadem are outlived by their memorable services renderd to this holy Silsila in their turn. Maulana Syed Abdul Wahed Saheb died in 1926, survived by his two illustrious sons in the services to the Jamat.

PROFFESSOR ABDUL LATIF SAHEB (1920-1933)

Professor Abdul Latif being a distinguished scholar in Arabic devoted his time and attention to elevate all Anjunmans under him in education. He started "Darse Quran" with close assistance of Pir Serajul Hoque Nomani in all mosques and Maktabs of the Jamate-e-Ahmadiya. Under his guidance and patronage some youths of Brahmanbaria were highly educated to work wonders in their respective fields of services. He was at once a teacher, preacher and a Darvesh. He used to say: 'No calamity, no fear, God is near.'

HUSSAMUDDIN HYDER SAHEB (1933-1939)

Mvi. Hussamuddin Hyder, Refired S.D.O. of Howra Criminal Court, came of a highly respectable family of Comilla. He was a literary man, as such, attempted to serve the holy Silsila with his penmanship and pamphelteering to desiminate light of truth of Ahmadiyyat in every direction. He was a patron of learning, and under his guardianship many Ahmadi youths were highly educated to shine in future and to serve the Silsila. He also with his family, left for Qadian and lived there peacefully in spiritual atmosphere in nearness of Hazrat Khalifatul Massih II.

HAKIM ABU TAHER SAHEB(1933-35)

Hakim Abu Taher, Hafez-e-Quran had been 'Ameer' of Bengal. He was from Delhi and settled in Calcutta. The centre of Silsila-work stayed in Calcutta Ajnuman-e-Ahmadia. His arrangement of lecture programme to be worked out in Public Halls met with marvelous success. Whole Calcutta was repeatedly resounded by 'All Prophets Day' lectures delivered by speakers of international reputation such as Dr. C.V. Raman, Dr. Kalidas Nag, the Nowab of Matiaburuz and Dr. M.M. Sadeq, Professor A.R. Nayyar and such other dignitaries.

KHAN BAHADUR ABUL HASHEM KHAN CHOWDHURY (1939-1942)

Khan Bahadur Abul Hashem Khan Chowdhury, retired A.D.P.I. followed his predicessors' track as Ameer with some additional steps for more rapid progress. He secured free platforms in Brahmya Samaj and Mahabhudis Halls for lecture on religious subjects in common conference. Henceforth Ahmadiyya Movement was more vocal and popularised than before. He built a well furnished Anjuman in the mid-way of Dharmatolla Street Calcutta. He mobilised Anjumans at Bhagolpur, Patna, Mungher and Dhaka, Brahmanbaria, Chittagong. His period of Ameership certainly passed as the Golden Age of the Ahmadiyya Movement in India. The non-Muslim leaders of thoughts witnessed sign of the rise of Muslims as instanced by the Ahmadis. But the Muslim writers of those days knowingly ignored the source. Khan Bahadur went to Qadian for good.

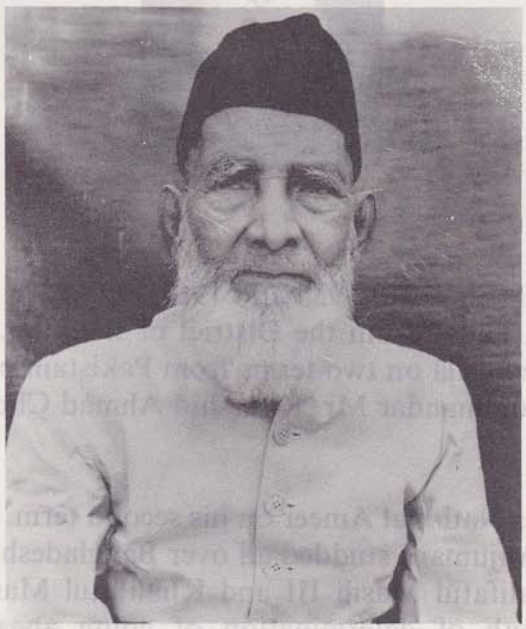

KHAN SAHEB MUBARAK ALI (1942-49)

Khan Saheb Mvi. Mubarak Ali B.T. a retited Headmaster was made Ameer of the East Bengal Ahmadiyya Movement, first separated from West Bengal. He stirred all village

Anjumans from the bottom and strived to uplift their positions with investment of his store of experience and wisdom earned from Qadian, Germany, Berlin and Lodon. That was the period of trying circumstances overpowering allAhmadies. He tried hard to save individual Ahmadies from being cowed down. He made Khuddam and Ansar move with their ideal of loyalty to law and order as taught and inspired by Hazrat Khalifaful Masih. He used to survey all Jamats and to assign useful tasks and constructive programes to be worked out exactly according to directions given in Huzur's Sermons published in the 'Alfazl' on Fridays. The Ameer Khan Saheb Mubarak Ali worked like a Re-organiser as needed in time. As commissioned by Hazrat Khalifatul Masih II he sailed to foreign countries with the message of Ahmadiyyat. He worked as Missionary to open the gate of preaching Ahmadiyyat– true Islam in Germany, Berlin and London.

Mvi. Ghulam Samdani Khadem. BL. was made Ameer, Brahmanbaria, East Bengal. He was a practising lawyer and he had to conduct Anuman affairs with strenuous efforts through transitional periods of political Movements in the snb–continent.

MVI. MOHAMMAD SAHEB (1949-1955 and 1962-1987)
Maulvi Muhammad. B.A. hailed from the District of Bankura, West Bengal. He became Ameer to serve the Divine Silsila on two terms from Pakistain period to Bangladesh. Mvi. S.M. Hassan and Ansar commandar Mr. Khurshid Ahmad Chowdhury served as Ameers for some time.

Mvi. Muhammad Saheb as National Ameer on his second term, conducted Silsila activities successfully with ninety Anjumans studded all over Bangladesh. Graceful visits by Hazrat Mirza Naser Ahmad Khalifatul Masih III and Khalifatul Masih IV — before being Khalifa stimulated strength of determination of going ahead with all projects. For construction of Dhaka Mosque female members offered gold to be readily utilised in construction of the same. Another mosque was made at Ahmadnagar. He has written number of religions books. His activities in spreading Islam have left behind indelible marks in the histroy of Ahmadiyyat in Bangladesh.

Cpt. Khurshid Ahmed
1955-1958

Mir. S.M. Hassan (C.S.P)
1958-1962

MOHAMMAD MUSTAFA ALI (1987—)

The present National Ameer Mohammad Mostafa Ali Saheb was born in 1917 at Tarua. He accepted Ahmadiyyat in 1934. He graduated in Agricultural Science and served in the Agriculture Department and retired in 1976 as Additional Directer. He is a gifted writer. He regularly participated in Radio discussion and a number of books have been published on the subject of Religion, Country and Agriculture. He recieved President's Award for his work in 1978. He has been serving the Jamat-e-Ahmadiyya in so many ways. He was the General Secretary of the East Pakistan Anjuman-e-Ahmadayya. He has been nominated as National Ameer by Hazrat Khalifatul Masih IV with effect from 22-6-87. As directed by Hazrat Khalifaftul Masih he has been carrying on succesfully with all projects of progress and develpment in Bangladesh Jamat.
Mah Allah help him in all steps.

SIR MUHAMMAD ZAFRULLAH KHAN– AN APPRECIATION

—Aftab Ahmad Khan

It is impossible to present in a short space even a snapshot account of the life and achievements of Sir Mohammad Zafrullah Khan—a distinguished star of the firmament of Ahmadiyyat. His life was not an ordinary one and his achievements are enormous. Which aspect of his life should I highlight. Should I portray him as a successful and eminent legal practitioner who scaled the heights of the profession as a minister of law in the Government of un-divided India, a judge of the Supreme Court of India, a judge and then as President of the International Court of justice? Or, should I portray him as an outstanding administrator who successfully held the charge of important departments of Railways Commerce and Supplies, as a member of the Viceroy's Executive Council in India from 1935 to 1940. Again, he deserves to be remembered as a notable legislator—a member of the Legislative Council of the Punjab in 1930, of the Indian Assembly and later as a member of the Constituent Assembly and the National Assembly of Pakistan? And as a political leader, he was outspoken in fighting for the independence of India. Another important aspect of his life which is a befitting subject for writing a book is the crucial role that he played in the establishment and consolidation of Pakistan and, in particular, his singular contribution towards determining the essential parameters of Pakistan's foreign policy as its first and most distinguished Foreign Minister from 1947 to 1954. A statesman respected throughout the world, he left a permanent mark on the contemporary history because of his deep commitment to uphold and defend the rights of down-trodden and deprived people of Jammun and Kashmir, the Arabs of Palestine and the inhabitants of North Africa. These are the topics which readily came to my mind as a student of history and an observer of international affairs. However, none of these distinctions and honours would have been possible to achieve, had Sir Muhammad Zafrullah Khan not possessed that extra quality which distinguishes the great from the ordinary. What was that extra dimension to his character and personality that made him a legend of our times? This question led me to recall my last meeting with him and the dilemma of what to say about him in my talk this morning was quickly resolved.

I first met Sir Muhammad Zafrullah Khan at his house in Karachi on 25th Janury 1949 when he, as Foreign Minister of Pakistan, invited a small member of junior officers of foreign service. My last meeting with him took place thirty-six years later, on 3rd January, 1985 at the house of his daughter and son-in-law in Lahore. It was a cold, crisp and clear morning and he sat, almost motionless, in a chair wrapped in blanket; a saintly, fragile figure, at peace within himself and with the rest of the world. Mentally, he was alert and agile. He ackonwledged my greetings and the first remark he made was to enquire about the welfare of Hazrat Khalifatul Masih IV whom I had seen in London a few days earlier. Then, he asked me about Jalsa Salana in Qadian which I had attended before coming to Lahore. He listended to my account with interest and apparent satisfaction. Probably, he was recalling in his mind the glorious days of his own journeys to Qadian. When I took leave, some half an hour later, he clasped my hands, looked up into my eyes and spoke, in a clear and convincing voice. "You will witness a dramatic progress of Ahmadiyyat in your life time." I knew that he was speaking from his heart and there was divine sanction behind this prediction.

Before driving away from his house, I wrote down his words in my diary. This remark offers the key to the source of his strength and inspiration. The theme of his life was the

unfaltering devotion to Islam and the commitment to Ahmadiyyat was the motive force which propelled him to the highest pinnacles of success. The priordities in his life were set clearly and firmly; to conform to the principles and practice of Islam was his ideal and the service of Islam was a sacred duty. For this reason, I shall endeavour to give a brief account of his services to the World of Islam which was nearest and dearest to his heart. He always acknowledged and proclaimed that all the high honours that have come his way were due entierly to his obedience to God. This is what made him so different from all others leaders whose visions or aspirations are influenced by personal or political factors.
The most significant event of his life was when at the age of eleven he had a vision of Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Promised Mehdi and Messiah, peace be upon him. At that tender age, his mother had already enriched his mind with spirtitual nourishment. Three years later, in 1907, he made the Covenant at the hands of the Promised Messiah and his life was completely transformed. That also marked the beginning of his meteoric rise to success and fame.

His progress from a district lawyer to an international hero was due entierly to God's favour and grace which appeared in the form of guidance and training given to him initially by Hazrat Khalifatul Masih I, whose wisdom and sagacity was unparalleled and, later, by Hazrat Khalifatul Masih II whose intellectual power and acumen were exceptional. Subsequently he was granted special consideration and affection by Hazrat Khalifatul Masih III and Hazrat Khalifatul Masih IV.

It was Hazrat Khalifatul Masih II who inculcated in him the passion for the service of Islam and inspired in him the belief that the service of Muslims is an essential duty of every Ahmadi. This was the principle of his life and his efforts were rewarded with election in 1931 as President of the New Delhi Session of the All India Muslim League. He represented Indian Muslims at all the three Round Table Conferences in London in the early thirties where the along with the Aga Khan and Mr. Muhammad Ali Jinnah fought for the constitutional rights of Indian Muslims. As a minister in the government of India before independence he persisted in impressing upon the British Government the need for safeguarding the religious, political and economic rights of Muslims after India's independence. The British as well as Indian leaders treated him with utmost respect as an honest and sincere spokesman of Indian Muslims during the constitutional negotiations leading to the independence of India in 1947.

Here, I may be excused for a slight digression to illustrate my point. In 1935, Sir Zafrullah Khan became a member of the Viceroy's Executive Council. The most powerful figure in the councidl was the Finance Member, Sir James Grigg who had been Private Secretary of Sir Winston Churchill, and later became the Secretary of State for War in the British Government. He was known for his arrogance and aloofness. One day, he unexpectedly dropped in at Sir Zafrullah Khan's house and without any apparent sign of informality said, "Thank heaven for an Indian who knows his mind; exrcises his judgement; and is prepared to take responsibility", and added. "We shall often differ, may even quarrel; but there need be no misunderstanding between us. I wish you good afternoon". And, then he departed.

In 1937, Zafrullah Khan single-handedly and successfully piloted in the Indian Legislative of Assembly Mr. Kazmi's bill for divorce of Muslim women— a legislative feat which earned him the admiration of even the most orthodox Muslim members. Under the leadership of Hazrat Khalifatul Masih II, the Ahmadiyya Community was in the fore-front of the struggle for the establishment of Pakistan as a homeland for Muslims in India. Sir

Muhammad Zafrulla Khan was one of the most experienced leaders whose advice and assistance was constantly sought by Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah and the Muslim League leaders. At a critical stage, he was instrumental in securing the resignation of Sir Khizar Hayat Khan Tiwana and the dissolution of the Unionist Party Ministry in the Punjab which paved the way for the Muslim League to take over political power in the province.

His appointment in 1947 by Mr. Jinnah to represent the Muslims of the Punjab before the Radcliffe Boundary Commission was not only a recognition of his legal and constitutional skills but also an affirmation that he alone could effectively represent the Muslims of that province and defend their rights. Later, when sectarian intolerance promoted political exploiters to cast doubt on his role in the proceedings of the Boundary Commission, it was the Muslim Members of the Commission, Justice Mohammad Munir who condemned his detractors by publicly acknowledging that it was his duty to record his gratitude to Chaudhri Zafrullah Khan for the valiant fight he put up for the defence of the Muslim case and said, "For the selfless services rendered by him to the Muslim Community, it is shameless in gratitude for anyone to refer Chaudhri Zafrullah Khan in the manner in which he has been referred to by certain Parties" (Page 197, the Munir Enquiry Commission Report).

Sir Mohammad Zafrulla Khan's tenure as Foreign Minister is a landmark in the formative years of Pakistan. To do justice to this subject will need a good deal of time and space. Therefore, I shall mention only two most essential elements which illustrate his devotion to the cause of Muslims. The first was the defence of the political and humanitarian rights of Kashmiri Muslims. Initially, India had gone to the U.N. with a complaint charging Pakistan of invading the State of Jammun and Kashmir. Instead, Sir Zafrullah Khan convinced the U.N. that it was India which had deprived the Kashmiri Muslims of their fundamental rights. His diplomatic success in the U.N., described as "masterly" by Chaudhri Mohammad Ali, a former Prime Minister of Pakistan, enhanced Pakistan's prestige in the international community in the early days when Pakistan had just emerged as a new state. Mr. Josef Korbel of Czechoslovakia who was a member of the U.N. Commission on India and Pakistan has written in his book "Danger in Kashmir" (page 109), "The Indian Government felt that its representatives had not done too well in putting the case before the United Nations and that the Pakistani foreign Minister, an experienced and popular practitioner in United Nations dialectic, who was as suave and smooth as the Indian delegates were awkward and angular, had scored considerable success" No other Pakistani leader has fought the cause of Kashmiri Muslims so consistently, forcefully, and courageously as the first Foreign Minister of that country.

The second aspect of Sir Zafrullah Khan's service to Islam was his unmatched advocacy of the cause of Muslim and Arabs which has ever since become a fundamental element of Pakistan's foreign policy. It has earned Pakistan substantial dividends on the form of economic and political gains of great magnitude. He indentified Pakistan with the interests of Muslim countries and fought ceaselessly for the rights of Muslims all over the world. One of the first decisions that he made as Foreign Minister was to stop the KLM flights landing at Karachi airport because the Dutch Government was flying troops for military action in Indonesia. This measure proved significant for the success of Indonesian freedom fighters. His defence of the rights of Palestinian Arabs constitutes a glorious chapter in the history of the struggle of Muslims against colonialism and foreign domination. At a time when the Arabs were not united and lacked co-ordination and were not ever convinced of their own case, Sir Mohammad Zafrulla Khan presented the most comprehensive, chronologically co-ordinated and convincing case against the western powers which were determined to

establish a zionist state in the heart of the Arab world. In his book "The Emergence of Pakistan" Choudhri Muhammad Ali, says, "Pakistan treated the Arab cause in the United Nations as its own and there was no more eloquent exponent of this cause in the United Nations than Pakistan's Foreign Minister, Zafrullah Khan."

Sir Zafrulla's heroic fight in the United Nations for the freedom of Libya, Tunis and Morocco is another epic story of selfless devotion to the cause of Muslims. In the Arab world his name has been inextricably linked with the independence of these territories. Many children born in the early fifties were named after him. Mr. Fadhil Jamali, a former Foreign Minister of Iraq, in a tribute on his death last year, wrote in the Tunisian daily, "Al-Sabah" of 10th October, 1985, "In fact, it was not possible for any Arab, however capable and competent he may be, to serve the cause of Palestine in a manner in which this distinguished and great man dedicated hismself. What was the result of the debate in the United Nations is another matter. But, it must be acknowledged that Mohammad Zafrullah Khan occupies a pre-eminent position in defending the Palestinians in this dispute. We except from all Arabs and followers of Islam that they will never forget this great Muslim fighter. After Palestine, the services of this man for the independence of Libya also deserves admiration. In the United Nations, his struggle for the rights of Arabs formed the basis of firm and lasting friendship between us."

Pakistan has continued to derive maximum political, economic and security advantages from the goodwill of Arabs and the Muslim countries. Today, many claimants have appeared as authors of that friendship. The foundation of this policy was laid down by Sir Mohammad Zafrullah Khan who pursued it as an article of faith rather than as a political expediency to win popularity or secure personal gain. He visited Palestine in 1945 and was deeply distressed by Zionist designs backed by both Capitalists and Communists in pursuance of their respective interests. In 1984, he was invited to Damascus to meet the Foreign Ministers of six front-line Arab countries to co-ordinate the strategy of struggle of Arabs against Zionism. In 1951, he toured Turkey, Lebanon and Syria. The next year he went to Egypt and Iraq and a year later he was invited to visit Iran, Jordan and Syria. During these visits, he established personal contacts with the leaders of these countries, particularly with President Gamal Abdel Nasser of Egypt, the King of Morocco, the President and the Prime Minister of Syria and the Hashemite Rulers of Jordan. One of the most valued contacts that he made with the Arab leaders at the U.N. was with Crown Prince Faisal of Saudi Arabia who later became the King. At his Invitation, he visited Saudi Arabia in March 1958 and had the privilege of performing the Umra. He was received by King Saud who personally thanked him for the services rendered to the Arabs. During his last illness in 1985 all the Arab Governments conveyed good wishes and prayers for his recovery. King Hussein of Jordan offered to send his own aircraft and medical team to arrange for his treatment. No other Pakistani or Muslim leader in contemporary history has received such high respect and universal acclaim from the rest of the world including those against whom he fought for the sake of principle.

The "Dawn" of Karachi acknowledged in an editorial on September 3, 1985. "He earned the abiding respect and admiration of the Arab and other Muslim nations as a defender of their interests." In a personal tribute, His Majesty King Hussein bin Tallal of Jordan said, "He was indeed a champion of the Arab cause and his ceaseless efforts whether among the Muslim and non-aligned countries or at the International Court of Justice will remain for ever a shining example of a great man truly dedicated to our faith and civilization."

No account of Sir Mohammad Zafrulla Khan's service to Islam without a reference, albeit a brief one, to his writings and publications on Islam and Ahmadiyyat. He translated the

Holy Quran into English and also the writings of the Promised Messiah. His biography of the Holy Prophet Mohammad,peace and blesings of Allah be upon him, is a testimony to his intense love and obedience to the Prophet of Islam. These Publications serve as a most valuable introduction to Islam and its philosophy, particularly for readers in the West. He spent the last year of his life serving Islam through his writings as well as by personal example as a true believer and servant fo God.

One can talk for hours about his exceptional qualities his unimpeachable intellectual capacity to bestow remarkable simplicity and accessibility, and unlimited capacity to bestow favours of friendship and consideration on others. These are the qualities of a Muslim as enjoined by the Holy Quran. He was a true Muslim also in his attitude towards his adversaries and personal critics. This was the aspect of his life which reflected the greatness of his character and the beauty of his personality. I can find no better way of ending than to quote a letter from an Indian gentleman Dr. B.R.Sen. He was a senior official of the Indian Government who served as Director General of the Food and Agricultural Organization. Acknowledging the receipt of Sir Zafrulla's autobiography, "Servant of God", he wrote on 8th April, 1984. "Zafrulla has always been one of my heroes in public life. I have always admired his intellectual abilities and also his integrity which is a rare thing in public life these days. Another quality of his that I have admired is his capacity of friendship. I remember one of his statements to me when I went to call on him in New York, where he was attending a Security Council debate, that he always tried to keep his brain on ice. His long and outstanding distinguished public life reads like a fairy story."

We pray that Allah may grant mercy and grace to His devoted servant and rest the departed soul in peace. Ameen.

By Courtesy of "The Review of Religions"

QURAISHI MOHAMMAD HANIF
He preached Islam all over the Indo-Pak Sub-continent
by paddeling his by-cycle

AHMADIYYAT IN THE WORLD TODAY

1. AUSTRALIA
2. BANGLADESH
3. BELGIUM
4. BHUTAN
5. BRAZIL
6. BURMA
7. CANADA
8. DENMARK
9. EGYPT
10. FIJIS.
11. FRANCE
12. GAMBIA
13. GHANA
14. HOLLAND
15. INDIA
16. INDONESIA
17. IVORY COAST
18. JAPAN
19. KENYA
20. LIBERIA
21. MAURITIUS
22. NEPAL
23. NIGERIA
24. NORWAY
25. PAKISTAN
26. PALESTINE
27. RODERICK IS.
28. SENEGAL
29. SIERRALEONE
30. SPAIN
31. SURINAM
32. SWEDEN
33. SWITZERLAND
34. TANZANIA
35. THAILAND
36. TRINIDAD
37. U.K.
38. U.S.A.
39. UGANDA
40. W. GERMANY
41. ZAIRE
42. ZAMBIA
43. NEWZEALAND
44. PAPUA NEW GUINEA
45. POLAND
46. SYRIA
47. TUVALU
48. YUGOSLAVIA
49. ABUDHABI
50. ANGOLA
51. AUSTRIA
52. BAHRAIN
53. BENIN
54. BRUKINAFASSO
55. BURUNDI
56. CAMEROUN
57. DOHA
58. DUBAI
59. GREECE
60. GUINEA
61. GUYANA
62. IRAN
63. IRAQ
64. IRELAND
65. JORDAN
66. KUWAIT
67. LIBYA
68. MALAWI
69. MALAYSIA
70. MALI
71. MAURITANIA
72. MOROCCO
73. MOZAMBIQUE
74. OMAN
75. PHILIPPINES
76. QATAR
77. RAS UL KHAIMA
78. RWANDA
79. SAMOA
80. SAUDI ARABIA
81. SHARJAH
82. SINGAPORE
83. SOUTH AFRICA
84. SRILANKA
85. TOGO
86. TURKEY
87. UMULQURAN
88. S. YEMEN
89. ZANZIBAR
90. ZIMBABWE
91. ALGERIA
92. ANTIGUA
93. ARGENTINA
94. BRUNEI
95. CONGO
96. COMOROS
97. DOMINICAN REPUBLIC
98. E. GERMANY
99. ETHIOPIA
100. FINLAND
101. HUNGARY
102. HONG KONG
103. ICELAND
104. ITALY
105. KIRRI BATI
106. CHINA
107. MADAGASCAR
108. NAURU
109. NIGER
110. N. YEMEN
111. SARAWAK
112. SOMALIA
113. SUDAN
114. TUNISIA
115. U.S.S.R.
116. TOUNGO
117. SOUTH KORIA
118. GABON
119. MALDIVES
120. SOLOMON ISLAND

HAZRAT MAULANA GHULAM RASUL RAJEKI
A PIONEER MISSIONARY IN INDO-PAK SUBCONTINENT

HAZRAT MAULANA ABDUR RAHIM NAYYAR
FIRST MISSIONARY IN AFRICA

CHAUDHRY MUHAMMAD SHARIF THE FIRST MISSIONARY
TO THE REPUBLIC OF THE GAMBIA

HAZRAT CHAUDHRY FATEH MUHAMMAD SIAL
EX-MISSIOANRY UK AND
NAZIR AALA SADR ANJUMAN AHMADIYYA

HAZRAT KHALIFATUL MASIH III WITH OTHER AHMADI SCHOLARS WHO ASSISTED HIM IN PAKISTAN NATIONAL ASSEMBLY WHEN HE DELIVERED HIS SPEECHES. (FROM LEFT TO RIGHT) SAHIBZADA MIRZA TAHIR AHMAD [PRESENT SUPREME HEAD OF AHMADIYYA MOVEMENT AS KHALIFATUL MASIH IV], SHEIKH MUHAMMAD AHMAD MZAHAR ADVOCATE, HAZRAT MIRZA NASIR AHMAD KHALIFATUL MASIH III; MAULANA ABUL ATA ALLAH DITTA JALUNDHRI, MAULANA DOST MUHAMMAD SHAHID.

THE FIVE CHILDREN OF THE PROMISED MESSIAH, RIGHT TO LEFT:
SAHIBZADA MIRZA BASHIR-UD-DIN MAHMUD AHMAD, SAHIBZADA MIRZA BASHIR AHMAD, SAHIBZADA MIRZA SHARIF AHMAD, SAHIBZADI NAWAB MUBARKA BEGUM, SAHIBZADI NAWAB AMATUL HAFIZ.

HAZRAT MIRZA BASHIR UD DIN MAHMUD AHMAD KHALIFATUL MASIH II BEING RECEIVED AT VICTORIA RAILWAY STATION BY HIS DEVOTED FOLLOWERS DURING 1924 WHEN HE VISITED LONDON TO ATTEND WEMBLEY CONFERENCE.

CENTRAL SALANA JALSA DHAKA , BANGLADESH

CENTRAL SALANA JALSA QADIAN, INDIA

CENTRAL SALANA JALSA DHAKA , BANGLADESH

TWO ATFAL FROM BANGLADESH WHO PARTICIPATED IN CENTRAL IJTEMA AT RABWA, PAKISTAN IN 1970

"And be grateful for the bounty of Allah" ***(AL-NAHL-115)***

Metco & Construction

METCON

Approved by B.O.G.M.C. Titas Gas T & D Co: Ltd., Bakhrabad Gas Systems Ltd.
Gas-Pipeline Engineers & Consultants

342, FREE SCHOOL STREET, DHAKA-504789

8, KATALGANJ CHOWK BAZAR, CHITTAGONG PHONE : 209211

GOLAP REST HOUSE COURT ROAD, BRAHMANBARIA PHONE : 2040

Our congratulations to Ahmadies for the Ahmadiyya Muslim centenary (1889-1989) Celebration.

Razia Travel International

Biman Approved

Dhaka Office
76, Segun Bagicha
Dhaka
Phone : 417881
Fax : 880-2-412320

Khulna Office
8. K.D.A. Avenue
Khulna.
Phone : 23148

স্বদেশী পণ্য কিনে হও ধন্য

টাঙ্গাইল শাড়ী ও আধুনিক পোষাকের জন্য

Collection

কালেকশন

৩১, মেট্রোপলিটন শপিং প্লাজা গুলশান ২,
ফোনঃ ৬০৪৫৬৯

মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে, সুনিদ্রা আনয়ন করে, চুল উঠা
বন্ধ করে এবং মরামাস নিবারণ করে

হোমিওপ্যাথিক, বাইওকেমিক ঔষধ, শিশি, বোতল,
কর্ক ও বই-পুস্তক ইত্যাদির পাইকারী ও
খুচরা বিক্রেতা

পরিবেশক : হোমিও প্রচার ভবন
১ আবদুল গণি রোড
জিপিও বক্স নং-৯০২,
ঢাকা-১০০০,
ফোন ঃ ২৪২২৯০

নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের
শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন উদ্‌যাপন
সফল হোক

মেসার্স হক ব্রাদার্স এণ্ড সিরামিক ইণ্ডাষ্ট্রিজ
২০/এ-প্রথম কলোনী,
গাবতলী, মীরপুর, ঢাকা-১২১৮
ফোন ঃ ৩৮২১৭৪

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ কৃপায়
নিখিল-বিশ্ব আহ্‌মদীয়া
মুসলিম শতবার্ষিকী
কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন
উদ্‌যাপন
সফল হোক

মাসিক নন্দিনী
১৫/৯ মধু বাগ (৪র্থ তলা),
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ।
দূরালাপনী ঃ ৪১৪৩৪৮

May Allah grant
a Great Success
to Ahmadiyya
Muslim
Centenary
Celebration

Joseph & BROS.
30 NEW Market,
Brahmanbaria-3400
Telephone : 2249

আহ্‌মদীয়া মুসলিম শতবার্ষিকী কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন
উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্‌তা'লার
সাহায্য কামনায়—

বাখরাবাদ গ্যাস লাইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দাতা ও সকল প্রকার গ্যাসের
চুলা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহকারী নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ঢাকা লাইট হাউস
৮ কাতালগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম
দূরালাপনী ঃ ২০৯২১১

বিশ্ব আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের শতবার্ষিকী
কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন উদ্‌যাপনের
সাফল্য কামনায় —

রকমারী হার্ডওয়্যার এন্ড মেশিনারী ষ্টোরস,
তোফায়েল আযম রোড, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
দূরালাপনী ঃ ২৩২৩

MAY ALMIGHYT ALLAH ADORN THE OCCASION OF AHMADIYYA MUSLIM CENTENARY CELEBRATION WITH GRAND SUCCESS. (AMEEN).

PRODUCER OF QUALITY
NEON SIGN
BELL SIGN
PLASTIC SIGN
HOARDING
CINEMA SLIDE &
GIFT ITEMS

AIR-RAFI & CO.

120/32, SHAJAHANPUR DHAKA-1217, PHONE: 404691
413260 (Office) 401306 (Res) 202, SHOLO SHAHAR (GATE NO-2) CHITTAGONG

an organisation
with a difference

PROPERTY
DEVELOPMENT LTD

PROPERTY is a long established organisation engaged in mainly construction and marketing of homes. Our apartments are of different sizes and prices. We also develop residential plots for our clients. Over the years we have developed management methods and skills that have made us eminently successful in providing maximum satisfaction to Property Home Owners. Our wide-ranging organisational capabilities and our total approach to property development make us the best.

Property Development Ltd was registered on March 18th, 1983. Ever since the Group has grown. Our skills have improved, we have acquired new technology and equipment and improved in our overall management, sales and profitability.

Our design work is done in-house. We have competent structural engineers, architects, draftsmen and quality control personnel. Soil investigation and ground improvement services are provided by Drill-tech, one of our Divisions. We have the most specialised equipment in the line of geo-technical engineering.Our fullfledged workshop provides intimate logistic support for all our field operations. Property Services are responsible for post-sales services like handing over of apartments, maintenance of gas, electricity, water supply, sewage and all utilities for our valued clients. We have gone into local production of elevators progressively in collaboration with Lift Munich of West Germany.

Ours is a most integrated group which make us capable of undertaking management and execution of multi-dimensional engineering projects. Several special projects like shopping and amusement centres are on the drawing board. The sound administrative base of our company enables us to take on multifarious and large projects. Our accounting, audit and legal departments together with competent secretarial services make us efficient. We have a well organised and managed materials department which ensure quality and economy. We are using computers and appropriate office machines in all areas including design, accounting, inventory control and project management.

Ours is a success story, a story of achievements in all areas. Our failures too have taught us useful lessons. We have planned to go public early in 1989 and share our fortunes with those who repose their confidence in us.

We have laudable plans for the future for the short, mid and long terms. It is to the achievement of these goals that we now direct ourselves. We understand our success in the future lies in our ability to learn, change, manage and perform.

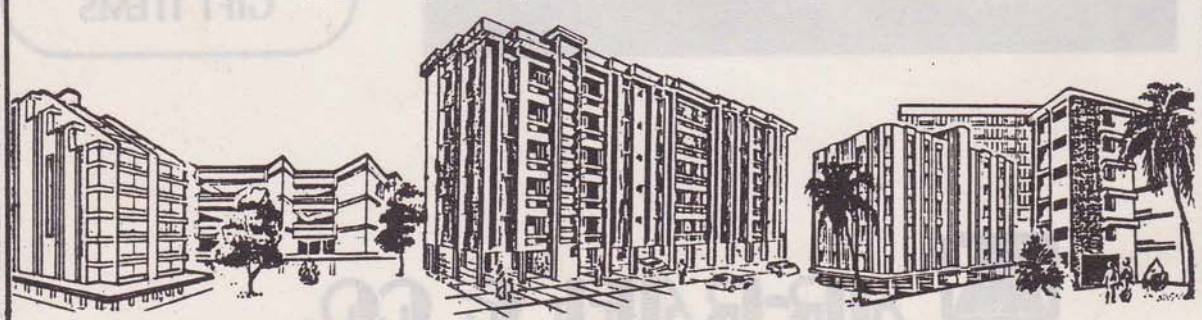

21 DIT AVENUE BRTC BHAVAN MOTIJHEEL, DHAKA-1000, GPO BOX 83
CABLE : MOLTEN, TELEX : 642962 PDL BJ PHONE : 243117, 235398, 254475

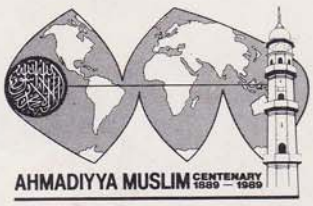

আহ্‌মদীয়া মুসলিম শতবার্ষিকী (১৮৮৯-১৯৮৯)
উদ্‌যাপন সফল হোক এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের
প্রতিশ্রুত মহাবিজয় তরান্বিত হোক ।

দোয়া-প্রার্থী
আল্-হাজ্জ মোহাম্মদ ইয়ামীন
পিতা ঃ মরহুম মোহাম্মদ ইয়াসীন সাহেব
মাতা ঃ সৈয়দা পারসা বেগম সাহেবা

MAY AHMADIYYA MUSLIM CENTENARY (1889-1989)
BE A UNIQUE SUCCESS AND THE PROMISED
VICTORY OF ISLAM BE QUICKER IN THE WORLD.

AL-HAJJ MUHAMMAD YAMEEN
S/O MARHUM MUHAMMAD YASIN SAHIB
AND
SYEDA PARSA BEGUM SAHIBA

THE WORLD
বিশ্বের শতাধিক দেশে আহমদীয়া মুসলিম
AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY IN MORE THAN ONE HUNDRED COUNTRIES IN THE WORLD
EUROPE
1 IRELAND Dublin
2 UNITED KINGDOM London
3 DENMARK Copenhagen
4 NETHERLANDS The Hague
5 BELGIUM Brussels
6 FRANCE Paris
7 SPAIN Madrid
8 PORTUGAL Lisbon
9 GERMANY Bonn
10 EAST GERMANY Berlin
11 POLAND Warsaw
12 SWITZERLAND Berne
13 AUSTRIA Vienna
14 ITALY Rome
15 CZECHOSLOVAKIA Prague
THE BALKANS
16 HUNGARY Budapest
17 YUGOSLAVIA Belgrade
18 ROMANIA Bucharest
19 BULGARIA Sofia
20 ALBANIA Tirane
21 GREECE Athens
22 TURKEY Ankara
MIDDLE EAST
23 SYRIA Damascus
24 IRAQ Baghdad
25 IRAN Tehran
26 LEBANON Beirut
27 ISRAEL Jerusalem
28 JORDAN Amman
29 KUWAIT Al-Kuwayt
30 SAUDI ARABIA Al Ryad
31 YEMEN San'a
32 P.D.R. OF YEMEN Aden
33 OMAN Muscat
34 UNITED ARAB EMIRATES
35 ATAR Doha
SOUTH EAST ASIA
36 AFGHANISTAN Kabul
37 PAKISTAN Islamabad
38 INDIA Delhi
39 NEPAL Kathmandu
40 BHUTAN Thimbu
41 BANGLADESH Dacca
42 BURMA Rangoon
43 THAILAND Bangkok
44 LAOS Vientiane
45 CAMBODIA Phnom Penh
46 VIETNAM Hanoi
47 MALAYA Kuala Lumpur
48 SINGAPORE Singapore
CENTRAL AFRICA
49 TUNISIA Tunis
50 MOROCCO Rabat
51 W. SAHARA
52 MAURITANIA
53 SENEGAL
54 GAMBIA
55 GUINEA-BISSAU
56 GUINEA
57 SIERRA LEONE
58 LIBERIA
59 IVORY COAST
60 GHANA
61 TOGO
62 BENIN
63 NIGERIA
64 CAMEROON
65 CENT. AFRICAN REP. Bangui
66 ETHIOPIA Addis Ababa
SOUTHERN AFRICA
67 EQUAT. GUINEA Malabo
68 GABON Libreville
69 CONGO Brazzaville
70 ZAIRE Kinshasa
71 UGANDA Kampala
72 KENYA Nairobi
73 SOMALI Mogadiscio
74 TANZANIA Dares Salaam
75 ANGOLA Luanda
76 ZAMBIA Lusaka
77 MALAWI Lilongwe
78 NAMIBIA Windhoek
79 BOTSWANA Gaborone
80 ZIMBABWE Salisbury
81 MOZAMBIQUE Lourenco Marques
82 SWAZILAND Mbabane
83 SOUTH AFRICA Pretoria
84 LESOTHO Maseru
CENTRAL AMERICA
85 GUATEMALA Guatemala
86 EL SALVADOR San Salvador
87 BELIZE Belmopan
88 HONDURAS Tegucigalpa
89 NICARAGUA Managua
90 COSTA RICA San Jose
91 PANAMA Panama
92 COLUMBIA Bogota
93 ECUADOR Quito
94 VENEZUELA Caracas
95 GUYANA Georgetown
96 SURINAM Paramaribo
97 FRENCH GUIANA Cayenne
WEST INDIES
CUBA Habana
JAMAICA Kingston
HAITI Port-au-Prince
DOMINICAN REPUBLIC Santo Domingo
PUERTO RICO San Juan
ARCTIC OCEAN
NORTH PACIFIC OCEAN
NORTH ATLANTIC OCEAN
INDIAN OCEAN
ATLANTIC OCEAN
GREENLAND
CANADA
UNITED STATES
ALASKA
MEXICO
BRAZIL
ARGENTINA
UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
MONGOLIAN PEOPLE'S REPUBLIC
AUSTRALIA
ANTARCTICA
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
SUDAN
CHAD
NIGER
MALI
MADAGASCAR